ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 31 Augest, 2023 ■ আগরতলা ৩১ আগষ্ট ২০২৩ ইং ■ ১৩ ভাদ্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাখী বন্ধন উৎসব

মহিলা স্ব-শক্তিকরণই সরকারের লক্ষ্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। মৈত্রীর বন্ধন ও সম্পীতির আহ্বানকে সামনে রেখে আজ মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে রাখীবন্ধন উৎসব উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা বোনেরা মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার হাতে রাখি পড়িয়ে দেন। তাছাড়াও এদিন বিধায়ক কল্যাণী রায়, বিধায়ক অন্তরা সরকার দেব ও বিধায়ক মীনারাণী সরকার মুখ্যমন্ত্রীর হাতে রাখি পড়িয়ে শুভেচ্ছা জানান। রাখীবন্ধন উৎসব উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা রাজ্যের সমস্ত বোনদের শুভেচ্ছা জানান ও তাদের মঙ্গল কামনা করেন। এরপর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নারী স্বশক্তিকরণের লক্ষ্যে বহু প্রকল্প চালু করেছেন। বর্তমান রাজ্য সরকার শুরু থেকেই রাজ্যে মহিলা স্ব-শক্তিকরণের লক্ষ্যে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। মহিলা স্ব-শক্তিকরণে সরকারী চাকরিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও সরকারী মার্কেট স্টল ও শপিং কমপ্লে' বন্টনের ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য ৫০ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। রাজ্যের সাধারণ ডিগ্রী কলেজগুলিতে ছাত্রীরা বিনা বেতনে পড়াশুনা করার সুযোগ পাচ্ছে। নবম শ্রেণীতে পাঠরত ছাত্রীদের বিনামূল্যে বাইসাইকেল প্রদান করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ১ লক্ষ বাইসাইকেল ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সফল মেধাবী ছাত্রীদের বিনামূল্যে স্কুটি দেওয়ার উদ্যোগও রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যে বর্তমানে প্রায় ৫০ হাজারের মতো স্ব-সহায়ক দল রয়েছে। এরমধ্যে অধিকাংশই মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত। স্ব-সহায়ক দলগুলোকে আর্থিকভাবে শক্তিশালী করার জন্য রিভলভিং ফাণ্ড দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের মহিলাদের আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়নের পাশাপাশি তাদের সুরক্ষার বিষয়টিকেও সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। রাজ্যের কোথাও নারী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মানিক সরকারকে মিছিলে রাখী পড়ালেন মহিলা কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। রাজ্য জুড়ে পালিত রাখিবন্ধন উৎসব। বাদ গেলেন না প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। বোনদের থেকে রাখি পড়ে তাদের আশীর্বাদ দিলেন তিনি।

রাখি বন্ধন উৎসব উপলক্ষে বুধবার পলিটব্যুরোর সদস্য মানিক সরকারকে রাখি পড়ালেন বামেদের বিভিন্ন সংগঠনের মহিলারা।এদিন রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে মানিক সরকারের হাতে রাখি বেঁধে দীর্ঘায়ু কামনা করেন মহিলা কর্মীরা। পরবর্তী সময় সংবাদ মাধ্যমে মুখোমুখি হয়ে মানিক সরকার বলেন, এটা শান্তি সম্প্রীতি এবং ঐক্যতার প্রতীক। মানিক সরকার রাখি পেয়ে আপ্লুত হয়ে যান।

ইন্ডিয়া জোটে জোর ধাক্কা

লোকসভা নির্বাচনে বিএসপি একাই লড়বে মায়াবতি

লখনউ, ৩০ আগস্ট (হি.স.): আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) একই লড়বে। স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন বহুজন সমাজ পার্টির প্রধান মায়াবতী। একইসঙ্গে এনডিএ ও ''ইন্ডিয়া'' জোটকে আক্রমণ করেছেন মায়াবতী। বুধবার মায়াবতী টুইট (এক্স) করে জানিয়েছেন, 'এনডিএ এবং ''ইন্ডিয়া'' জোট এমন দল নিয়ে গঠিত যারা দরিদ্র বিরোধী, বর্ণবাদী, সাম্প্রদায়িক, ধনীপন্থী, যাদের নীতির বিরুদ্ধে বিএসপি সবসময় লড়াই করেছে। তাই তাঁদের সঙ্গে জোট করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কোনও প্রশ্নই নেই।'

মায়াবতী এদিন অনেকগুলি টুইট করেছেন, তাতে তিনি জানিয়েছেন, 'যদিও, বিএসপি-র সঙ্গে জোট করার জন্য এখানে সবাই আগ্রহী, কিন্তু তা না করার জন্য, বিরোধীরা বিজেপির সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগ করেছে। যদি তাঁদের সঙ্গে আপনি দেখা করেন তবে আপনি ধর্মনিরপেক্ষ, আপনি যদি দেখা না করেন তবে আপনি বিজেপি। এটি চরম অন্যায় এবং যদি আঙ্গুর পাওয়া যায় তবে ভাল, অন্যথায় আঙ্গুর টক, প্রবাদটির মতো।'

নেশার বদলে মিললো ঘাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। কৈলাশহর মোহনপুর এলাকায় এক যুবক ব্রাউন সুগার সেবন করতে এসে এলাকাবাসীদের হাতে আটক হয়। পরবর্তী সময় তাকে কৈলাশহর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। জানা যায় যে শিলচর শিলংপট্টি এলাকার বাসিন্দা। তার নাম তরুণী বিশ্বাস, সে কৈলাশহরে মেডিসিনের কাজ করে। অভিযোগ বুধবার দুপুর বেলা সে কৈলাশহর মোহনপুর এলাকায় এসে এক বাড়িতে প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা করে এখানে কি ব্রাউন সুগার পাওয়া যাবে। পরবর্তী সময় এলাকাবাসী তাকে আটক করে এবং খবর পাঠায় কৈলাশহর থানায়। ঘটনাস্থলে ছুটে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বক্সনগর-ধনপুর উপনির্বাচন

ভোট দেওয়ার জন্য থাকছে ১২টি বিকল্প পরিচয়পত্র

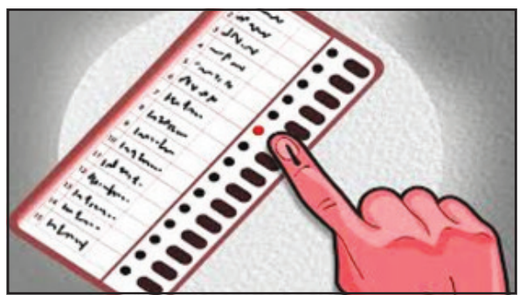

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর ২০-ব'নগর ও ২৩-ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ভোটগ্রহণ করা হবে। রাজ্যের প্রায় একশো শতাংশ ভোটারের সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র রয়েছে। যদি কোনও ভোটার ভোটকেন্দ্রে তাদের ভোটার পরিচয়পত্র দেখাতে না পারেন তবে ভোটারগণ বিকল্প হিসেবে অন্য ১২টি পরিচয়পত্র দেখিয়েও ভোট দিতে পারবেন। এগুলি হলো আধার কার্ড, এমজিএন রেগা জবকার্ড, ব্যাঙ্ক অথবা পোস্ট অফিসের দেওয়া ছবি সম্বলিত পাসবই, শ্রম মন্ত্রকের দেওয়া স্বাস্থ্যবীমার মার্ট কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, প্যান কার্ড, এনপিআর-এর দেওয়া আরজিআই মার্ট কার্ড, ভারতীয় পাসপোর্ট, ছবি সহ পেনশনের নথি, কেন্দ্রীয় সরকার / রাজ্য সরকার / পিএসইউ / পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির কর্মীদের ছবি সম্বলিত সার্ভিস আইডেন্টিটি কার্ড, এমপি / এমএলএ / এমএলসিগণকে দেওয়া অফিসিয়াল আইডেন্টিটি কার্ড এবং কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের দেওয়া ইউনিক ডিসেবিলিটি আইডি। ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের সচিব এক আদেশ অনুসারে অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক ইউ জে মগ এ সংবাদ জানিয়েছেন।

জনজাতিদের একমাত্র বন্ধু বিজেপি প্রদ্যোৎ কিশোরও জানেন ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। ত্রিপুরার এতদিন শাসন করেও জনজাতিদের কল্যানে কিছুই করতে পারেনি সিপিআইএম দল। রাজ্যে যত আঞ্চলিক দল হয়েছে তা বিজেপির জন্য তৈরি হয়নি, তৈরি হয়েছে সিপিআইএমের শোষণের কারনে, আত্যাচারের কারনে। রাজ্যে জনজাতিদের একমাত্র বন্ধু বিজেপি সরকার। বুধবার তৈবান্দাল এলাকায় নির্বাচনী জনসভায় এই কথাগুলি বলেছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। এদিনের জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিপিআইএমকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান তিনি। তিনি বলেন ১৯৯৮ সাল থেকে নিজের রাজ্যে রিয়াংদের শরণার্থী বানিয়ে রেখেছিল সিপিআইএম। তাদের ছেলেমেয়েকে পড়াশোনা থেকে বঞ্চিত করেছে।

তবে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর একমাত্র তারাই তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে। বিপ্লব দেব এদিনের জনসভায় এও বলেন, যে প্রদ্যুত কিশোর মানিক্যও জানেন যে বিজেপি সরকারই একমাত্র জনজাতিদের পাশে রয়েছে। একপ্রকার তিপ্রা মথারও সমর্থন রয়েছে বিজেপির, এমনই নিজ বক্তব্যে তুলে জানান দিলেন সাংসদ। এদিনের জনসভা থেকে রাজ্যে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া দুটি উপ নির্বাচনেই বিজেপির জয় নিশ্চিত করতে গণ দেবতার কাছে আহ্বান জানালেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

শহরে সিটুর মিছিল

বর্তমান সরকার শ্রমিক বিরোধী ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। ২০২৪ সালে দেশবাসীর দুশমন, জনবিরোধী এবং শোষকদের স্বার্থের রক্ষক অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সারাদেশে যদি সবকটি রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ জঙ্গি আন্দোলন শুরু করতে না পারলে অর্থনৈতিক দাবি আদায়ে সফল হওয়া যাবে না। তাই বর্তমানে সরকারকে দেশ থেকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে। মঙ্গলবার দলীয় কর্মসূচি থেকে এই কথা গুলি বলেন পলিটব্যুরোর সদস্য মানিক সরকার।

মজুরি বৃদ্ধি, কাজ, খাদ্য, ছাঁটাইকৃতদের পুনর্বহাল, বোনাস, এগ্রেসিয়া শ্রমিকদের উপর নিপীড়ন বন্ধ করা সহ মোট ১৬ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে রাজধানীতে একটি মিছিল সংগঠিত করল বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন সি আই টি ইউ। শ্রমিক সংগঠনের এই মিছিলে এদিন হাঁটলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। ছিলেন সিআইটিইউ এর রাজ্য সভাপতি মানিক দে। সি আই টি ইউ এর রাজ্য সম্পাদক শংকর প্রসাদ দত্ত জানিয়েছেন এদিন তাদের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহার কাছে ডেপুটেশন দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী উপনির্বাচনের কাজে ব্যস্ত থাকায় পরবর্তী সময়ে তারা ডেপুটেশন দেবেন। এদিন এই মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। মিছিল শেষে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন বর্তমান সরকারের আমলে গণতন্ত্র বিপন্ন। শ্রমিক সংগঠনের অফিস খোলা যাচ্ছে না। দুর্বৃত্তরা আক্রমণ সংগঠিত করছে শ্রমিক সংগঠনের উপর। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার আরো বলেন যে ১৬ দফা দাবি সনদ গুলোর উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর বাস্তবায়ন করতে হলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে রাজ্য সরকারকেই। বক্তব্য রাখতে গিয়ে এদিন তিনি কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের ও তীব্র সমালোচনা করেছেন। শ্রী সরকার আরো বলেন এই রাজ্যে দিল্লির অঙ্গুলী হেলেনে সরকার চলছে। তাই তারা প্রথম থেকে জনগণের স্বার্থ বিরোধী কাজ করে চলেছে। তিনি বলেন এই সরকার শ্রমজীবী অংশের মানুষের কথা চিন্তা করে না। চিন্তা করে কেবলমাত্র কর্পোরেট সংস্থাদের কথা। তাদের কাছ থেকে আদায় করা মুনাফার পাহাড়কে কিভাবে পর্বতে পরিণত করা যায় সেই ভাবনা চিন্তায় এগোচ্ছে সরকার। শ্রমিকদের তোলা দাবি গুলি সবগুলি যুক্তিসঙ্গত। বর্তমান সময়ের সাথে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এমন কোন দাবি শ্রমিকরা তুলে নি যেটা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্ষণ কান্ডে অভিযুক্তকে সশ্রম কারাবাস আদালতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। নাবালিকা ধর্ষণকাণ্ডে আসামীকে আমৃত্যু কারাদণ্ডের আদেশ দিলো আদালত। ঘটনা ২০২২ সালের ২৮ জুলাই ধর্মনগর থানাধীন মঙ্গলখালি গ্রামে। আসামীর নাম রোশন আলি। ঘটনার বিবরণে জানা যায় ধর্মনগরের মঙ্গলখালী এলাকার এক নাবালিকাকে তার প্রতিবেশী বাড়ির পার্শবর্তী জঙ্গলে নিয়ে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে ধর্ষণ করে। জানা যায় ঘটনার দিন নাবালিকার মা বাড়িতে ছিলেন না। প্রতিবেশী রোশন আলী সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নাবালিকার বাড়িতে এসে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাখি বন্ধনে অভিনব প্রয়াস কল্যাণপুর পুলিশ কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৩০ আগস্ট।। উৎসব বললেই বোঝায় মেলবন্ধন। আর এই উৎসব যদি রাখি বন্ধন হয় তাহলে হয়ে উঠে ভাতৃত্ববন্ধনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শুধু বোনেরাই রাখি পড়াবে তা নয়, এই বন্ধন একে অপরকে মিলিয়ে দেয় মাত্র একটি সুতায়। বঙ্গভঙ্গের পর রবীন্দ্রনাথ যখন দেখেছিলেন মানবতার বন্ধন সবচেয়ে বেশি জরুরি তখন তিনি তার মনের গভীরে থাকা চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটালেন রাখি বন্ধনের সূচনার মধ্য দিয়ে। আজও সেই ধারা বয়ে চলেছে আ সমুদ্র হিম চল পর্যন্ত। এই বন্ধন জাতপাতের উর্ধে। বিভেদের প্রাচীর ভেঙে চুরমার করে দেয়। ছোট-বড়, গরিব ধনীর জাতপাত কোথাও যেন গণ্ডি নেই। এইবন্ধন সীমাহীন। পরিচয়ের ধার ধারে না। ঠিক তেমনি এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত চোখের সামনে ধরা পরল কল্যাণপুর বাজার। যারা প্রতিদিন চোর-ডাকাত নেশা কারবারি সমাজদ্রোহীদের ধর পাকড় নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তারাও আজ রাখি বন্ধন উৎসবে সামিল হলেন। খাগি উর্ধি পড়লেও তাদের মনের মধ্যেও লুকিয়ে রয়েছি মানবিক মূল্যবোধ। মাঝেমধ্যে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বুধবার এমনই এক বন্ধনের ছবি ধরা পরল মোবাইলের ক্যামেরায়। নিজের সহকর্মীদের শুধু রাখি পরালেন না, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে গিয়ে পথ চলতি মানুষে, বাজারে ব্যবসায়ীর হাতে রাখি পরিয়ে এক অনন্য নিদর্শন তুলে ধরলেন মহিলা আরক্ষা কর্মীরা। এমনকি হাসপাতালে চিকিৎসক, চিকিৎসা কর্মী, রোগী এবং তাদের আত্মীয় পরিজনদের হাতে রাখি বেঁধে দিলেন -ইন্সপেক্টর মুক্তা ঘোষ সহ অন্যান্য। ইউনিফর্ম পরা অবস্থায় ডিউটির ফাঁকেও তিনি এই কাজ করে গেলেন। তার সঙ্গে ছিলেন তারই সহকর্মী প্রেমজিৎ রায়, অঞ্জন দেববর্মা প্রমুখ। তার এই অভিনব প্রয়াস দেখে আমজনতার মধ্যে নতুন করে পুলিশের প্রতি ভালবাসার জন্ম হলো। বিশ্বাস হলো পুলিশের মধ্যেও মানবতার বন্ধন কতটা সুদৃঢ় হতে পারে। বুধবার দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে রাখি বন্ধন অনুষ্ঠান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে ধর্মীয় এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য রাখি বন্ধন অনুষ্ঠানর প্রচলন করেন। তবে পুরাণ অনুসারে আজ থেকে প্রায় ৬০০০ বছর আগে থেকেই রাখি বন্ধনের প্রচলন চলে আসছে। প্রতিবছর শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই অনুষ্ঠান পালিত হয়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ৩১৮ ▫ ৩১ আগস্ট ২০২৩ইং ▫ ১৩ ভাদ্র ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

রাখি বন্ধন ঐতিহ্যবাহী মেলবন্ধনের উৎসব

শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমায় ভাইয়ের হাতে বোনেরা রাখি বাধিয়া দেন। মূলত ভাইয়ের মঙ্গল কামনায় এই রীতি চলিয়া আসিয়াছে। অবাঙালিদের কাছে রাখি বন্ধন রক্ষা বন্ধন নামেও পরিচিত। কিন্তু বাঙালিদের কাছে রাখি কেবলই ভাই বোনের মধ্যে আবদ্ধ নয়। এছাড়া ধর্মীয় ও সামাজিক গণ্ডি পেরিয়ে রাখিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও জায়গা দিয়াছে বাঙালিই। আর বাঙালির এই রাখি বন্ধনের প্রসঙ্গে উঠিয়া আসিবেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম। মূলত বোন -দিদিরা তাহাদের ভাইয়ের সুরক্ষার জন্যে হাতে রাখি বাঁধেন। তবে শুধু ভাই -বোনের মধ্যে এই উৎসব সীমাবদ্ধ নাই। যে কোনও ব্যক্তির মঙ্গল কামনায় তাহাদের হাতে রাখি বাঁধা যায়।গোটা ভারত জুড়ায়া উদযাপন হয় এই উৎসবের। রাখীবন্ধন উৎসব বা রাখীপূর্ণিমা দক্ষিণ এশিয়ার একটি উৎসব। এই উৎসব ভাই ও বোনের মধ্যে প্রীতিবন্ধনের উৎসব। হিন্দু ,মুসলিম , জৈন, বৌদ্ধ ও শিখরা এই উৎসব পালন করে। এই দিন দিদি বা বোনেরা তাহাদের ভাই বা দাদার হাতে রাখী নামে একটি পবিত্র সুতো বাধিয়া দেয়। এই রাখীটি ভাই বা দাদার প্রতি দিদি বা বোনের ভালবাসা ও ভাইয়ের মঙ্গলকামনা এবং দিদি বা বোনকে আজীবন রক্ষা করিবার ভাই বা দাদার শপথের প্রতীক। হিন্দু পঞ্জিকা অনুসারে, শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই উৎসব উদযাপিত হয়।

রাখী বন্ধন ভারতের একটি জনপ্রিয় উৎসব।

ইসলাম ধর্মের অনেক ভাই-বোন এই উৎসব পালন করে থাকে। ভাই ও বোনেরা কেন রাখী বন্ধন উৎসব পালন করে? রাখী কেবলমাত্র একটি সূতো নয়। রাখী পরানোর মাধ্যমে দিদি বা বোনেরা ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে এবং ঈশ্বরের কাছে তাহাদের মঙ্গল কামনা করে। অপরদিকে ভাইয়েরা দিদি বা বোনের কাছে রাখি পড়িবার সময় তাহাদের আজীবন রক্ষা করিবার শপথ নেয়। ২৭০ টি মোটিভেশনাল উক্তি ১৫ টি অনুপ্রেরণামূলক গল্প রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাখী বন্ধন ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাখী বন্ধন উৎসব পালন করিয়াছিলেন। তিনি কলকাতা, ঢাকা ও সিলেট থেকে হাজার হাজার হিন্দু ও মুসলিম ভাই ও বোন কে আহ্বান করিয়াছিলেন একতার প্রতীক হিসাবে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করিবার জন্য। সেই সময় দেশে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা চরম পর্যায়ে ছিল।বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতায় রবীন্দ্রনাথের রাখি বন্ধনে ছিল সম্প্রীতির বার্তা! আজও প্রাসঙ্গিক সেই ঐক্যের উৎসব বাঙালিদের কাছে রাখি কেবলই ভাই বোনের মধ্যে আবদ্ধ নয়। এছাড়া ধর্মীয় ও সামাজিক গণ্ডি পেরিয়ে রাখিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও জায়গা দিয়াছে বাঙালিই আর বাঙালির এই রাখি বন্ধনের প্রসঙ্গে উঠিয়া আসিবেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করিতে রাখিকে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই বছরের ২০ জুলাই ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গের কথা ঘোষণা করে। জানানো হয়, এই আইন কার্যকরীর হইবে ১৯০৫-এরই ১৬ অক্টোবর, বাংলায় ৩০ আশ্বিন। সেই সময়ে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতায় মানুষ সামিল হয়। ঠিক হয়, ওই দিন বাংলার মানুষ পরস্পরের হাতে বাধিয়া দেবেন হলুদ সূতো বাঁধিবেন। এই দিনকে মিলন দিবস হিসেবে পালন করা হয়। কবিগুরু এই দিনটিকে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করিবার ডাক দেন। বাংলায় হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বকে ফুটাইয়া তুলিতেই এই উদ্যোগ নেন রবীন্দ্রনাথ।

রাখী পূর্ণিমাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে নানান পৌরাণিক কাহিনি। রামায়ণ অনুযায়ী, ভগবান রাম সমস্ত বানর সেনাদের ফুল দিয়ে রাখি বেঁধে ছিলেন।

রাখি বন্ধন ভারতীয়দের মধ্যে একটি উৎসব। ইতিহাস ঘাঁটিলে দেখা যায়, কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ৩০ আশ্বিন রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে রাখি বন্ধন উৎসব পালিত হয়। তিন সাম্প্রদায়িকতা মেটাতে রবীন্দ্রনাথ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে রাখি বন্ধন উৎসব প্রচলন করেন।এখন অবশ্য জায়গায় জায়গায় বিভিন্ন ধরনের রাখি উৎসব পালন করা হয় ,সেটা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে। রক্ষা বন্ধন উৎসবে ভাইবোনের মধ্যকার স্বর্গীয় সম্পর্ক উদযাপন করা হয়। এই রক্ষা বন্ধন প্রতি বছর শ্রাবন মাসের পূর্ণিমার দিন পালন করা হয়। বোনেরা তাহাদের ভাইদের হাতের কব্জিতে সুন্দর সুন্দর পবিত্র সূতো বেঁধে দেন যা 'নিরাপত্তা ও রক্ষা বন্ধন' প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তাঁরা তাদের ভাইদের মঙ্গল কামনা করে এবং ভাইয়েরা বোনদের রক্ষা করা প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। মনে করা হয়, এই বিশেষ দিনে পরিবেশে "যম" বা দুষ্টু ও অশুভ তত্ত্ব বেশি থাকে, এতে ভাইয়ের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, কিন্তু রাখি বন্ধনের ফলে তাহা দূর হইয়া যায়।

রাখী পূর্ণিমাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে নানান পৌরাণিক কাহিনি। রামায়ণ অনুযায়ী, ভগবান রাম সমস্ত বানর সেনাদের ফুল দিয় রাখি বাধিয়াছিলেন। এছাড়া, লক্ষ্মী বলিকে ভাই হিসেবে মানিয়া রাখি পরিয়াছিলেন যাহাতে সে উপহার স্বরূপ বিষ্ণুকে স্বর্গে তাহার কাছে ফিরে যেতে বলে।অন্যদিকে, সুভদ্রা কৃষ্ণের ছোট বোন, কৃষ্ণ সুভদ্রাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তবে আপন বোন না হইয়াও দ্রৌপদী ছিলেন কৃষ্ণের অতীব স্নেহভাজন।

জি-২০ উপলক্ষ্যে সেজে উঠছে রাজধানী, মধ্য দিল্লিতে তৈরি হচ্ছে হেরিটেজ পার্ক

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট (হি.স.): ভারতের পৌরহিত্যে সেপ্টেম্বরে জি-২০ গোষ্ঠীর বৈঠক উপলক্ষ্যে সেজে উঠছে রাজধানী দিল্লি। জি-২০ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির সামনে ভারতের সৌন্দর্য্য তুলে ধরতে কোনও রকম খামতি রাখা হচ্ছে না। সেপ্টেম্বরের ৯ ও ১০ তারিখে নতুন দিল্লিতে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতি এখন জোরকদমে চলছে। জাতীয় রাজধানীর সৌন্দর্য্যায়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করছে দিল্লি পৌর নিগম।

সৌন্দর্য্যায়ন প্রকল্পের অংশ হিসাবে, দিল্লির বিশিষ্ট স্থানে ২০টি ভাস্কর্য এবং ১১টি ফোয়ারা স্থাপন করেছে দিল্লি পৌর নিগম। ৮০ হাজারের বেশি টবের গাছ, ৪৩ হাজার চারা রোপণ করা হয়েছে। শীর্ষ সম্মেলনকে স্মরণীয় করে রাখতে মধ্য দিল্লিতে একটি হেরিটেজ পার্কও তৈরি করা হচ্ছে। সবমিলিয়ে জি-২০ গোষ্ঠীর বৈঠক উপলক্ষ্যে অপরূপ সৌন্দর্য্যে সেজে উঠছে রাজধানী দিল্লি।

এভারেস্ট জয়ের সত্তর বছর পরেও শেরপাদের কোনও উন্নতি হল না

শোভনলাল চক্রবর্তী

পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য ও বিশ্ব গোলার্ধের সবচেয়ে উচ্চতম স্থান মাউন্ট এভারেস্ট। হিমালয় পর্বতমালার মুকুট, নেপাল ও তিব্বত (এখন চিন)-এর ঠিক সীমান্তে রয়েছে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গটি। এক সময়ে এই শৃঙ্গে পৌঁছানো ছিল অসম্ভব ঘটনা। বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গকে পায়ের তলায় রাখার স্বপ্ন সত্যি করার জন্য বহু অভিযাতী মাউন্ট এভারেস্ট পারি দেওয়ার যাত্রা শুরু করেন। তবে শারীরিক অসুস্থতা বা প্রবল তুষারপাত বা সম্পর্কিত নানান কারণে কখনও ব্যর্থ আবার কখনও এভারেস্টের বরফের মধ্যেই চিরতরে হারিয়ে গিয়েছেন একাধিক পর্বতারোহীরা। এই সকল মুশকিল বিপদজনক রাস্তা অতিক্রম করে ঠিক ৭০ বছর আগে ২৯ মে বিশ্বের উচ্চতম শৃঙ্খ, মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ায় সামিট করে অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলেন তেনজিং নোরগে এবং এডমন্ড হিলারি। প্রথম মাউন্ট এভারেস্ট শৃঙ্গ জয়ী হিসেব বিশ্বের স্বর্ণ ইতিহাসিক এই দিনকে স্মৃতিচারণ করতে এবং তেনজিং নোরহে এবং এডমন্ড হিলারি জেদ, সাহস আর পর্বতারোহণের কৌশলকে সম্মান জানানোর পাশাপাশি, বাকি অভিযাত্রীদের লড়াইকে কুর্নিশ জানাতে প্রতি বছর ২৯ মে পালন করা হয় মাউন্ড এভারেস্ট দিবস।

নিউজিল্যাণ্ডে মৌমাছি প্রতিপালনের কাজ করতেন এডমন্ড হিলারি। শখের বসে বিভিন্ন পর্বতে আরোহন করেছিলেন তিনি। অন্যান্য পর্বতারোহীদের মতো তারও উদ্যম, জেদ, এভারেস্টে সামিট করা। সেই লক্ষ্যে ১৯৫১ সালে একবার এভারেস্ট সামিটের চেষ্টা করেছিলেন। অপরদিকে, নেপালের অত্যন্ত অভিজ্ঞ পর্বতরোহী এবং শেরপা তেনজিং নোরগে। ছোট থেকেই পাহাড়ের প্রতি তাঁর টান ও ভালোবাসা। চিনতেন পাহাড়ের নাড়ি নক্ষত্র। তেনজিং ও হিলারি দু'জনেই তাদের স্বপ্ন পূরণের জন্য ১৯৫৩ সালে এভারেস্টের জন্য পারি দেন। সেই বছরই ২৭ মে এভারেস্টে সামিট করার পরিকল্পনা থাকলেও ব্যর্থ হয়ে পড়েন একাধিক পর্বতারোহী। কিন্তু তখন হার মানতে নারাজ নেতজিং ও হিলারি। ২৯ মে সকালেই মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ায় উঠে দাঁড়ান দু'জনে। কাকতালীয়ভাবে সেই দিনটি ছিল রানী এলিজাবেথের সিংহাসন আরোহণের দিন। ফলে সারা পৃথিবী জুড়ে এক নব বিস্ময় তৈরি হয়। এরপর থেকেই শুরু পর্বতারোহীদের এক নতুন অধ্যায়। বিশ্ব দরবারে চিরকালের জন্য ইতিহাস গড়ে অমর হয়ে

রইলেন তেনজিং নোরগে ও এডমন্ড হিলারি।

উচ্চতা ৮৮৪৮ মিটার। ভয়ঙ্কর ঢাল, হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা, যে কোনও সময় বদলে যাওয়া আবহাওয়া, অক্সিজেনের ঘাটতি-এরকম আরও নানা প্রতিকূলতা জয় করেই প্রতিবছর এভারেস্ট সামিট করেন বহু পর্বতারোহীরা।এভারেস্টর চূড়ায় উঠে তেনজিং নোরগে এবং এডমন্ড হিলারি সূচনা করেন যে নতুন অধ্যায়ের, এরপর তাতেই নাম লেখান গোটা বিশ্বের অসংখ্য পর্বতারোহীরা। তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত মোট ৬৩৩৮ জন মাউন্ট এভারেস্টে আরোহন করেছেন। তার মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক পর্বতারোহী নেপালের (১৭৫৬ জন) পর্বতারোহী। এরপর সেই তালিকায় রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (৭৮৪ জন) এবং ভারত (৫২৬ জন) ৭০ বছর ধরে অসংখ্য পর্বতারোহী এভারেস্ট সামিট করলেও বহু পর্বতারোহী চিরতরে মিলিয়ে গেছেন এভারেস্টের বরফের মধ্যেই। এক তথ্য অনুযায়ী, কেবল গত ৪০ বছরেই মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২০০-রও বেশি। অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ে ফিরে এসেছেন পর্বত থেকে। সাম্প্রতিক ঘটনারই উদাহরণ, পাকিস্তানি পর্বতারোহী আসাদ আলীর ডান হাত ফ্রস্ট বাইটে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সেই অবস্থা তিনি এভারেস্ট আটক হয়ে পড়েছিলেন। চোট পাওয়ার পর এবং তার সামিট শেষ করতে না পারার জন্য নেপাল সরকারের কাছে এয়ারলিফটে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করেন আসাদ। পরে তাকে উদ্ধার করে টিকিৎসা করা হয়। যদিও, ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাস থেকে নেপাল সরকার মাউন্ট এভারেস্ট পর্বতারোহীদের একক ভ্রমণ নিষিদ্ধ করে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিপুল সংখ্যক অনভিজ্ঞ পর্বতারোহী এভারেস্টে যাওয়া এবং মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস করার জন্য ই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এভারেস্ট সামিট করার নতুন নিয়ম অনুযায়ী, অর্থাৎ শেরপা থাকতে হবে।

বিশ্ব গোলার্ধের সব থেকে উঁচু শৃঙ্গ একবার জয় করতে পারলেই জীবন ধন্য হয়ে যায় বলে ধারণা বহু পর্বতারোহীদের। নানান রকমের বিপদ, মুশকিল পেরিয়ে একবার এভারেস্ট জয় করা অসাধ্য সাধন করার বেশি তো কম নয়। সঙ্গে এভারেস্ট জয় করা অসাধ্য সাধন করার বেশি তো কম নয়। সঙ্গে এভারেস্টে ওঠার পথে নানাল চ্যালেঞ্জ খুব সহজ নয়, ফলে অনেকেই এই যাত্রায় একবার অংশ নেন। সম্প্রতি গোটা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে ৫-১০ বার নয় ২৮ বার মাউন্ট এভারেস্ট সামিট করে রেকর্ড গড়েছেন নেপালের ৫৩ বয়সী কামি রিতা শেরপা। চলতি বছরের ২৩ মে সকাল ৯-২০ মিনিটে ২৮ বার এভারেস্ট সামিট করে এই বিরল কীর্তির মালিক হন শেরপা। এভারেস্টের পাশাপাশি আটবার ষষ্ঠ সর্বোচ্চ শৃঙ্খ চো ইয়ো, একবার লোতসে, একবার কারাকোরাম শৃঙ্গ জয় করেছেন তিনি। ১৯৯২ সাল থেকেই নিয়মিত পাহাড়ে ওঠা শুরু করে। ১৯৯৩ সালের ১৩ মে প্রথমবার এভারেস্ট জয় করেন কামি রিতা। সেভেন সামিট ট্রেক নামে একটি সংস্থার সঙ্গে ২৮ তম এভারেস্ট জয়ের অভিযান শুরু করেছিলেন কামি রিতা। সে সংস্থা থেকে জানানো হয়, খারাপ আবহাওয়ার কারণে চলতি বছরে এভারেস্ট অভিযান অনেক দেরিতে শুরু হয়। প্রবল তুষারপাতের জেরে বেশ কয়েকদিন স্থগিতও চিল অভিযান। তারপরেও পাহাড়ে উঠতে গিয়ে গত কয়েকদিনে মৃত্যু হয়েছে একাধিক অভিযাত্রীর। সেই তালিকায় রয়েছেন এক ভারতীয় মহিলাও। তবে এত বিপদ সত্ত্বেও দমিয়ে রাখা যায়নি কামি রিতাকে। চলতি মরসুমে একবার নয় টানা দু'বার এভারেস্টের শীর্ষে পা রাখেন তিনি। প্রতি বছর অসংখ্য মানুষ এভারেস্ট জয় করছেন। এক এক করে এভারেস্ট জয়ীদের নামের তালিকায় যোগ হচ্ছে নাম। সঙ্গে সমাজে, সংবাদে শিরোনামেও উঠে আসে এভারেস্ট জয়ীরা। তবে প্রায় প্রত্যেকবারই এভারেস্ট জয়ীদের সাফল্যের আঁধারে ঢাকা পরে যায় তাদের সঙ্গেই বহুগুণ বেশি পরিশ্রম করে এভারেস্ট জয় করা শেরপারা। এভারেস্ট জয়ী হিসেবে খেতাব লাভের জন্য অন্যদের থেকে বেশি মাত্র তাদের ক্লায়েন্ট অর্থাৎ পর্বতারোহীদের পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে যাওয়াই নয়, পর্বতারোহীদের শারীরিক সুস্থতা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, প্রয়োজনীয় মালপত্র বহণ করা এমনকি প্রাণের তোয়াক্কা না করে বাকিদের রক্ষা করার মতো দায়িত্ব পালন করে থাকেন শেরপারা। পঞ্চদশ শতকে তিব্বত থেকে পূর্ব দেশের অধিবাসী উপজাতি শেরপারা নেপালের শোলোখুম্বুতে বসবাস শুরু করেন। আর সেই সময় তারা নেপাল থেকে দার্জিলিং পাহাড়ে প্রথম আসা শুরু করেন ব্যবসার জন্য। দার্জিলিং-এর বসবাসকারীদের জন্য তাঁরা গরম পোশাকের উল চাড়া বিভিন্ন খাদ্যের কাঁচা পন্য নিয়ে এসে বিক্রি শুরু করেন। প্রথম থেকেতই শেরপারা খুব পরিশ্রমী, সাহাসী। তবে ১৮৮০ সাল থেকে পাহাড়ে রাস্তঘাট নির্মাণের মতো কঠিন ও কঠোর পরিশ্রমের কাজের জন্য কুসি হিসেবে ব্যবহার করা শুরু করে ব্রিটিশরা। কুলির মতো পরিশ্রম করিয়েও তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া হয়নি। একদিকে নিজের প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া হয়নি। একদিকে নিজের পায়ে দাঁড়ানো অন্যদিকে কুলি পরিচয় থেকে সামাজিক মর্যাদা আনতে পরিশ্রম করলেও তাঁরা ক্রমশ ব্রিটিশদের কাছে প্রভু ভূতোর জায়গায় পৌঁছোতে লাগলেন। এরপর চা বাগানেও শেরপাদেরই প্রথম কাজে লাগানো হয়। এমনকি তাদের অদম্য জেদ এবং পরিশ্রম করার ক্ষমতার জন্য সেনা বাহিনীতেও শেরপাদের নিয়োগ করা শুরু করে ব্রিটিশরা। ১৯৫৩ সালে প্রথম এভারেস্ট জয় করে বিশ্বের দরবারে শেরপাদের স্বীকৃতি নিয়ে আসেন তেনজিং নোরগে। ১৯৫৪ সালে হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউট তৈরি হলে সেখানে প্রথম ইন্সট্রাক্টর হিসাবে ছয় জন শেরপারকে নেওয়া হয়। তবে এভারেস্ট সামিট করার সময় বহুবাহরই ঢাকা পরে যায় এই শেরপাদের নাম। বর্তমানে এভারেস্ট সামিটে নানান রেকর্ড গড়ে সেই আধার থেকে শেরপা সম্প্রদায়কে উজ্জ্বল করেছেন কামি রিতা শেরপা, আশা শেরপারা।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের মানুষ

দীপংকর গৌতম

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে নিজেকে দাঁড় করিয়েছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে। বাঙালির চিরায়ত ভক্তিরসে নিষিক্ত ছিলেন তিনি, ছিলেন মানবতাবাদী। তার সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দিয়ে তিনি মানুষের অন্তর্গত জগৎকে যেমন নাড়া দিয়েছেন, তেমনি তার হাত ধরেই বাংলা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের উঠোনে পা রেখেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্পকার। ছোটগল্পকে গণমুখী ও গণমানুষের ভেতরে নেয়ার একক কৃতিত্ব তার। রবীন্দ্রনাথের আগে যে গদ্য লেখা হয়নি, তা নয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন দত্ত আর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়- তিনজনই সংস্কৃতপ্রবণ বাংলা লিখতেন। বিশেষত বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা তো দুর্বোধ্য ছিল সাধারণ মানুষের কাছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এসে বাংলা সাহিত্যের, তথা বাংলা গল্পের রুদ্ধ দুয়ার একেবারে খুলে দিলেন। রবীন্দ্র-বিরোধিতা থাকলেও এ কথা সত্য যে, সাহিত্যের এমন কোনো শাখা নেই, যেখানে বিশ্বকবির লেখনীর পরশ লাগেনি।

আমরা তার ছোটগল্পে যে বাস্তবতা দেখতে পাই, সেটা রবীন্দ্র সাহিত্যের অন্যান্য ধারা থেকে আলাদা। বিশ্বসাহিত্যের যে কয়জন হাতেগোনা শ্রেষ্ঠ গল্পকার রয়েছেন, তিনি তাদের মধ্যে আসন পেয়েছেন। তার লেখার প্রেক্ষাপটের দিকে তাকালে যে বাস্তবতা দেখা যায়, তাতে মানুষ মনুষ্যত্ব, প্রকৃতি পরিবেশ, প্রবাহিত জীবন থেকে শুরু করে খেটে খাওয়া মানুষের কথা বারবার প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে শিল্প সুষমার সৃষ্টিরসের ধারায়। সাহিত্যের জগৎটাকে বিশ্বকবি অবারিত সৃষ্টিতে এমনভাবে প্রস্ফুটিত করে গেছেন, যাতে প্রত্যুষে রবির উদয় আর গোধুলির সব রঙ মিশে নতুন সৃষ্টির বিজয়কেতন উড়িয়েছে, যার সবটাই বিশ্বকবির হাতের ছোঁয়ার পরশে ধন্য।

'রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে ও ছোটগল্পে সমগ্র বঙ্গদেশকে যেন নগরবঙ্গে ও পল্লীবঙ্গে ভাগ করিয়া লইয়াছেন। এ কথা আগেই বলিয়াছি। তাহার ছোটগল্পের ক্ষেত্রে পল্লীবঙ্গকেও যেন আবার দুটি ভাগে ভাগ করা সম্ভব। পল্লীবঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে আছে মানুষ ও প্রকৃতি, জনপদ ও প্রাকৃতিক দৃশ্য; একদিকে গ্রাম ও ছোটখাটো শহর আর একদিকে নদ-নদী, বিল-খাল, শস্যহীন ও শস্যময় প্রান্তর, আর সবচে বেশি করিয়া আছে রহস্যময়ী পদ্মা। মোটের উপর বলিলে অন্যায় হইবে না যে এই পর্বে লিখিত কাব্য-কবিতার রসের উৎস এই প্রকৃতি। আর ছোটগল্পগুলির রসের উৎস এইসব জনসপদ। কবিতায় প্রতিধ্বনি নদ-নদীর, ছোটগল্পে প্রতিচ্ছবি জনপদগুলির। তাই ছোটগল্পে পাইব প্রাকৃতিক স্পর্শ আর কবিতায় পাইব মানবিক স্পর্শ। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, তাহার সাহিত্যে যেন দুটি আকাঙ্ক্ষা আছে- সুখ-দুঃখ বিরহমিলন পূর্ণ মানব সমাজে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা, আবার নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যলোক উধাও হইয়া পড়িবার আকাঙ্ক্ষা। (প্রমনাথ বিশী)।

অন্যদিকে মার্কসীয় শ্রেণিচরিত্রের বিচারে যদি রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পকে দেখি, তাহলে স্পষ্ট হয় যে, 'প্রথম দিক, মধ্য দিক বা শেষ দিকের রচনা যা-ই হোক না কেন, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে ভাববাদ বা আধ্যাত্মিকতার কোনো স্থান নাই। আছে মানুষ, সামাজিক মানুষ, সাধারণ গরিব মধ্যবিত্ত নরনারী। একেবারে দরিদ্র্য ও সাধারণ মানুষকে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের পাতায় তুলে ধরেছেন এবং সেটা ছোটগল্পে।' (রবীন্দ্রনাথ, শ্রেণি দৃষ্টিকোণ থেকে, হায়দার আকবর খান রনো)

এ কথার পর আমরা এটা সহজেই বুঝতে পারি যে, হিতবাদী, সাধনা, ভারতী, সবুজপত্র প্রভৃতি মাসিক পত্রিকার চাহিদা মেটাতে তিনি তার ছোটগল্পগুলো রচনা করেছিলেন বলে যে প্রচলিত কথা রয়েছে, তা ঠিক ধোপে টেকে না। অর্থাৎ এ কথার মধ্যে রবীন্দ্র ছোটগল্প সীমাবদ্ধ রইল না। এই গল্পগুলোর উচ্চ সাহিত্যমূল্যসম্পন্ন এবং রবীন্দ্রগল্পের ভেতরে আমরা যে বিষয়টি খুঁজে পাই তা হলো, রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের গল্পের বিষয় ও চরিত্রে নিম্নবর্গের দরিদ্র, সম্বলহীন মানুষের জীবন দেখা যায়। তার চরিত্রগুলো ওই মরা সমাজ ভাঙতে উদ্যত হয় না।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের সাধনার পর্বটি ১৮৯১-৯৫ সাল অবধি ধরা যায়। কুষ্টিয়া, শাহজাদপুর বা তার পদ্মা পর্বের গল্পগুলোতে দেখি-'বাংলাদেশের একটি নির্জন প্রান্ত, তার নদীতীর, উন্মুক্ত আকাশ, বালুর চর, অবারিত মাঠ, ছায়া-সুনিবিড় গ্রাম, সহজ অনাড়ম্বর পল্লীজীবন, দুঃখপীড়িত অভাবে ক্লিষ্ট অথচ শান্ত সহিষ্ণু গ্রামবাসী, সবকিছুকে কবির চোখের সামনে মেলে ধরেছে, আর কবি বিমুগ্ধ বিস্ময়ে, পুলকিত শ্রদ্ধায় ও বিশ্বাসে তার অপরিসীম সৌন্দর্য আকণ্ঠ পান করছেন। এমনিভাবে তিনি গ্রামের সহজ সরল মানুষের সাথে তিনি একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। এর মাঝেই তার ভাব-কল্পনার মধ্যে আপনা আপনি গল্পগুলো রূপ পেতে আরম্ভ করল, তুচ্ছ ক্ষুদ্র ঘটনা ও ব্যাপারকে নিয়ে বিচিত্র সুখ-দুঃখ অন্তরের মধ্যে মুকুলিত হতে লাগল। এ সময় শাহজাদপুরে একজন পোস্ট মাস্টারের আগমন উপলক্ষে পোস্ট মাস্টার গল্পটির সৃষ্টি হলো।' (রবীন্দ্রনাথ ও ছোটগল্প, অমলেশ ত্রিপাঠী)

তার গল্পগুচ্ছের সর্বমোট ১১৯টি গল্পের প্রকাশভঙ্গিমা পর্যায়ের ব্যতিক্রমধর্মী। রবীন্দ্রনাথ যে কথা কবিতায়, গানে প্রকাশ করতে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং যে কথা তিনি সাধারণ, সাবলীল ভাষায় বলতে পারেননি গানের মাধ্যমে তা-ই ব্যক্ত করেছেন গল্পে। তারপরও জীবনাচার, ধর্মীয় অনুশাসনের বাইরে না গিয়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন ছোটগল্পের যুদ্ধক্ষেত্র যেখানে তিনি নিজেই সারথি এবং নিজেই অর্জুন। কখনও কথক ভঙ্গিমায়, কখনও-বা বৈঠকি ঢঙে আবার কখনও-বা মারাত্মক পর্যায়ের গাম্ভীর্যের মাধ্যমে তার কাব্যভাষা পরিশীলিত রূপে রূপান্তরিত হয়েছে গদ্যভাষায়। আবার তার গল্পের শুরু থেকে শেষ অবধি যে বাকময়তা এবং একটি ঘটনাকে সম্প্রসারিত করে কয়েকটি দীর্ঘ ঘটনার প্রকাশ আর যে চলমান ভঙ্গিমা সত্যিকার অর্থেই সেটি বাংলা সাহিত্যের এক নতুন দরোজা খুলে দিয়েছিল যার কারণে রবীন্দ্রনাথ গল্পের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে চরম সার্থকতায় পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। ছোটগল্প রচনার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজের সম্পর্কেই করে গেছেন সহজ এবং সাবলীল স্বীকারোক্তি, 'আমি প্রথমে কেবল কবিতাই লিখতুম, গল্পে-টল্পে বড় হাত দিই নাই, মাঝে একদিন বাবা ডেকে বললেন, তোমাকে জমিদারির বিষয়কর্ম দেখতে হবে।' রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তিনটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি। প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ তার গল্পের ভেতরে কখনও প্রবেশ করেননি। যাদের গল্প, তাদের গল্পই তিনি লিখেছেন। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের কবিতার মতো তার ছোটগল্পেও প্রকৃতি একটা বিরাট জায়গা দখল করে আছে। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য যেটা, সেটা হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের ভাষা। রবীন্দ্রনাথ যখন ছোটগল্প লিখতে শুরু করেন তখন তো বাংলা সাহিত্যের গদ্যের অবস্থা ছিল হাঁটি হাঁটি পা পা।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

প্রিয়াঙ্কার মন্তব্য খন্ডন করল আপ, অতিশি বললেন প্রধানমন্ত্রিত্বের দৌড়ে নেই অরবিন্দ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট (হি.স.): আম আদমি পার্টির জাতীয় মুখপাত্র প্রিয়াঙ্কা কক্করের মন্তব্য খন্ডন করল দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। আপ নেত্রী তথা দিল্লির মন্ত্রী অতিশি জানিয়ে দিলেন, প্রধানমন্ত্রিত্বের দৌড়ে নেই অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে অতিশি বলেছেন, 'এটি প্রধান মুখপাত্রের (প্রিয়াঙ্কা কক্কর) ব্যক্তিগত মতামত হতে পারে। তবে অরবিন্দ কেজরিওয়াল মোটেও প্রধানমন্ত্রীর দৌড়ের অংশ নন। আপ ''''ইন্ডিয়া'''' জোটের একটি অংশ, কারণ এখন ভারতকে বাঁচাতে হবে। দেশ, দেশের সংবিধান এবং দেশের গণতন্ত্রকে বাঁচাতে হবে...আমি আনুষ্ঠানিকভাবে বলছি, অরবিন্দ কেজরিওয়াল প্রধানমন্ত্রী পদের প্রার্থী নন।'

প্রসঙ্গত, প্রিয়াঙ্কা কক্কর এর আগে বলেছিলেন, 'আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি চাইব অরবিন্দ কেজরিওয়াল প্রধানমন্ত্রী পদের প্রার্থী হোক। এমন পিছিয়ে পড়া মুদ্রাস্ফীতির মধ্যেও, জাতীয় রাজধানী দিল্লিতে মুদ্রাস্ফীতি সবচেয়ে কম। রাজধানীতে বিনামূল্যে জল, বিনামূল্যে শিক্ষা, বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে বাসে যাতায়াত, বয়স্কদের জন্য বিনামূল্যে তীর্থযাত্রা - এখনও এমন বাজেট পেশ করা হয়। তিনি জনগণের সমস্যা তুলে ধরেন এবং একজন চ্যালেঞ্জার হয়ে ওঠেন।'

অসমের মাজবাটে বুনোহাতির হামলায় হত বৃদ্ধ দম্পতি

ওদালগুড়ি (অসম), ৩০ আগস্ট (হি.স.) : ওদালগুড়ি জেলার মাজবাটে সংঘটিত হয়েছে এক মর্মান্তিক ঘটনা। খাদ্যের সন্ধানে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে জনপদে এসে বুনোহাতির দল মাজহবাটে চালায় হামলা। তাদের হামলায় নিহত হয়েছেন এক বৃদ্ধ দম্পতি। নিহত দম্পতিকে বছর ৭৭-এর সোমেশ্বর গয়ারি এবং ৬৭ বছর বয়সি বুই গয়ারি বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

জানা গেছে, অসম-অরুণাচল সীমান্তবর্তী মাজবাট থানার অন্তর্গত সোনালিপাড়ায় ঘটনাটি আজ ভোররাত প্রায় দুটা নাগাদ সংঘটিত হয়েছে হৃদয়বিদারক ঘটনাটি। ভোররাতে গভীর নিদ্রায় পতি ও পত্নী সোমেশ্বর গয়ারি এবং বুই গয়ারি আচ্ছন্ন ছিলেন। তখন তাঁদের ঘর ভেঙে ভিতরে ঢুকে একটি হাতি। হাতিটি বিছানা থেকে তাঁদের তুলে আছড়ে মেরে ফেলে।

ঘটনার খবর পেয়ে দলবল নিয়ে অকুস্থলে ছুটে যান মাজবাট রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসার। সঙ্গে যায় মাজবাট থানা থেকে পুলিশের দল। তাঁরা মৃতদেহ দুটির প্রাথমিক এনকুয়েস্ট করে ময়না তদন্তের জন্য ওদালগুড়ি সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

জওয়ান ছবি মুক্তির আগে বৈষ্ণো দেবীর মন্দিরে পুজো দিলেন শাহরুখ খান

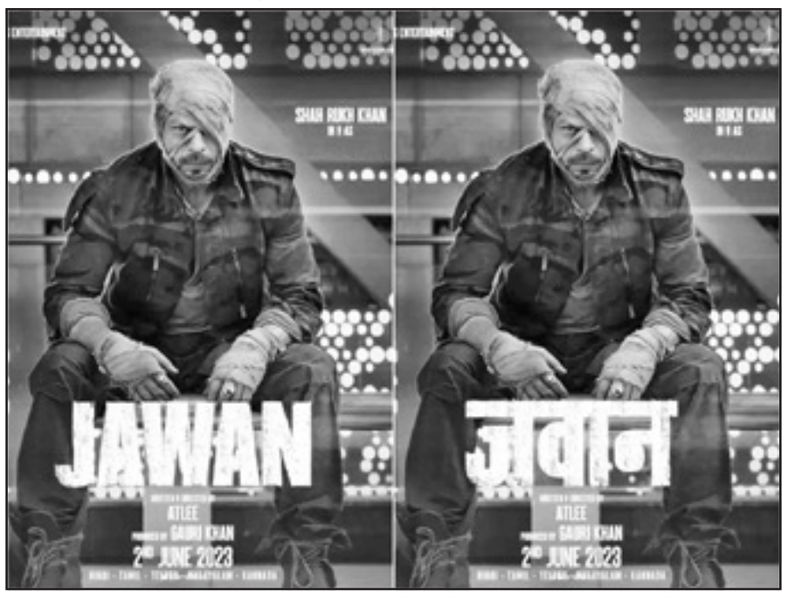

জম্মু, ৩০ আগস্ট (হি.স) : সুপারস্টার শাহরুখ খান তাঁর বহু প্রতীক্ষিত চলচ্চিত্র 'জওয়ান' মুক্তির আগে বৈষ্ণোদেবীর মন্দিরে পুজো দেন।

অভিনেতা জম্মু ও কাশ্মীরের রিয়াসি জেলার ত্রিকুটা পাহাড়ে অবস্থিত মাতা বৈষ্ণো দেবীর পবিত্র মন্দিরে মঙ্গলবার গভীর রাতে যান, পরে তিনি পুজো দেন। ৫৮ বছর বয়সী অভিনেতা মঙ্গলবার গভীর রাতে বৈষ্ণোদেবীর মন্দিরে প্রণাম জানাতে গিয়েছিলেন। বৈষ্ণোদেবীর মন্দিরে পুজো দেওয়ার পরেই তিনি সেখান থেকে চলে যান।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিওতে অভিনেতাকে দেখা গিয়েছে। অভিনেতা একটি হুডদেওয়া নীল জ্যাকেট পরে মুখ সম্পূর্ণ ঢেকে মন্দিরে প্রবেশ করেছিলেন বলে জানা গিয়েছে। ভাইরাল ওই ভিডিওতে বৈষ্ণোদেবী শ্রাইন বোর্ডের আধিকারিক, কয়েকজন পুলিশকর্মী এবং সুপারস্টারের ব্যক্তিগত কর্মীদের দেখা গিয়েছে। বৈষ্ণোদেবীর মন্দিরে এটি শাহরুখের দ্বিতীয় সফর। অভিনেতা এর আগে তার ব্লকবাস্টার হিট ছবি 'পাঠান' মুক্তির এক মাস আগে, ২০২২ সালের ডিসেম্বরেও মাতা বৈষ্ণো দেবী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন। অভিনেতার 'জওয়ান' ছবিটি ৭ সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা।

বোনেদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও সম্মান রক্ষা আমার জীবনের লক্ষ্য : চৌহান

ভোপাল,৩০ আগস্ট (হি.স) : বোনেদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও সম্মান রক্ষা আমার জীবনের লক্ষ্য, বললেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। মুখ্যমন্ত্রী ভিডিওর মাধ্যমে একটি বার্তায় রাখি বন্ধন উৎসব উপলক্ষ্যে মধ্যপ্রদেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন, আমি রাখি বন্ধন উৎসব উপলক্ষ্যে একটি প্রতিজ্ঞা করেছি।

তিনি আরও বলেন, অমি রাজ্যের আর্থিক, শিক্ষাগত ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য দিবারাত্র কাজ চালিয়ে যাবো। রাখি বন্ধনের দিনে আমার প্রতিজ্ঞা হল, বোনদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও তাদের সম্মান, নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা। এখন থেকে এটাই আমার জীবনের লক্ষ্য। রাজ্যবাসী যাতে তাদের পরিবারের সঙ্গে একটি সুন্দর ও সমৃদ্ধ জীবনযাপন করতে পারে তারজন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন বলেও বুধবার জানান মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছেন ইসরো'র প্রতিনিধি দল

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (হি. স.) : বৃহস্পতিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছেন ইসরো'র প্রতিনিধিরা। ঘুরে দেখবেন ক্যাম্পাস। প্রসঙ্গত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে হস্টেলে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছে বেশ কয়েকজন। উঠে এসেছে ব্যাগিংয়ের অভিযোগ। ব্যাগিং রুখতে একাধিক পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এই পরিস্থিতিতে ইসরোর চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলেন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। প্রযুক্তির ব্যবহারে ব্যাগিং বন্ধ করার উপায় নিয়েও আলোচনা করেন তিনি। তার পরিপ্রেক্ষিতে এবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছে ইসরোর প্রতিনিধি দল।

জানা গিয়েছে, আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে চিঠি দিয়ে পরিদর্শনের জন্য ৩১ ও ১ তারিখের কথা জানিয়েছিল ইসরো। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে জানানো হয়, ৩১ আগস্ট প্রতিনিধি দল এলে কোনও সমস্যা নেই। তবে ১ সেপ্টেম্বর কিছু সমস্যা রয়েছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে এখনও ইসরোর তরফে কোনও উত্তর মেলেনি। তবে, আগামিকাল প্রতিনিধি দল আসবে বলে জানা গিয়েছে।

সরকারের উচিত দরিদ্র ও দুর্বলদের জন্য কাজ করা, এমনটাই মনে করে কংগ্রেস : রাহুল গান্ধী

মহীসূর, ৩০ আগস্ট (হি.স.): সরকারের উচিত দরিদ্র ও দুর্বলদের জন্য কাজ করা, এমনটাই মনে করে কংগ্রেস। বললেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। বুধবার কর্ণাটকের মহীসুরে একটি অনুষ্ঠানে রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'দেশে একটা ফ্যাশন চলছে, দিল্লির সরকার (কেন্দ্র) বিলিয়নিয়ারদের জন্য কাজ করে, কিন্তু আমরা মনে করি সরকারের উচিত দরিদ্র ও দুর্বলদের জন্য কাজ করা।' কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী এদিন সরাসরি বেনিফিট ট্রান্সফারের মাধ্যমে গৃহ লক্ষ্মী যোজনার সুবিধাভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অর্থ প্রদান করেন। এই অনুষ্ঠানে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, কর্ণাটকের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'নির্বাচনের আগে কংগ্রেস কর্ণাটকে পাঁচটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। আমরা বলেছিলাম, কংগ্রেস পার্টি এবং দলের নেতারা যখন কিছু বলে, তা করেও দেখায়। আজ যখন আমরা ট্যাবলেটে ক্লিক করেছি, তখন কোটি কোটি মহিলা সরাসরি নিজেদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ২ হাজার টাকা করে পেয়েছেন।...

'আমরা আপনাদের বলেছিলাম, নির্বাচনের পরে কর্ণাটকে মহিলাদের বাসে ভ্রমণের জন্য কোনও অর্থ প্রদান করতে হবে না। প্রকল্পটির নাম ছিল ''শক্তি'' এবং আমরা তা পূরণ করেছি।'

রাহুল এদিন আরও বলেছেন, 'ভারত জোড়ো যাত্রায় আমি হাজার হাজার মহিলার সঙ্গে দেখা করেছি। কর্ণাটকে, আমরা প্রায় ৬০০ কিলোমিটার হেঁটেছি। আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলেছি এবং আমি একটি জিনিস পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছি। আপনারা বলেছেন যে মূল্যবৃদ্ধি আপনাদের প্রভাবিত করছে... এর আঘাত মহিলারাই ভোগ করছেন। হাজার হাজার মহিলা আমাকে বলেছিলেন, তাঁরা মূল্যবৃদ্ধি সহ্য করতে পারছেন না। আমি বুঝতে পেরেছি যে কর্ণাটকের মহিলারাই এই রাজ্যের ভীত।'

কলকাতা প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা, দুই সাদার্ন কর্তা ও কোচ আহত

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (হি.স.): দুর্গাপুরে আজ কলকাতা প্রিমিয়ার লিগের সাদার্ন সমিতি ও পাঠচক্রের ম্যাচ ছিল। সেই ম্যাচ খেলতে যাওয়ার পথে গুড়াপের কাছে সাদার্ন কর্তা ও কোচের গাড়ি উলটে যায়। এর ফলে গুরুতর এক দুর্ঘটনার কবলে পড়েন কলকাতার ক্লাব সাদার্ন সমিতির দুই কর্তা এবং কোচ। গুরুতর চোট পেয়েছেন সাদার্ন সমিতির ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রণব মুখোপাধ্যায়। চোট পান সচিব সৌরভ পাল ও কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্যও।

দুর্গাপুর যেতে গিয়ে গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়লেন কলকাতার ক্লাব সাদার্ন সমিতির দুই কর্তা এবং কোচ। বুধবার দুর্গাপুরে কলকাতা লিগে সাদার্নের ম্যাচ রয়েছে পাঠচক্রের বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচেই যাচ্ছিলেন কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্য, সাদার্নের সভাপতি সৌরভ পাল এবং সহ-সভাপতি ডাঃ প্রণব মুখোপাধ্যায়। গাড়ি দুর্ঘটনায় তিন জনই কমবেশি আহত হয়েছে। তবে এখন প্রত্যেকেই স্থিতিশীল। একই গাড়িতে করে তিন জন দুর্গাপুরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন। বুধবার দুপুরের দিকে বর্ধমানের গুড়াপের কাছে গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। জানা গিয়েছে, গাড়ির সামনের চাকা ফেটে গিয়ে সেটি প্রথমে একটি ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। তার পরে সামনে থাকা একটি গাড়ির তলায় সাদার্ন কর্তাদের গাড়ির কিছুটা অংশ ঢুকে যায়।

হাওড়া স্টেশনে ২০ লক্ষ টাকার কোকেন সহ ধৃত দুই পাচারকারী

কলকাতা, ৩০ আগস্ট ((হি. স.) : হাওড়া স্টেশনে প্রায় ২০ লক্ষ টাকার কোকেন সহ দুই পাচারকারীকে আটক করেছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। বুধবার সকালে এসটিএফ এসপি ইন্দ্রজিৎ বসু এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি জানান, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হাওড়া স্টেশনে পৌঁছেছিল এসটিএফ দল। ১৮ নম্বর প্ল্যাটফর্মে যাত্রীদের বিশাল ভিড়ের মধ্যে দুই সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়েছে। তাদের পরিচয় গাজিয়াবাদের সাহেবাবাদের বাসিন্দা ২৩ বছর বয়সী আরসি সিদ্দিকী এবং কলকাতার আমহার্স স্ট্রিটের বাসিন্দা ৪০ বছর বয়সী মহেশ প্রসাদ জয়সওয়াল। তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে ৮৬ গ্রাম কোকেন উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ২০ লক্ষ টাকা। জানা গেছে, এই কোকেন দক্ষিণ আমেরিকায় তৈরি করে বিভিন্ন পথ দিয়ে ভারতে পাঠানো হয়। ধৃত দুজনকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

বালুরঘাটে নিষিদ্ধ শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত

বালুরঘাট, ৩০ আগস্ট ((হি. স.) : দত্তপুকুরে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের পর আরও বেশি সক্রিয় হয়েছে পুলিশ। রাজ্যজুড়ে চলছে অভিযান। উদ্ধার হচ্ছে নিষিদ্ধ শব্দবাজি। এবার গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যার বাজার মূল্য ১০ লক্ষ টাকারও বেশি।

বুধবার দুপুরে বালুরঘাট শহরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের চকভৃগু পিডব্লিউডি পাড়ায় একটি বাড়ি থেকে নিষিদ্ধ শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় বাড়ির মালিক তরুণ নন্দীকে আটক করা হয়েছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আইসি শান্তিনাথ পাঁজা।

ছত্তিশগড়ের শিবানন্দ আশ্রমের শিশুদের রাখি বেঁধে দিল সংস্কারের শিশুরা

জগদলপুর, ৩০ আগস্ট (হি.স) : ছত্তিশগড়ের জগদলপুরের ধর্মপুরার শিবানন্দ আশ্রমের ৪০ জন শিশুকে রাখি বেঁধে দেয় সংস্কার গুরুকুল চিধাইপদারের ১৫০ জন শিক্ষার্থী।

বুধবার ধর্মপুরার শিবানন্দ আশ্রমে বসবাসকারী শিশুদের সঙ্গে সংস্কার গুরুকুল চিধাইপদারের শিক্ষার্থীরা রাখি বন্ধনের উৎসব পালন করল। সংস্কার গুরুকুলের শিশুরা তাদের পরিবারের সঙ্গে রাখিবন্ধনের উৎসব উদযাপন পাশাপাশি তাদের সহকর্মী আশ্রমের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যের বন্ধনকে শক্তিশালী করতে তাদের সঙ্গেও এই দিনটি পালন করে। সংস্কার স্কুলের ১৫০ জন শিশু, আশ্রমের ৪০ জন শিশুকে রাখি বেঁধে একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর ও তাদের রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে। শিক্ষার্থীরাও তাদের সঙ্গে বিভিন্ন উপহার নিয়ে যায়, তা বিতরণ করে এবং আশ্রমের শিশুদের সঙ্গে দিনটি সুন্দরভাবে পালন করে।

জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বালুরঘাটে চালু হল ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার

বালুরঘাট, ৩০ আগস্ট ((হি. স.) : জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বালুরঘাটে ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার বা মাতৃদুগ্ধ পান কক্ষ চালু করা হল। বুধবার সকালে বালুরঘাট জেলা প্রশাসনিক ভবন চত্বরে থাকা বিবেকানন্দ কনফারেন্স হলে এই ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণারের উদ্বোধন করেন জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা। এদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক হরিশ রসিদ, জেলার সোশ্যাল ওয়েল ফেয়ার দপ্তরের ওসি তপন সরকার সহ অন্যান্যরা।

রাখী বন্ধন উৎসবে বোনেদের উদ্দেশে বড় ঘোষণা গেহলত সরকারের

জয়পুর, ৩০ আগস্ট (হি.স) : রাখী বন্ধন উৎসব উপলক্ষ্যে বড় উপহার ঘোষণা করল রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলত। বুধবারের পাশাপাশি বৃহস্পতিবারেও রোডওয়েজের বাসে বিনামূল্যে যাতায়াত করতে পারবেন বোনেরা, মঙ্গলবার রাতে গেহলত এই উপহার বোনেদের উদ্দেশে ঘোষণা করেন।

রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলত এক্স-এ পোস্ট করেন, রাখী বন্ধনের শুভদিনে আমার রাজ্যের বোন, মেয়ে ও মায়েরা বুধবার এবং বৃহস্পতিবার বিনামূল্যে বাসে যাতায়াত করতে পারবেন। ৩০ ও ৩১ আগস্ট এই সুবিধা পাওয়া যাবে। রাজস্থান রাজ্য পরিবহণ কর্পোরেশনের বাসগুলিতে সমস্ত শ্রেণির মেয়ে এবং মহিলাদের জন্য সম্পূর্ণ রাজ্যে বিনামূল্যে ভ্রমণের সুবিধা দেওয়া হবে।

রাখী বন্ধনের দিন বোনেরা ভাইকে রাখি বাঁধতে অনেক দূর ভ্রমণ করেন। এই বিষয়টি মাথায় রেখেই গেহলত সরকার বোনদের স্বার্থে একটি বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ২৯ তারিখ রাত ১২ থেকে ৩০ তারিখের মধ্যরাত পর্যন্ত তাদের জন্য সাধারণ এবং এক্সপ্রেস বাসে বিনামূল্যে ভ্রমণের ঘোষণা করা হয়েছে। বাসে অত্যধিক ভিড়ের সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে মহিলাদের জন্য অতিরিক্ত রোডওয়েজ বাসেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পুণ্ডিবাড়িতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা বাইকের, মৃত ১

পুণ্ডিবাড়ি, ৩০ আগস্ট ((হি. স.) : কোচবিহারের পুণ্ডিবাড়ি থানার চকচকা চেকপোস্ট এলাকায় ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাতীয় সড়কের ডিভাইডারে ধাক্কা বাইকের। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ১৯ বছরের এক যুবকের। গুরুতর জখম আরও এক যুবক। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম বিশ্বজিৎ চূর্ণকর (১৯)। আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন রয়েছে শুভজিৎ বর্মন নামে আরও একজন। দু'জনেরই বাড়ি তুফানগঞ্জের অন্দরান ফুলবাড়ি চিলারায়ের গড় এলাকায়। শুভজিতের পরিবার জানিয়েছে, এদিন দুই যুবক তাদের অন্য এক বন্ধুকে নিউ কোচবিহার স্টেশনে পৌঁছে দিতে গিয়েছিল। ফেরার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, বাইকটি দ্রুতগতিতে চালানোর জেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়েই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ।

প্রজ্ঞানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ স্ট্যালিনের, দাবাড়ুর হাতে তুলে দিলেন ৩০ লক্ষ টাকা পুরস্কার

চেন্নাই, ৩০ আগস্ট (হি.স.): বুধবার সকালেই আজারবাইজান থেকে বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপের রানার্স প্রজ্ঞানন্দ চেন্নাই ফিরেছেন। চেন্নাই বিমানবন্দরে তাকে অল ইন্ডিয়া চেস ফেডারেশন ও রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি দল অভ্যর্থনা জানায়। বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে এরপর তিনি যান রাজ্য প্রশাসন ভবনে। সেখানে দেখা করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন ও ক্রীড়া মন্ত্রী উদয়নিধির স্ট্যালিনের সঙ্গে।

সেখানে তারা প্রজ্ঞানন্দকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাকে ৩০ লক্ষ টাকা পুরস্কৃত করেন। অভ্যর্থনা পেয়ে দারুন খুশি প্রজ্ঞানন্দ। তিনি বলেন,"এই পুরস্কার আমাকে অনেক উদ্দীপ্ত করবে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে।" অনুষ্ঠান শেষে তিনি মুখ্যমন্ত্রী ও ক্রীড়ামন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান।

এশিয়া কাপ থেকে ছিটকে গেলেন লিটন দাস, বাংলাদেশ দলে নেওয়া হচ্ছে এনামুলকে

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট (হি.স.): এশিয়া কাপ শুরুর আগেই বিরাট ধাক্কা খেল বাংলাদেশ। এশিয়া কাপ থেকে ছিটকে গেলেন বাংলাদেশের তারকা ক্রিকেটার লিটন দাস। আগামিকাল শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে এশিয়া কাপ যাত্রা শুরু করবে বাংলাদেশ। তার আগেই এই দুঃসংবাদ বাংলাদেশ শিবিরে। ভাইরাল জ্বর হওয়ায় দলের সঙ্গে শ্রীলঙ্কায় যেতে পারেননি লিটন দাস। কথা ছিল সুস্থ হয়ে তিনি দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। কিন্তু জ্বর না কমায় তাকে এশিয়া কাপ দল থেকে বাদ দেওয়া হল। লিটন দাসের বদলি হিসেবে এশিয়া কাপের জন্য বাংলাদেশ দলে নেওয়া হয়েছে এনামুল হককে। বুধবার তিনি দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। ৩০ বছর বয়সী ডান হাতি ব্যাটার এনামুল দেশের হয়ে ৪৪টি ওডিআইতে ১২৫৪ রান করেছেন।

চাঁদের মাটিতে বিক্রমের ছবি তুলল প্রজ্ঞান, প্রকাশ্যে আনল ইসরো

বেঙ্গালুরু, ৩০ আগস্ট (হি.স.): চাঁদের মাটিতে চন্দ্রযান-৩ মিশনের ল্যান্ডার বিক্রমের ছবি তুলল রোভার প্রজ্ঞান। আর সেই ছবি এক্স (টুইটার) মাধ্যমে ভারতবাসীর সামনে আনল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)। ইসরো জানিয়েছে, বুধবার সকালেই বিক্রমের একটি ছবি তুলেছে প্রজ্ঞান। ছবিটি উঠেছে রোভারের নেভিগেশন ক্যামেরাতে।

ইসরো জানিয়েছে, এই নেভিগেশন ক্যামেরাটি বিশেষ ভাবে চন্দ্রযান-৩-এর জন্যই তৈরি করা হয়েছে। এই ক্যামেরা তৈরি হয়েছে ইলেকট্রো-অপটিক্স সিস্টেমের গবেষণাগারে। এই ছবিটি এখনও পর্যন্ত "অভিযানের সেরা ছবি" বলছেন বিজ্ঞানীদের অনেকেই। চাঁদে এক সপ্তাহ কাটিয়ে ফেলল চন্দ্রযান-৩-এর রোভার প্রজ্ঞান। তার হাতে বাকি আরও এক সপ্তাহ। এর মাঝে অনবদ্য এক ছবি পাঠাল প্রজ্ঞান।

প্রয়াত গীতিকার কিংশুক চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩০ আগস্ট ((হি. স.) : প্রয়াত গীতিকার কবি কিংশুক চট্টোপাধ্যায়। বুধবার সোনারপুরের একটি হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৫ বছর। বারাসতের বাসিন্দা ছিলেন কিংশুক। তাঁর মৃত্যুতে বাংলা সংগীত জগতে শোকের ছায়া।

পরিবার সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরেই যকৃতের সমস্যার ভুগছিলেন তিনি। বিগত এক মাস ধরে তিনি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। যদিও মাঝে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। কিন্তু সোমবার শারীরিক অবস্থা পুনরায় অবনতি হওয়ায় তাঁকে ফের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিন সকালে মৃত্যু হয় গীতিকারের। তাঁর অকাল প্রয়ানে শোকস্তব্ধ বাংলার শিল্পী মহল।

রাখি বন্ধনে বিশেষ উদ্যোগ

ভোপাল, ৩০ আগস্ট (হি.স) : মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বুধবার রাখি বন্ধন উৎসব উপলক্ষে গাছের চারা রোপণ করেন। তিনি বুধবার রাখি বন্ধন উৎসব উপলক্ষে ভোপালের শ্যামলা পাহাড়ে স্মার্ট সিটি পার্কে করঞ্জ, কদম্ব এবং গুলমোহরের চারা রোপণ করেন। মুখ্যমন্ত্রী চৌহান এবং উপস্থিত নাগরিকরা স্মার্ট সিটি পার্ক কর্তৃপক্ষকে বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি অনেক গাছের চারা বিতরণও করেন।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

ঘুম থেকে উঠে ৫টি কাজ করলেই ওজন দ্রুত কমবে

বাড়তি ওজন মানেই শরীরে হাজার রকম রোগ বাসা বাঁধে। ফিট থাকতে রোগা হতে চান অনেকেই। তার জন্য পরিশ্রমও কম করেন না। জিমে যাওয়া, মেপে খাওয়াদাওয়া করা, হাঁটাহাঁটি, দৌড়ানো বিস্তর চেষ্টার পরেও অনেক সময় ওজন কমতে চায় না। অনেক ক্ষেত্রে ওজন কমলেও তা না কমারই মতো। ওজন কমানোর এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় তখন অনেকেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, সকালের কয়েকটি কাজের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে রোগা হওয়ায় মন্ত্র। তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠা: এক জন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের ৮ ঘণ্টা ঘুম যথেষ্ট। তার বেশি ক্ষণ হলে হজমের গন্ডগোল দেখা দিতে পারে। দেরি করে ওঠার ফলে নির্দিষ্ট সময় ধরে শরীরচর্চা করারও সুযোগ হয় না। দেরি করে ঘুম থেকে ওঠার ফলে প্রাতরাশও করা হয়ে ওঠে না অনেক সময়ে। তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়লে সময় নিয়ে ব্যায়াম, প্রাতরাশ সবই নিয়মমাফিক করা সম্ভব। ঈষদুষ্ণ লেবু-জল: এক গ্লাস ঈষদুষ্ণ গরম জলে লেবু মিশিয়ে খেয়ে সকাল শুরু করলে অনেক উপকার পাওয়া যায়। বিশেষ করে রোগা হতে চাইলে গরম জল বেশ কার্যকর। শরীরের যাবতীয় দূষিত পদার্থ বার করে দিতে গরম জলের জুড়ি মেলা ভার। হজমেও সাহায্য করে গরম জল। শরীরচর্চা: না খেয়ে ওজন ঝরানোর চেয়ে পরিমিত খাবার খেয়ে শরীরচর্চা করে ওজন ঝরানো, বেশি স্বাস্থ্যকর। শরীরচর্চা ওজন কমানোর মোক্ষম অস্ত্র। রোগা হতে চাইলে সকালে উঠে অন্তত আধ ঘণ্টা সময় শরীরচর্চার জন্য বরাদ্দ করুন। জিমে গিয়ে ওজন নিয়ে শরীরচর্চা হোক কিংবা বাড়িতেই যোগাসন, সকালে উঠে যেটা করতে ভাল লাগে সেটাই করুন। জলখাবারে প্রোটিন: ওজন কমানোর সময়ে অনেকেই প্রোটিন ঠিক মতো খান না। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, ভরপুর প্রোটিন আছে এমন খাবার অনেক ক্ষণ পেট ভরতি রাখতে সাহায্য করে। ফলে বার বার খাবার খাওয়ার প্রবণতা কম থাকে, খিদেও নিয়ন্ত্রণে থাকে। তাই প্রাতরাশে প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার রাখতে পারেন। বেশি করে জল খাওয়া: দিনের বেশির ভাগ সময়টা আমরা বাইরে থাকি। তখন বেশি করে জল খাওয়ার সুযোগ হয় না অনেক সময়ে। সকালে ওঠার পর বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে বেশি করে জল খেয়ে ফেলতে হবে। ওজন ঝরাতে চাইলে কিন্তু শরীরে জলের ঘাটতি হলে চলবে না। শরীরের বিপাকহার বৃদ্ধি করতে জলের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বিপাকক্রিয়া ভাল হলে তবেই ওজন ঝরার প্রক্রিয়া তরান্বিত হয়।

বর্ষা হল সর্দি-কাশি, পেটখারাপের মরসুম

বর্ষাকাল মানেই রোগবালাইয়ের অন্ত নেই। সর্দি-কাশি থেকে পেটখারাপ, নানা রকম শারীরিক সমস্যা লেগেই আছে। অন্য মরসুমেও যে এ ধরনের সমস্যা থেকে দূরে থাকা যায়, তা কিন্তু নয়। তবে বর্ষায় যেন জীবাণু সংক্রমণের ঝুঁকি তুলনায় বেশি। সুস্থ থাকতে তাই সতর্ক এবং সচেতন থাকা জরুরি। বর্ষাকাল এলেও এখনও গরমের অস্বস্তি একেবারে চলে যায়নি।

ফলে প্রকৃতির দোলাচলতা প্রভাব ফেলছে শরীরের উপর। আবহাওয়ার খামখেয়ালির কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন অনেকেই। এ প্রসঙ্গে চিকিৎসক সুবর্ণ গোস্বামী বলেন, এখন ''ইন্টারমিটেন্ট রেনফল'' হচ্ছে। অর্থাত অল্প অল্প করে বৃষ্টি হয়ে চলেছে। ভারী বর্ষণ হচ্ছে না বলেই নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। জ্বর, সর্দি-কাশি তো হচ্ছেই, সঙ্গে ডায়েরিয়ার সমস্যা নিয়েও প্রচুর মানুষ আমার কাছে আসছেন। তবে সব জ্বর যে ঠান্ডা লেগে হচ্ছে, তা নয়। রক্ত পরীক্ষার পর জানা যাচ্ছে অনেকেই ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়ায় ভুগছেন। শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক, বিভিন্ন বয়সের মানুষ অসুস্থ হচ্ছেন। তবে শিশুদের মধ্যে জ্বর, সর্দি-কাশির সমস্যা বেশি দেখা যাচ্ছে। বর্ষায় সুস্থ থাকা সহজ নয়। নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে বর্ষায় কিছু নিয়ম মেনে চলা জরুরি। এ মরসুমে নিজেকে সুস্থ রাখার উপায়গুলি কী?

জল ফুটিয়ে খাওয়া

জলবাহিত ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। তাই এই মরসুমে সব সময়ে জল ফুটিয়ে খাওয়া ভাল। জল ফুটিয়ে খেলে পেট খারাপের আশঙ্কা অনেক কম থাকে। বিশেষ করে বাড়িতে শিশু এবং বয়স্ক কোনও সদস্য থাকলে জল ফুটিয়ে খাওয়ানোই ভাল।

হাত ধুয়ে খাওয়া

অফিসে হোক কিংবা বাড়িতে খেতে বসার আগে সব সময়ে হাত ধুয়ে নেওয়া জরুরি। হাতে লেগে থাকা জীবাণু খাবারের মাধ্যমে পেটে চলে গেলে মুশকিলে পড়তে হতে পারে। তাই সব সময় হাত পরিষ্কার রাখা জরুরি। প্রয়োজনে সঙ্গে স্যানিটাইজার রাখুন। কিছু সময় অন্তর হাতে মেখে নিন।

টাটকা খাবার খাওয়া

ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব থাকলেও এ সময়ে বাতাসে আর্দ্রতা বেশি। ফলে খাবার বেশি ক্ষণ ভাল থাকছে না। তাই এই মরসুমে বাসি খাবার না খাওয়াই ভাল। সব সময় চেষ্টা করুন টাটকা খাবার খাওয়ার। খাওয়ার আগে খাবার গরম করে নিন। ঠান্ডা খাবারে ব্যাক্টেরিয়া বাসা বাঁধার আশঙ্কা বেশি।

জল জমতে না দেওয়া

বর্ষায় যত্রতত্র জল জমে যায়। জমা জলে ডিম পাড়ে মশা। সেখান থেকেই বর্ষায় ডেঙ্গির ঝুঁকি বেড়ে যায়। তাই বাড়ির আশেপাশে, ছাদে, এসি, ট্যাঙ্ক কোথাও জল জমতে দেবেন না। জীবাণুনাশক স্প্রে পাওয়া যায়, ঝুঁকি এড়াতে সেগুলি ব্যবহার করুন।

বৃষ্টিতে না ভেজা

গ্রীষ্মের অস্বস্তির পর ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে ভিজতে অনেকেরই ভাল লাগে। কিন্তু তাই বলে সব সময়ে নয়। বিশেষ করে ঠান্ডা লাগার ধাত থাকলে বৃষ্টির জল গায়ে পড়লেই জ্বরে ভুগতে হতে পারে। সঙ্গে বর্ষার জল থেকে ত্বকের নানা রকম সমস্যা তো রয়েছেই। তাই বাইরে বেরোনোর সময় অবশ্যই ছাতা সঙ্গে রাখুন।

ব্যক্তিগত জীবনে অনুপ্রবেশ করছে পেশা?

১২ ঘণ্টা কাজ করার পর বাড়ি ফিরে আবার ল্যাপটপে মুখ গুঁজে বসে থাকতে হয়। কথা বলা তো দুরস্ত। বাড়ি ফিরে মুখ তুলে থাকানোর সময়টুকু থাকে না। খেতে খেতেও প্রায় সময়েই চোখ আটকে থাকে সমাজমাধ্যমের পাতায়। এই ধরনের কর্মসংস্কৃতিতেই অভ্যস্ত তরুণ প্রজন্ম। যার ফলে কাজ এবং ব্যক্তিগত জীবনে ভারসাম্য রাখা ক্ষমতা থাকছে না বেশির ভাগেরই। অল্পতে অধৈর্য হয়ে পড়া। পারিবারিক বিষয়ে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতাও দেখা যায় অনেকের মধ্যে। তবে মনোবিদেরা বলছেন, জীবনে বৈচিত্র থাকবেই। কোনও একটা কাজে মনোনিবেশ করার মানে অন্য সব দিকে ইতি টেনে দেওয়া নয়। পেশাগত এবং ব্যক্তিগত জীবনে ভারসাম্য রাখতে পারাই দক্ষ পরিচালকের গুণ। নিজের শখ-শৌখিনতা বজায় রেখে, পরিবারকে সময় দিয়েও কর্মক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব দেখানো যায়। তবে তার জন্য সাতটি অভ্যাস মেনে চলা জরুরি। ১) কাজের গুরুত্ব বুঝতে হবে কাজ এবং ব্যক্তিগত জীবনে ভারসাম্য রাখতে গেলে আগে যে কোনও কাজের গুরুত্ব বুঝতে হবে। অফিস হোক বা বাড়ি, কোন কাজটি আগে করা প্রয়োজন, তা বুঝতে পারলে কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

২) যোগাযোগ ছিন্ন করতে হবে

গোটা বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার নানা ব্যবস্থা রয়েছে। যে কোনও বিষয়ে ''আপ-টু-ডেট'' থাকা ভাল। কিন্তু এই অভ্যাস ব্যক্তিগত জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে। শুধু সমাজমাধ্যমে ঘোরাফেরা করাই নয়, কাজের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট সময়ে নিজেকে বেঁধে ফেলতে চেষ্টা করুন।

৩) কোন সময়ে কী করবেন

২৪ ঘণ্টা বা গোটা একটা দিন, কে কী ভাবে কাজে লাগাবেন তার উপরেও অনেক কিছু নির্ভর করে। কেউ সপ্তাহান্তে একটা ছুটির দিন ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেন। আবার, কেউ সারা দিনের বিভিন্ন সময়ে ভাগ করে নানা ধরনের কাজ করেন। পরিবার, বন্ধুবান্ধবকে সময় দেওয়ার পরেও কেউ নিজের শখ পূরণ করার সময় রাখেন।

৪) কাজের আগে শরীর

স্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়া, নিয়মিত শরীরচর্চা এবং পর্যাপ্ত ঘুম কাজ এবং ব্যক্তিগত জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখার মূলমন্ত্র। যতই ব্যস্ততা থাকুক না কেন, শরীরকে অবহেলা করা চলবে না।

৫) সম্পর্কের গুরুত্ব বুঝতে হবে

দীর্ঘ দিন একসঙ্গে কাজ করতে করতেও বন্ধুবান্ধবের জগতৈরি হয়ে যায়। তবে পরিবার কিন্তু সব কিছুর আগে। সে কথা ভুললে চলবে না। তাই শত ব্যস্ততার মাঝেও কাছের সম্পর্কগুলির যত্ন নিতে হবে।

একা ঘুরতে ভালবাসেন?

নিজের সঙ্গে বা নিজেকে নিয়ে ঘুরতে যাওয়ার চল ইদানীং বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। নতুন নতুন জায়গায় ঘোরার নেশা যেমন থাকে, তেমন নিজেকে নতুন করে চেনার তাগিদও থাকে। তবে সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা বলছে, শুধু নিজেকে চেনা বা জানা নয়। একা একা ঘুরতে যাওয়ার পিছনে রয়েছে মনের মতো সঙ্গীকে খুঁজে পাওয়ার তাগিদও। সম্প্রতি এই বিষয়ে একটি অনলাইন ডেটিং অ্যাপের করা সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, অবিবাহিত ভারতীয়দের মধ্যে ৮৩ শতাংশই মনে করেন, ঘুরতে গিয়ে সঙ্গী খুঁজে পাওয়ার মধ্যে যে উত্তেজনা রয়েছে, তা আর অন্য কিছুর মধ্যে নেই। বাকি ৪১ শতাংশের মতে, এই সময়টিই সঙ্গীর সঙ্গে দেখা করার জন্যে আদর্শ। একা একা ঘুরতে গেলে এমন নানা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়, যার মধ্যে দিয়ে আগে হয়তো কাউকে যেতে হয়নি। নতুন মানুষের সঙ্গে সেই সব নতুন অভিজ্ঞতার সাক্ষী হওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করতে চান না ভারতীয়রা। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, একা একা ঘুরতে যাওয়া দু'জন মানুষের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। হয়তো তাঁরা ভিনদেশের, হয়তো তাঁদের মাতৃভাষা আলাদা। তবু ভালবাসা বা মনের মিল খুঁজে পেতে সমস্যা হয়নি তাঁদের। ঘুরে আসার পর তাঁদের পথ আলাদা হয়ে গেলেও সেই সম্পর্ক থেকে গিয়েছে। তবে সকলের ক্ষেত্রেই যে অভিজ্ঞতা এমন সুখের হবে, তার কোনও মানে নেই। তাই যাঁর সঙ্গেই আলাপ হোক না কেন, প্রথম থেকেই নিজের চাওয়া পাওয়া বিষয়ে স্বচ্ছ হতে হবে। উল্টো দিকের মানুষটি আপনার থেকে কী চাইছেন, তা-ও বুঝে নেওয়া দরকার। সদ্য পরিচিত দু'টি মানুষ, নিজেরা নিজেদের কাছে কতটা উন্মুক্ত হবেন, সেই বিষয়েও স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। কয়েকটা দিন আনন্দঘন মুহূর্ত কাটানোর পর শেষটা যাতে বিষাদের না হয়, সে দিকেও খেয়াল রাখা প্রয়োজন।

পিঠে খেলে আমিষ-ই সই

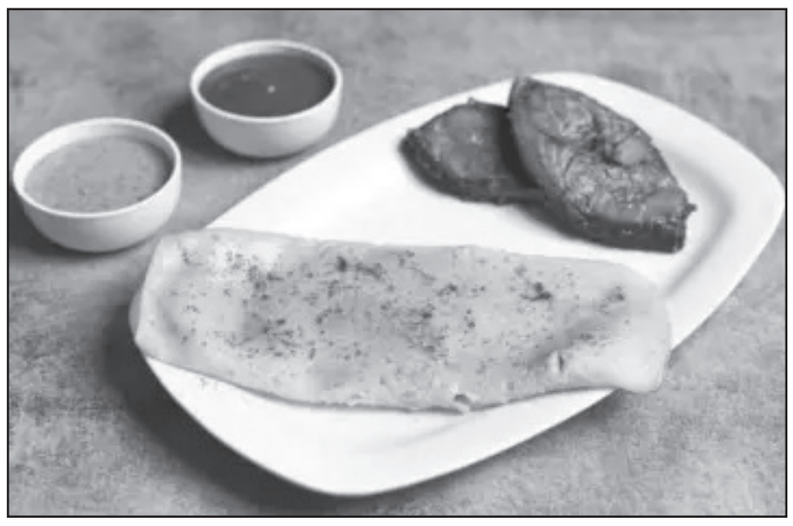

অসময়ে পিঠে-পুলি যদি তৈরি করতেই হয়, মাছ-মাংসের পুর দিয়ে নয় কেন? ব্যাটার গুলে নিয়ে পছন্দসই পুর তৈরি করে ভরে খেলেই হল। পাটিসাপটার ব্যাটার বা পুলির খোলটি তৈরি করার পদ্ধতি অনেকেরই জানা। শুধু নানা রকম পুর তৈরি করে নিতে হবে।

পাটিসাপটার আবরণ তৈরির উপকরণ: গোবিন্দভোগ চালের গুঁড়ো ১ কাপ, ধনেপাতা সামান্য, নুন ১ চা চামচ, জল ২ কাপ।

প্রণালী: ব্যাটার তৈরির উপকরণগুলি গুলে নিতে হবে। এ বারে একটি ননস্টিক প্যান বা বড়, চ্যাপ্টা তাওয়ায় বেগুনের বোঁটা দিয়ে হালকা করে সাদা তেল বুলিয়ে তার উপরে ব্যাটার ছড়িয়ে দিতে হবে। ডুমো হাতার পিছন দিকটা দিয়ে গোলাকার ভাবে খানিকটা ছড়িয়ে নিন ব্যাটার। খেয়াল রাখবেন, এমন ভাবে পাটিসাপটার আবরণ তৈরি করতে হবে, যাতে তা ভিতরের আমিষ পুরের ভার নিতে পারে অথচ খুব বেশি পুরু না হয়।

গন্ধরাজ ভেটকি পাটিসাপটা

পুর তৈরির উপকরণ: ভেটকি মাছ ২৫০ গ্রাম, নুন ২ চা চামচ, আদা বাটা ২ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ কুচি ২ চা চামচ, কাঁচালঙ্কা কুচি ২ চা চামচ, ধনেপাতা কুচি ২ চা চামচ, সাদা তেল আধ কাপ, গন্ধরাজ লেবু।

প্রণালী: পুর তৈরির সব উপকরণ একটি কড়াইয়ে সাদা তেল গরম করে ভেজে নিতে হবে প্রথমে, ভেটকি মাছ-সহ। গন্ধরাজ লেবুর জেস্ট মিশিয়ে নিন এতে শেষে। মাছের পুর তৈরি হয়ে গেলে পাটিসাপটার মাঝ বরাবর লম্বা করে পুরটা ভরে গরম গরম পরিবেশন করতে হবে ভেটকি মাছের পাটিসাপটা। ভাপা ইলিশ পাটিসাপটা পুর তৈরির উপকরণ: ইলিশ মাছ ২৫০ গ্রাম, নুন ২ চা চামচ, সরষের তেল আধ কাপ, নারকেল কোরা আধ কাপ, সরষে বাটা আধ কাপ, কাঁচা লঙ্কা ২টি।

প্রণালী: পুর তৈরির জন্য সব উপকরণ একসঙ্গে ভেজে নিতে হবে, ইলিশ মাছের সঙ্গেই। মাছটিও খুন্তি দিয়ে মিশিয়ে দিতে হবে পুরের সঙ্গে, তবে খুব বেশি ভাজার দরকার নেই। এ বারে পাটিসাপটার ব্যাটার তৈরির একই পদ্ধতি অনুসরণ করে তাওয়ায় তা দিয়ে ভিতরে মাছের পুর ভরে মুড়ে নিন। তৈরি হয়ে যাবে পাটিসাপটা। ইলিশ মাছ ভাজার সঙ্গে পরিবেশন করতে পারেন এই পাটিসাপটা।

মোচা চিংড়ি পাটিসাপটা

পুর তৈরির উপকরণ: সিদ্ধ মোচা ২৫০ গ্রাম, মাঝারি মাপের চিংড়ি ৯-১০টি, নারকেল কোরা আধ কাপ, আদা ও জিরে একসঙ্গে বাটা আধ কাপ, ঘি ১ টেবিল চামচ, নুন ১ চা চামচ, গরম মশলা ১ চা চামচ, সরষের তেল আধ কাপ। প্রণালী: সিদ্ধ মোচার জল ঝরিয়ে ভাল করে চটকে নিন। চিংড়িগুলি আলাদা করে ভেজে রাখুন। এ বার পুর তৈরির বাকি উপকরণগুলি কড়াইয়ে সরষের তেলে ভাল করে নেড়ে নিন। মোচা আর চিংড়ি মাছও মিশিয়ে পুর তৈরি করে নিন। এর পরে পাটিসাপটার মধ্যে পুর ভরে মুড়ে নিলেই তৈরি।

চিজ বেকড চিকেন পাটিসাপটা

পুর তৈরির উপকরণ: গ্রেট করা চিজ ১ কাপ, আদা বাটা ২ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ কুচি ১ চা চামচ, লঙ্কা কুচি ১ চা চামচ, চিকেন কিমা ২৫০ গ্রাম, নুন ১ টেবিল চামচ, সাদা তেল আধ কাপ।

প্রণালী: চিকেন কিমার সঙ্গে বাকি উপকরণ মিশিয়ে ভাজা ভাজা করে নিন। ভাল করে কষিয়ে চিকেন সিদ্ধ হলেই পুর তৈরি। এ বার পাটিসাপটার মাঝ বরাবর লম্বা করে পুরটা দিন। পাটিসাপটার উপরে গ্রেট করা চিজ দিয়ে চাপা দিয়ে দিন। চিজ গলে এলে গরম গরম পরিবেশন করুন। চিংড়ির ঝাল মুগপুলি পুর তৈরির উপকরণ: চিংড়ি ২৫০ গ্রাম, নুন ১ চা চামচ, নারকেল কোরা ১ কাপ, আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, জিরে বাটা ১ টেবিল চামচ, সাদা তেল ২ কাপ, আলু সিদ্ধ ২টি।

পুলির আবরণ তৈরির জন্য: মুগ ডাল ২ কাপ, নুন এক টেবিল চামচ, জল ৪ কাপ। জলে নুন দিয়ে মুগ ডাল সিদ্ধ করে নিতে হবে। প্রণালী: প্রথমে চিংড়িগুলি ভেজে তুলে নিন আলাদা করে। এর পরে কড়াইয়ে সাদা তেল গরম করে পুর তৈরির বাকি উপকরণগুলি ভাল করে কষিয়ে, তাতে চিংড়ি মিশিয়ে পুর তৈরি করে নিতে হবে। সিদ্ধ করা মুগ ডাল পুলির আকারে গড়ে নিতে হবে। তার ভিতরে চিংড়ির পুরটা দিয়ে পুলির মুখ বন্ধ করে দিতে হবে। তারপর ছাঁকা তেলে পুলিগুলি ছাড়তে হবে একে একে। হালকা লালচে করে ভেজে গরম গরম পরিবেশন করতে হবে চাটনি বা সসের সঙ্গে।

নিয়মিত শারীরচর্চা নানা রোগের হাত থেকে শরীরকে মুক্তি দেয়

নিয়মিত শারীরচর্চা নানা রোগের হাত থেকে শরীরকে মুক্তি দেয়। পেশায় চিকিতক ডা. ঈশান সেই পরামর্শই রোগীদের দিয়ে থাকেন। তবে দৈনন্দিন ব্যস্ত রুটিনে নিজের জন্য খুব বেশি সময় বার করতে পারেন না ডাক্তারবাবু নিজেই। এই সমস্যা অবশ্য ঈশানের একার নয়। আজকের ব্যস্ত জীবনযাপনে সময়ের সমস্যা অনেকেরই।

অন্য দিকে অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনে বাড়তি ওজন আর ফিটনেসের সমস্যাও রয়েছে। সমাধানের সহজ উপায় দিলেন ফিটনেস বিশেষজ্ঞ গুরুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সময় বাঁচাতে টাবাটা এক্সারসাইজ সবচেয়ে ভাল উপায়। এটি এক ধরনের হাই ইনটেনসিটি ইন্টারভ্যাল ট্রেনিং। ১৯৯৬ সালে টোকিয়োর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ফিটনেস অ্যান্ড স্পোর্টসের গবেষক ডা. ইজুমি টাবাটা এবং তাঁর সহকারীরা এই বিশেষ এক্সারসাইজ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর নাম থেকেই এই শারীরচর্চার নামকরণ করা হয় টাবাটা। হাই-ইনটেনসিটি এই ট্রেনিং এরোবিক এবং নন এরোবিক দুই পদ্ধতিতেই কার্যকর।

টাবাটার নিয়মকানুন

হাই ইনটেনসিটি ইন্টারভ্যাল শারীরচর্চার প্রথম ধাপ হল টাবাটা এক্সারসাইজ। এটা খুব কঠিন না হলেও, এর কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। ২০ সেকেন্ড হাই ইনটেনসিটি শারীরচর্চার পর ১০ সেকেন্ডে বিশ্রাম খুবই জরুরি। তবে খেয়াল রাখতে হবে, শারীরচর্চা ২০ সেকেন্ডের বেশি এবং বিশ্রামের সময় ১০ সেকেন্ডের কম যেন একেবারেই না হয়। ২০ সেকেন্ড করে এ ক্ষেত্রে মোট আটটি হাই ইনটেনসিটি ব্যায়াম করা হয়। শরীরের উপরের অংশ, নিম্নাংশ অর্থাতহাত, পা এবং পেটের ব্যায়ামের দিকেই মূলত নজর দেওয়া হয়। প্রাথমিক ভাবে ২০ সেকেন্ড শারীরচর্চা এবং ১০ সেকেন্ড বিশ্রাম পদ্ধতি অনুসরণ করে আটটি ব্যায়াম সারতে সময় লাগে মোট চার থেকে পাঁচ মিনিট। চাইলে অবশ্য এই আট সেটের ব্যায়ামটি রিপিটেশনেও করা যায়। পরের দিকে অবশ্য ব্যক্তির ক্ষমতাবিশেষে সময় বাড়ানো যেতে পারে।

কী করবেন?

সাধারণত এই ২০ সেকেন্ডের ওয়ার্কআউটে কী কী ধরনের ব্যায়াম করতে হবে, তার কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। স্কোয়াট, পুশ-আপ, বার্পি, প্ল্যাঙ্ক, বাইসাইকেল টুইস্ট, জাম্পিং জ্যাক, সিট-আপ ইত্যাদি কার্ডিয়োভাসকুলার ফিটনেস এবং পেশির শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে এমন পছন্দসই যে কোনও ব্যায়ামই করতে পারেন।

গোড়ার দিকে প্রথমে স্কোয়াট দিয়ে শুরু করুন। একে একে পুশ-আপ, বার্পি, সিট-আপ সেরে আবারও ২০ সেকেন্ড করে করুন স্কোয়াট এবং পুশ-আপ। তার পর বাইসাইকেল টুইস্ট। শেষ করতে পারেন প্ল্যাঙ্ক কিংবা হাই প্ল্যাঙ্ক দিয়ে। প্ল্যাঙ্কে মূলত পায়ের পাতা ও কনুইয়ের উপর সমস্ত শরীরের ভার রাখা হয়। হাই প্ল্যাঙ্কে পায়ের পাতা ও হাতের তালুর উপর শরীরের ভার রাখা হয়। টাবাটা শুরুর পরে প্রায় ১৫-২০ দিন কেটে গেলে একটু বদল আনতে পারেন। সে ক্ষেত্রে প্রথম ২০ সেকেন্ড করতে পারেন জাম্পিং জ্যাক। তার পর একে একে স্কোয়াট, পুশ-আপ। বার্পির বদলে এখানে করতে পারেন মাউন্টেন ক্লাইম্বিং। এক্ষেত্রে লাফ দিয়ে দু'' হাত সামনে এগিয়ে গিয়ে জগিং করে পিছিয়ে আসতে হয়। তার পর স্কোয়াট, বাইসাইকেল টুইস্ট সেরে ২০ সেকেন্ড হাই প্ল্যাঙ্ক করে শেষ করতে পারেন এক্সারসাইজ।

কারা করবেন না?

টাবাটা যে কেউই করতে পারেন। প্রশিক্ষক গুরুপ্রসাদ বলেন, ''প্রয়োজনে শুরুর দিকে ধীরে ধীরে ব্যায়ামগুলি অভ্যাস করতে পারেন। পরে শরীর এক বার অভ্যস্ত হয়ে গেলে ধীরে ধীরে ঠিকই গতি বাড়বে।'' তবে ব্যায়ামের গতি বাড়াতে গিয়ে কখনওই যেন শরীরে অতিরিক্ত চাপ না পড়ে, সে দিকে নজর রাখতে হবে। গর্ভাবস্থায় একেবারেই এ ধরনের হাই ইনটেনসিটি এক্সারসাইজ করা উচিত নয়। তা ছাড়া, কোনও শারীরিক সমস্যা বা শরীরে কোথাও কোনও চোট থাকলে এই ধরনের এক্সারসাইজ থেকে দূরে থাকুন। শ্বাসকষ্টের সমস্যা বা হার্টের সমস্যা থাকলে তা অতি অবশ্যই প্রশিক্ষককে জানিয়ে রাখতে হবে। প্রশিক্ষকের চেয়েও অনুশীলনকারী নিজের কতটা দম রয়েছে, তা সবচেয়ে ভাল বুঝতে পারেন। তাই সে দিকে সতর্ক থাকতে হবে।

মিউজিকের ব্যবহার

টাবাটাতে উতাহ বাড়াতে জুম্বা কিংবা এরোবিকের মতো আজকাল গানের ব্যবহার হচ্ছে। পছন্দের গান চালিয়ে তার তালে পা মিলিয়েও এই ধরনের শারীরচর্চা করা যায়। ফিটনেস প্রশিক্ষক গুরুপ্রসাদের মতে, ''তবে অবশ্যই কোনও ধীর লয়ের গান বা রোম্যান্টিক গান চালালে চলবে না। এক্সারসাইজ করার উপযোগী কোনও মিউজিক বেছে নিতে হবে।''

টাবাটার উপকার

সময় সাশ্রয় তো বটেই একই সঙ্গে টাবাটার নানা উপকার রয়েছে। খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাত্রার পরিবর্তনের কারণে, আজকাল বাড়তি ওজন একটি সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডায়েটের পাশাপাশি অল্প সময়ে ওজন কমাতে এই টাবাটার জুড়ি নেই। যদিও মূল ধারার হাই ইনটেনসিটি ইন্টারভ্যাল ট্রেনিং অর্থাত এইচ আই আই টি এক্সারসাইজের চেয়ে ওজন কমাতে টাবাটা যে বেশি কার্যকর তা অবশ্য এখনও প্রমাণিত হয়নি, তবে এই ব্যায়ামের নিয়মিত অভ্যাসে মেটাবলিজমের হার বেড়ে যায়। পাশাপাশি হাই ইনটেনসিটি এই ব্যায়ামে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। স্ট্যামিনা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। হার্টের স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী। পাশাপাশি এটি ফুসফুসকেও সুস্থ রাখে। একই সঙ্গে পেশির শক্তি বাড়ায় এবং নমনীয় করে তোলে। কোর মাসলেরও উন্নতি হয়। পাশাপাশি টাবাটা মনঃসংযোগ এবং আইকিউ বাড়াতেও সহায়ক। তবে টাবাটাতে ঘড়ির কাঁটার দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

এই ধরনের শারীরচর্চায় যেমন সময় লাগে কম, তেমনই বিশেষ কোনও যন্ত্রপাতি কিংবা অধিক জায়গারও প্রয়োজন হয় না। মাত্র চার থেকে পাঁচ মিনিটের এই ব্যায়ামেই দিনভর নিজেকে ঝরঝরে লাগবে।

আদিত্য-এল ১ মিশন উৎক্ষেপণের প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে, একের পর এক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করছে ইসরো

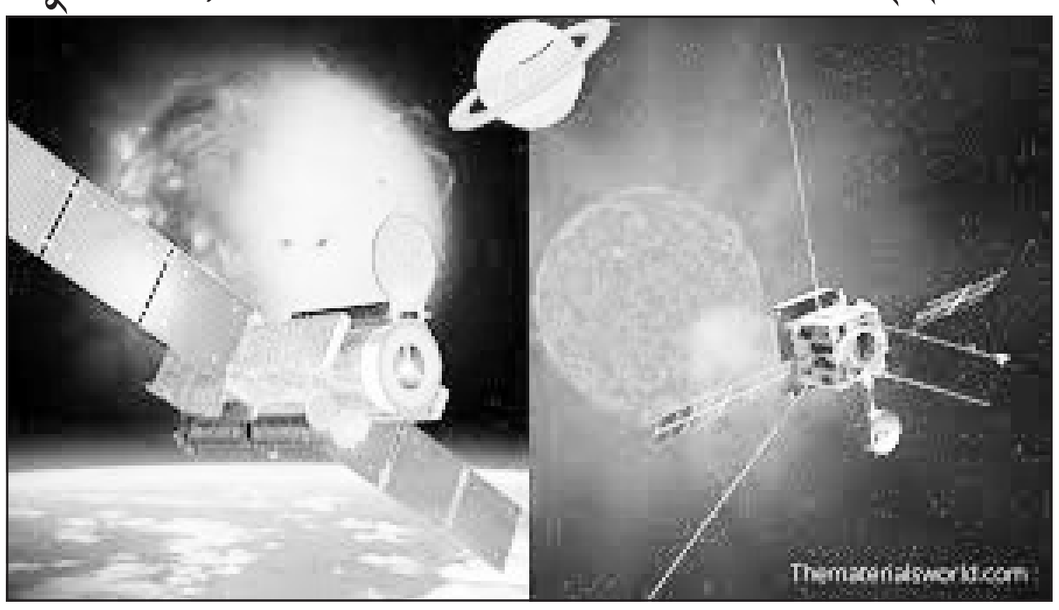

বেঙ্গালুরু, ৩০ আগস্ট (হি.স.): আগামী ২ সেপ্টেম্বর, বেলা ১১.৫০ মিনিট নাগাদ অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধবন মহাকাশ কেন্দ্র থেকে সূর্য্য অন্বেষণের জন্য রওনা দেবে ভারতের আদিত্য-এল ১ মিশন। পিএসএলভি-সি ৫৭ রকেটের পিঠে চেপে সূর্য্যকে গবেষণা করতে উড়ে যাবে আদিত্য-এল ১ মিশন। তার আগে উৎক্ষেপণের প্রস্তুতি জোরকদমে চলছে, তা বুধবার এক্স (টুইটার) মাধ্যমে জানালো ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)। ইসরো জানিয়েছে, 'উৎক্ষেপণের প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে। লঞ্চ রিহার্সাল - যানবাহনের অভ্যন্তরীণ চেক সম্পন্ন হয়েছে।' সূর্য্যকে অন্বেষণের জন্য ইসরোর 'দূত' হয়ে যাচ্ছে আদিত্য-এল ১। এটি একটি কৃত্রিম উপগ্রহ যা সূর্য্যকে পর্যবেক্ষণ করবে এবং সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে। পৃথিবী থেকে সাড়ে ১০ লক্ষ কিলোমিটার দূরে পাঠানো হবে আদিত্য এল১-কে।

সূর্য্যের অভিমুখে এগিয়ে ওই দূরত্বের পর থামবে উপগ্রহটি। এই অংশকে বলা হয় ল্যাগরেঞ্জ পয়েন্ট। ল্যাগরেঞ্জ পয়েন্ট হল মহাকাশের এমন একটি অঞ্চল যেখানে দু'টি মহাজাগতিক বস্তুর (এ ক্ষেত্রে সূর্য্য এবং পৃথিবী) আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ বল একসঙ্গে ক্রিয়াশীল। ফলে এই অঞ্চলে পৌঁছে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থির থাকতে পারে। সূর্য্য, পৃথিবীর এই ল্যাগরেঞ্জ পয়েন্টই আদিত্য এল১-এর লক্ষ্য। এই অংশে পৌঁছে ইসরোর উপগ্রহটি সর্বক্ষণ সূর্য্যের দিকে নজর রাখতে পারবে। গ্রহণ বা অন্য কোনও মহাজাগতিক কর্মকাণ্ডে আদিত্য-এল ১ বাধা পাবে না।

ময়নাগুড়িতে হাতিকে রাখি পরিয়ে তাদের রক্ষার শপথ নিলেন পরিবেশপ্রেমীরা

ময়নাগুড়ি, ৩০ আগস্ট (হি. স.) : জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি ব্লকের গরুমারার রামশাই মেদলা ক্যাম্পে হাতিকে রাখি পরিয়ে তাদের রক্ষার শপথ নিলেন পরিবেশপ্রেমীরা। বুধবার চার কুনকি হাতির জন্য তাঁরা বন দফতরের হাতে রাখি তুলে দিয়েছেন। মেদলা ক্যাম্পের চার কুনকি হাতি শিলাবতী, আমনা, রাজা, অরণ্যের জন্য রাখি তুলে দিয়ে তাদের সংরক্ষণের বার্তা দিলেন পরিবেশপ্রেমীরা।

পরিবেশপ্রেমী অণির্বাণ মজুমদার জানান, গত কয়েক বছর ধরে রাখি পূর্ণিমায় এভাবে তাঁরা দিনটিকে উদযাপন করে আসছেন। চারিদিকে যেভাবে হাতি মানুষ সংঘাত চলছে এবং যেভাবে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় প্রতিদিনই হাতির মৃত্যু ঘটছে, তা সত্যিই চিন্তার। তাই এদিন রাখি পরিয়ে হাতিদের রক্ষার অঙ্গীকার করা হল। চার কুনকি হাতিকে স্নান করিয়ে সাজিয়ে পরে রাখি পরিয়ে দেন বন দপ্তরের মাহুতেরা। এরপর হাতিদের মুখে তুলে দেওয়া হয় তাদের প্রিয় খাবার। পাশাপাশি হাতির মাহুত পাতাওয়ালা সহ বনকর্মীদেরও রাখি পরিয়ে মিষ্টিমুখ করানো হয়। এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন গরুমারা সাউথের রেঞ্জার অয়ন চক্রবর্তী।

চাঁদের মাটিতে মিলেছে সালফার; টাইটেনিয়াম ও অক্সিজেনেরও খোঁজ পেল প্রজ্ঞান

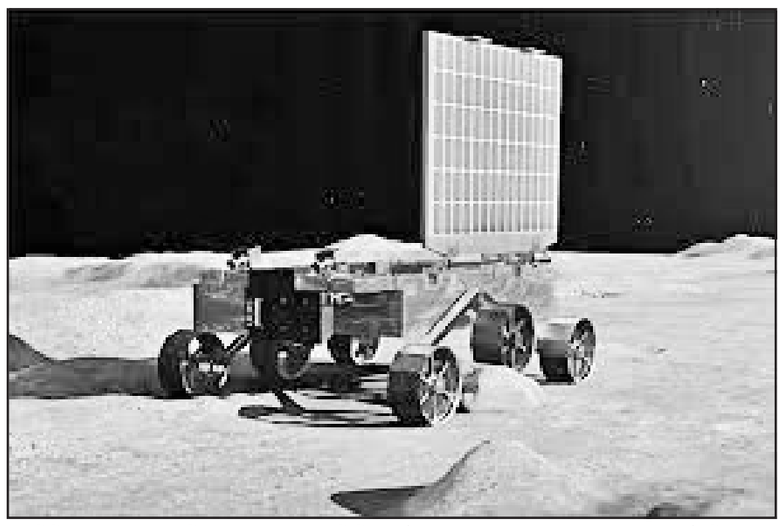

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট (হি.স.): চাঁদের দক্ষিণ মেরুর কাছে রয়েছে সালফার। নিশ্চিত করেছে চন্দ্রযান-৩ মিশনের রোভার প্রজ্ঞান। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এক্স (আগে টুইটার) হ্যান্ডলে এই খবর জানিয়েছে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)। তারা আরও জানিয়েছে, সালফারের পাশাপাশি অ্যালুমিনিয়াম, ক্যালশিয়াম, লোহা, ক্রোমিয়াম, টাইটেনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, সিলিকন, অক্সিজেনের অস্তিত্বও মিলেছে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে। হাইড্রোজেনের খোঁজ চলছে।

গত ২৪ আগস্ট ভোরে ল্যান্ডার বিক্রম থেকে নেমে এসেছিল রোভার প্রজ্ঞান। তার পর থেকে ছ'চাকা বিশিষ্ট এই যান চাঁদে অনুসন্ধান চালাচ্ছে। ইসরোর তরফে এক্স হ্যান্ডেলে জানানো হয়েছে, চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অ্যালুমিনিয়াম, ক্যালশিয়াম, লোহা, ক্রোমিয়াম, টাইটেনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, সিলিকন, অক্সিজেনের যে অস্তিত্ব মিলবে, তা প্রত্যাশিতই ছিল।

এ বার হাইড্রোজেনের খোঁজ চলছে। প্রজ্ঞানে রয়েছে লেজার-ইনডিউসড ব্রেকডাউন স্পেক্ট্রোস্কোপ (এলআইবিএস)। নমুনা সংগ্রহ করে তা লেজার প্রযুক্তির মাধ্যমে পরীক্ষা করে এই প্রযুক্তি। বেঙ্গালুরুর ইসরোতে ইলেক্ট্রো-অপটিকস সিস্টেমের গবেষণাগারে এই প্রযুক্তি তৈরি করা হয়েছে। এলআইবিএসের মাধ্যমেই চাঁদের বুকে সালফার-সহ বেশ কিছু খনিজের হদিস পেল প্রজ্ঞান। চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে সালফারের উপস্থিতি প্রসঙ্গে মহাকাশ বিজ্ঞানী টিভি ভেঙ্কটেশ্বরন বলেছেন, 'এখন রোভার চাঁদের পৃষ্ঠে কিছু উপাদান আবিষ্কার করেছে। এটি বিভিন্ন স্থানে গিয়ে অনুসন্ধান করবে। মৌলিক গঠন এবং বিভিন্ন অংশে এর ঘনত্ব। ইতিমধ্যেই চন্দ্রযান ১, চন্দ্রযান ২ এবং আমেরিকান অরবিটাররা রিমোট সেন্সিং করেছে এবং চাঁদের পৃষ্ঠে খনিজগুলি ম্যাপ করেছে। তবে এটি প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূর থেকে নেওয়া একটি রিমোট সেন্সিং।'

গঙ্গাকে রাখি বেঁধে পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিল নমামি গঙ্গে

বারাণসী, ৩০ আগস্ট (হি.স) : মা গঙ্গাকে রাখি বেঁধে পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিল নমামি গঙ্গে। বুধবার রাখিবন্ধন উৎসব উপলক্ষ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যের প্রতীক মা গঙ্গাকে পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিল নমামি গঙ্গে এবং মহর্ষি বেদ বিদ্যালয়। এই গঙ্গাই সমস্ত জাতিকে একত্রে বেঁধে রাখে। নমামি গঙ্গের সদস্যরা এবং মহর্ষি বেদ বিদ্যালয়ের তরফে মা গঙ্গাকে বুধবার রাখি পড়ানো হয়।

নমামি গঙ্গের সদস্যরা বুধবার সকালে সিন্ধিয়া ঘাটে জড়ো হয়। তাঁরা বটুকাদের সঙ্গে নিয়ে একটি স্বচ্ছতা অভিযান শুরু করে। এই কর্মকাণ্ডে তারা গঙ্গা মাকে রাখী পড়িয়ে বোনদের রক্ষা করার শপথ নেয় এবং সকলের কাছে পরিবেশ রক্ষার আবেদনও জানায়। তারা পরিবেশের বন্ধু হওয়ার আহ্বান জানিয়ে গঙ্গার পাড়ের সমস্ত ময়লাও পরিষ্কার করে। নমামি গঙ্গের কাশী অঞ্চলের সমন্বয়কারী রাজেশ শুক্লা বলেন, রাখি বন্ধনের উৎসব আমাদের গঙ্গা ও পরিবেশ সংরক্ষণের কথাও মনে করিয়ে দেয়। রাজেশ শুক্লা আরও বলেন, রাখি বন্ধন উপলক্ষে মা-বোনেদের রক্ষা করার পাশাপাশি বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে পরিবেশ ও গঙ্গাকে রক্ষা করাও খুবই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। বুধবার মা গঙ্গাকে রাখী পড়ানোর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, সারিকা গুপ্তা, মহর্ষি বেদ বিদ্যালয়ের ইনচার্জ সুনীল শ্রীবাস্তব, সহ-ইনচার্জ শ্রীমন্ত সাই, সৌরভ দ্বিবেদী, সুরজ পান্ডে, সঞ্জয় গুপ্ত প্রমুখ।

সরকারি স্কুলে ছুটির সংখ্যা কমল বিহারে; প্রতিবাদ শিক্ষকদের, সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের আর্জি মোদীর

পাটনা, ৩০ আগস্ট (হি.স.) : বিহারের সরকারি স্কুলে উৎসবের ছুটির সংখ্যা কমিয়ে দিল বিহার শিক্ষা দফতর। ২৯ আগস্ট জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বিহার শিক্ষা দফতর সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে সরকারি স্কুলে উৎসবের ছুটির সংখ্যা ২৩ থেকে কমিয়ে ১১ করেছে। বিহার শিক্ষা দফতরের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন শিক্ষকরা। আবার এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন রাজ্যসভার সাংসদ ও বিজেপি নেতা সুশীল মোদী।

বিহার সরকারের ছুটি কমানোর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বুধবার কিষাণগঞ্জে সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিহার রাজ্য শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি রাঘিবুর রহমান বলেছেন, 'এখানে (কিষাণগঞ্জ) ছাড়া বিহারের অন্য কোনও জেলায় ছুটি বাতিল করা হয়নি। আমরা এখানে জেলা শিক্ষা অফিসারের কাছে একটি স্মারকলিপি দিতে এসেছি এবং আমাদের লিখিত নির্দেশনা দেখাতে চেয়েছি যে কারণে রাখিবন্ধনের ছুটি বাতিল করা হয়েছে।'

এ বিষয়ে রাজ্যসভার সাংসদ ও বিজেপি নেতা সুশীল মোদী বলেছেন, 'এটি হিন্দু-বিরোধী মানসিকতার লক্ষণ। বিহারে ঘরে ঘরে পালিত হয় ''ছট''... স্কুল খুললেও এই উৎসবের সময় কোন শিশু কী স্কুলে যাবে? সরকারের উচিত কোনও বিলম্ব না করে, অবিলম্বে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা।''

নদীয়া ও পুরুলিয়ায় ডাকাতি, স্বরাষ্ট্র সচিবকে চিঠি স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতির

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (হি. স.) : একই দিনে নদিয়া ও পুরুলিয়ার স্বর্ণগহনা প্রস্তুতকারক ও বিক্রয় সংস্থায় ডাকাতির জেরে বুধবার নিজেদের নিরাপত্তা চেয়ে স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে চিঠি দিচ্ছেন স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতি। বউবাজার এলাকায় প্রচুর সোনার দোকান রয়েছে। রাজ্যের প্রায় ২৮ হাজার স্বর্ণ ব্যবসায়ী রয়েছে। সরকার আগামী দিনে তাঁদের জন্য কী নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে, তা নিয়েই স্বরাষ্ট্র সচিবকে চিঠি দিচ্ছেন স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় চার জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

নদিয়ার রানাঘাট ও পুরুলিয়ায় ডাকাতির ঘটনায় চলে কুড়ি মিনিটের একটা অপারেশন। প্রথমে দু'জন ক্রেতা সেজে ভিতরে ঢোকেন। নিয়ম মাফিক গেট বন্ধ করে দেন নিরাপত্তাকর্মীরা। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে পিছনে ঢোকেন আরও ৯ জন। তাঁরা আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে গেট খুলে ভিতরে ঢোকেন। কর্মীদের ভয় দেখাতে শোরুমের মধ্যে গুলি চালান। তারপর সিসিটিভি-র হার্ড ডিস্ক খুলে নেওয়া হয়। চলে লুঠপাট।

মূল্যবান পাথর, সোনা-হীরে-রূপোর গয়না-সহ সবই লুঠ করে নিয়ে যায়। প্রায় একই সময়ে, ঘণ্টা খানেকের ব্যবধানে ওই স্বর্ণগহনা প্রস্তুতকারক ও বিক্রয় সংস্থার পুরুলিয়ার আউটলেটেও ডাকাতি হয়। একই পদ্ধতিতে। দুটি আউটলেট মিলিয়ে ৮ কোটির গয়না লুঠ করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

রাজ্যে গত কয়েক মাসে ছোটখাটো একাধিক সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। বারাকপুরের পর শক্তিগড়েও সোনার দোকানে ডাকাতি করতে গিয়ে বাধা পেয়ে গুলি চালনার ঘটনা ঘটে। এইভাবে পরপর ডাকাতির ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত রাজ্যের স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা। এবার নিরাপত্তার দাবিতে আবেদন জানিয়ে স্বরাষ্ট্রদফতরের কাছে আবেদন জানাবেন আতঙ্কিত স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা।

শদিয়ার অমরপুরে দিবাং নদীতে নৌকাডুবি, সুরক্ষিত ৩২ জন যাত্রী, তলিয়ে গেছে টাটা সুমো-ম্যাজিক

তিনসুকিয়া (অসম), ৩০ আগস্ট (হি.স.) : তিনসুকিয়া জেলার অন্তর্গত শদিয়ার অমরপুরে ৩২ জন যাত্রী ও বেশ কয়েকটি দুই ও চার চাকার গাড়িবাহী যন্ত্রচালিত নৌকা দিবাং নদীতে ডুবে গেছে। নৌকা দুর্ঘটনায় সব যাত্রীকে উদ্ধার করেছে এসডিআরএফ।

ঘটনা আজ বুধবার সকাল প্রায় ৮-টা নাগাদ সংঘটিত হয়েছে। জানা গেছে, এদিন সকালে ৩২ জন যাত্রীকে (মাতান্তরে ৪০-এর বেশি) নিয়ে অমরপুর থেকে শদিয়া সদরের উদ্দেশ্যে দিবাং নদীর বুকে যাত্রা করেছিল ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্র্যান্সপোর্ট পরিচালিত যন্ত্রচালিত নৌকা। বরাবরের মতো নৌকায় ওঠানো হয়েছিল চার চাকার ম্যাজিক, টাটা সুমো, বলেরো পিকআপ ভ্যান, সঙ্গে বেশ কয়েকটি মোটর সাইকেলও।

কিন্তু যাত্রা করার কিছুক্ষণ পর নৌকাটি পাল্টে যেতে শুরু করে। তখন কোনও রকমে প্রাণ নিয়ে সাঁতরে পাড়ে ওঠেন অধিকাংশ। ইত্যবসরে খবর পেয়ে পুলিশ ও এসডিআরএফ-এর দল ছুটে যায় দুর্ঘটনাস্থলে। এসডিআরএফ-এর জওয়ানরা তাঁদের নৌকা নিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত নৌকা থেকে উদ্ধার করেন বাকি যাত্রীদের। দুর্ঘটনায় ম্যাজিক ও টাটা সুমো নদীতে তলিয়ে গেছে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সিসিটিভি বসাতে বরাদ্দ ৩৮ লক্ষ

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (হি. স.) : যাদবপুরে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর জোরাল দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। এবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সিসিটিভি ক্যামেরা বসাতে অর্থ বরাদ্দ করল রাজ্য শিক্ষা দফতর।সূত্রের খবর, এই খাতে দফতর প্রায় ৩৮ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছে। অর্থ দপ্তর সবুজ সংকেত দিয়েছে এতে।

জানা গিয়েছে, মোট ৩৭ লক্ষ ৩৮ হাজার ৪৮৪ টাকা সরাসরি পৌঁছে যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। চলতি সপ্তাহেই এই সংক্রান্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে সিসিটিভি বসানোর লাগানোর কাজ কবে থেকে শুরু হবে, সেই বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন হস্টেলের বারান্দা থেকে পড়ে বাংলা বিভাগের প্রথম বর্ষের এক ছাত্রের মৃত্যু হয়। র‍্যাগিংয়ের কারণেই এই মৃত্যু বলে অভিযোগ করে পরিবার। সেই ঘটনার পরই সিসিটিভি বসানোর দাবি উঠে। ছাত্রদের একাংশ ক্যামেরা বসানোর পক্ষে, আবার অপর অংশ এর বিরোধী। এনিয়ে বিতর্কের আবহেই এবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সিসিটিভি ক্যামেরা বসাতে অর্থ বরাদ্দ করল রাজ্য শিক্ষা দফতর

গ্যাসের দাম কমানোয় খুশি ধর্মেন্দ্র প্রধান, প্রধানমন্ত্রীর প্রতি জানালেন কৃতজ্ঞতা

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট (হি.স.): এলপিজি সিলিন্ডারের দাম কমানোয় খুশি ব্যক্ত করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। বলেছেন, গতকাল দেশের মহিলাদের বড় উপহার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। বুধবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেছেন, 'গতকাল দেশের মহিলাদের জন্য একটি দুর্দান্ত উপহার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী মোদী যখন দায়িত্ব নেন, তখন ওডিশায় ২০-২২ শতাংশ এলপিজি কানেকশন ছিল। ওডিশায় ১ কোটি পরিবার রয়েছে, যার মধ্যে ২১ লক্ষ বাড়িতে এলপিজি কানেকশন রয়েছে। এখন এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৬ লক্ষে।'

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেছেন, 'এই ৯৬ লক্ষের মধ্যে ৫৩ লক্ষ উজ্জ্বলা যোজনার অধীনে কানেকশন।' কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন, 'সাধারণ এলপিজি গ্রাহকদের জন্য দর ২০০ টাকা কমানো হয়েছে, যেখানে উজ্জ্বলা সুবিধাভোগীরা ৪০০ টাকা সুবিধা পাবেন।'

মধ্যপ্রদেশের মোরেনায় চেরি কারখানার বয়লার থেকে গ্যাস লিকেজ, মৃত্যু ৫ জন শ্রমিকের

মোরেনা, ৩০ আগস্ট (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের মোরেনা জেলায় একটি চেরি কারখানার বয়লার থেকে বিষাক্ত গ্যাস লিকেজে প্রাণ হারিয়েছেন ৫ জন শ্রমিক। মোরেনার পুলিশ সুপার শৈলেন্দ্র চৌহান জানিয়েছেন, বুধবার মোরেনা জেলায় একটি চেরি কারখানার বয়লার থেকে বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয়, এই ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৫ জন শ্রমিক। সকলের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

মোরেনার এএসপি অরবিন্দ সিং ঠাকুর বলেছেন, 'মোরেনায় একটি খাবারের কারখানা আছে, যেখানে তাঁরা নিয়মিত ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করত... একজন শ্রমিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করতে নেমেছিলেন এবং সে তাতে পড়ে যায়। তাঁকে বাঁচাতে অন্যরা ট্যাঙ্কের নিচে নামলে তাঁরাও তাতে পড়ে যায়। সম্ভবত বিষাক্ত গ্যাস ছিল এবং এটি ময়নাতদন্তের পরেই নিশ্চিত হওয়া যাবে।''''

মেয়ের সঙ্গে কোনও বৈষম্য করা উচিত নয় : যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ৩০ আগস্ট (হি.স.): ডাবল ইঞ্জিন সরকার মনে করে কন্যা সন্তান একজন মেয়ে। মেয়ের সঙ্গে কোনও বৈষম্য করা উচিত নয়। বললেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বুধবার সকালে লখনউতে লোক ভবনে মুখ্যমন্ত্রী কন্যা সুমঙ্গলা যোজনার সংলাপ কর্মসূচিতে অংশ নেন। সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে রাখি বাঁধেন ছোট্ট শিশু ও তরুণীরা।

এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, 'ডাবল ইঞ্জিন সরকার মনে করে কন্যা সন্তান একজন মেয়ে।

মেয়ের সঙ্গে কোনও বৈষম্য করা উচিত নয়।' যোগীর কথায়, 'কন্যার নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাওয়া উচিত... আমি প্রায়শই দেখি যে বোর্ড পরীক্ষা হোক অথবা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, কোনও বৈষম্য ছাড়াই ফলাফল বের হলে, মেয়েরা বেশি স্থান পায়।'

উত্তর প্রদেশে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত ২ শ্রমিক, আহত ১৬

আমেঠি, ৩০ আগস্ট (হি.স) : একটি ট্রাকের সঙ্গে গাড়ির সংঘর্ষে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১৬ জন আহত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে, উত্তর প্রদেশের লখনউ-বারাণসী হাইওয়ের উতেলওয়ার কাছে। কামরাউলি থানার এসএইচও অভিনেশ কুমার জানিয়েছেন, বারাণসীতে একটি রুটি কারখানার ১৮ জন শ্রমিককে নিয়ে গাড়িটি লখনউ যাচ্ছিল। বুধবার ভোর ৪টে নাগাদ লখনউ-বারাণসী হাইওয়েতে উতেলওয়ার কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থলেই ২ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে, আহত হয়েছেন রুটি কারাখানার প্রায় ১৬ জন শ্রমিক।

দীর্ঘ শুষ্ক আবহাওয়ার পর স্বস্তি, কেরলে আবারও বৃষ্টির প্রত্যাবর্তন

তিরুবনন্তপুরম, ৩০ আগস্ট (হি.স) : বেশ অনেকগুলো দিন শুষ্ক থাকার পর কেরলে আবার বৃষ্টির প্রত্যাবর্তন। মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট (আইএমডি) সূত্রে এই তথ্যই জানা গিয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, কেরলের বিভিন্ন জেলার একটি বা দুটি জায়গায় মাঝারি থেকে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। কেরলে রাজ্যের তিরুবনন্তপুরম, কোল্লাম, আলাপুজা এবং এরনাকুলাম জেলার এক বা দুটি জায়গায় মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

এর পাশাপাশি, কেরলের কোট্টায়াম, পাথানামথিট্টা, ইদুক্কি এবং ত্রিশুর জেলার কিছু জায়গায় হালকা বৃষ্টিপাত হতে পারে বলেও জানা গিয়েছে। প্রায় ১ মাসেরও বেশি সময় পর আবার কেরলে বৃষ্টি ফিরে এসেছে। কেরলে এবছর বৃষ্টিপাতে ঘাটতি রয়েছে। কেরলে চলতি বছরের পয়লা জুন থেকে ২৯ আগস্ট পর্যন্ত মৌসুমি বৃষ্টিপাতের ঘাটতি ছিল ৪৮ শতাংশ। বৃষ্টিপাতের খাটতি হওয়ায় কৃষিতে তার বড় রকমের প্রভাব পড়েছিল। এরফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনও কম হয়েছে। অনেক জলবিদ্যুৎ বাঁধ জল সংরক্ষণ করতে বাধ্য হয়েছিল এবছর। কম বৃষ্টিপাতের দরুণ কেরালায় অনেক পরিবারের কূপও শুকিয়ে গিয়েছিল।

অসমের ৯৫ জন পুলিশ ইনস্পেক্টর এপিএস জুনিয়র গ্রেডে উন্নীত

গুয়াহাটি, ৩০ আগস্ট (হি.স.) : অসমের ৯৫ জন পুলিশ ইনস্পেক্টরকে এপিএস জুনিয়র গ্রেডে উন্নীত করেছে রাজ্য সরকার। পদোন্নতিপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসাররা ৩০ হাজার থেকে ১,১০,০০০ টাকা পর্যন্ত মাসিক বেতনের সাথে ১৩,৩০০ টাকার অতিরিক্ত গ্রেড পে সহ পাবেন। এছাড়া প্রতিষ্ঠিত প্রবিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা তাঁদের সামগ্রিক কমপেনস্যাশন প্যাকেজকে সমৃদ্ধ করে বিভিন্ন ভাতা পাওয়ার অধিকারী হবেন। মঙ্গলবার রাতে অসম সরকারের গৃহ বিভাগ এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে ৯৫ জন পুলিশ পরিদর্শক (ইউবি এবং এবি)-কে এপিএস (আসাম পুলিশ সার্ভিস) পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে বলে ঘোষণা করেছে।

দুর্গাপুরে ম্যাচ খেলতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে সাদার্ন সমিতির কোচ ও কর্মকর্তারা

গুড়াপ, ৩০ আগস্ট (হি. স.) : দুর্গাপুরে ম্যাচ খেলতে যাওয়ার পথে পথ দুর্ঘটনার কবলে সাদার্ন সমিতির কোচ ও কর্মকর্তারা। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমানের গুড়াপের কাছে। যদিও এই ঘটনায় প্রাণে বাঁচলেন সাদার্নের কোচ ও দুই কর্তা।জানা গিয়েছে, বুধবার কলকাতা লিগে দুর্গাপুরে পাঠচক্রের সঙ্গে ম্যাচ ছিল সাদার্ন সমিতির। সাদার্নের দল আগেই পৌছে গিয়েছিল দুর্গাপুরে। কিন্তু দলেরে সঙ্গে না গিয়ে অন্য একটি গাড়িতে দুর্গাপুরে যাচ্ছিলেন কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্য্য, সাদার্নের দুই কর্তা সৌরভ পাল ও প্রণব মুখোপাধ্যায়। বর্ধমানের গুড়াপের কাছে দুর্ঘটনার কবলে পরে গাড়িটি। গাড়িটির সামনের একটি চাকা ফেটে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি ধাক্কা মারে ডিভাইডারে। দুর্ঘটনায় সাদার্ন কোচ-কর্তাদের গাড়ির সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায় বলে খবর। ভেঙে যায় গাড়ির সামনে কাচ। এই ঘটনায় গুরুতর জখম হন সাদার্নের এক কর্তা প্রণব মুখোপাধ্যায়। তার মাথায় বুকে ও হাতে চোট লেগেছে। অল্পবিস্তর আঘাত পান কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও অপর এক কর্তা সৌরভ পাল। ঘটনার পর তড়িঘড়ি প্রত্যেককে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই হাসপাতালে যান আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত। তিনিই জানান যে, প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মাথার চোট গুরুতর কিনা জানতে স্ক্যান করানো হয়। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কাজনক কিছু চোখে পড়েনি। তাঁর অবস্থা যথেষ্টই স্থিতিশীল।

হাইলাকান্দিতে নতুন রেশন কার্ড : ৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ফর্ম জমার নির্দেশ

হাইলাকান্দি (অসম), ৩০ আগস্ট (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলায় ৪ (চার) লক্ষ টাকা বার্ষিক আয় সম্পন্ন ব্যক্তি, যাঁদের রেশন কার্ড নেই, তাঁদেরকে নতুন করে রেশন কার্ড দেওয়া হবে।খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলাশাসক এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, আগামী ৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নতুন রেশন কার্ডের জন্য নির্ধারিত ফর্মে আবেদন সংশ্লিষ্ট জিপি অফিস, সমবায় সমিতি অথবা উন্নয়ন খণ্ডে জমা করা যাবে। এছাড়া শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে লালা পুরসভা দফতর অথবা হাইলাকান্দি পুরসভা দফতরে নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করা যাবে। হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলায় আধার কার্ড ইস্যু প্রক্রিয়া দ্রুত করতে লালাছড়ার বিবি মোদী হাইস্কুলে একটি আধার এনরোলমেন্ট কেন্দ্র খোলা হয়েছে।এই আধার এনরোলমেন্ট কেন্দ্রের ভেরিফাইয়ার হিসেবে কাজ করবেন অনুপ কুমার দাস। তাঁর সঙ্গে আধার অপারেটর হিসেবে কাজ করবেন নজমুল হোসেন লস্কর। জানানো হয়েছে সরকারি বিবৃতিতে।

এরালিগুল ফায়ারিং রেঞ্জে গুলি চালনার মহড়া, সর্তকতা জারি

করিমগঞ্জ (অসম), ৩০ আগস্ট (হি.স.) : করিমগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেসি শাখার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এক আদেশে জানিয়েছেন, এরালিগুলে অবস্থিত ১৫ নম্বর এপি (আইআর) ব্যাটালিয়ন ফায়ারিং রেঞ্জে আগামী ১ সেপ্টেম্বর ভোর সাড়ে ৫-টা থেকে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১১৮ নম্বর ব্যাচ জুনিয়র এনসিও ক্যাডার কোর্স পার্সোনালদের গুলি চালনার মহড়া অনুষ্ঠিত হবে।ওই গুলি চালনার মহড়ার সময় যাতে কোনও ধরনের অবাঞ্ছিত দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্য ওই ফায়ারিং রেঞ্জ সংলগ্ন এলাকার জনগণকে সতর্কতা অবলম্বন করে চলাফেরা করতে করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসন থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

হাইলাকান্দিতে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং পকসো আইন সচেতনতা সভা

হাইলাকান্দি (অসম), ৩০ আগস্ট (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বুধবার লক্ষ্মীরবন্দ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধী আইন পকসো সম্পর্কে জনসচেতনতার জন্য এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে এডিসি কিমচিন লঙ্গাম জেলায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জনসাধারণকে এগিয়ে আসার আবেদন জানান। বলেন, জেলার কোনও স্থানে বাল্যবিবাহ সংগঠিত হওয়ার কোনও খবর পেলে সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী জিপি সেক্রেটারি অথবা জেলা প্রশাসনের কাছে জানাতে হবে। সুরক্ষিত শৈশব সোনালী অসম কর্মসূচির অধীনে অনুষ্ঠিত আজকের জনসভায় শিশুদের ওপর সংগঠিত যৌন অপরাধ বিরোধী আইন ২০১২ সালের পকসো সম্পর্কে সচেতনতার বিভিন্ন টিপস সম্পর্কে অবগত করা হয়।

আজকের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে হাইলাকান্দি ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির সচিব বিদ্যাব্রত আচার্য্য, জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান নীলাদ্রি শংকর দাস, স্টেট চাইল্ড প্রটেকশন সোসাইটির প্রোগ্রাম ম্যানেজার ড. ডিএস লেকরা সহ অন্য দুই কর্মকর্তা মধুমিতা কাশ্যপ, নাসিফা আলি, শ্রম আধিকারিক ইদুল আলি এবং প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ আব্দুর রহমান প্রমুখ ভাষণ দেন। উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক জালাল উদ্দিন।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সংক্রান্ত অপরাধের ঘটনা ঘটলে তৎক্ষনাৎ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে দোষীদের আইন অনুযায়ী দ্রত শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। রাজ্যের মহিলারা যাতে রাস্তায় নির্ভয়ে চলাফেরা করতে পারে সে লক্ষ্যে শহরের বিভিন্ন স্থানে সিসিটিভি ক্যামেরাও লাগানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাখিবন্ধন উৎসব উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী এলপিজি সিলিণ্ডারের মূল্য ২০০ টাকা কমিয়ে দিয়েছেন। ফলে উজ্জলা যোজনার গ্রাহকরাও লাভবান হবেন। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার উজ্জলা যোজনা প্রকল্পে নতুন করে আরও ৭৫ লক্ষ গ্যাস সংযোগ বিনামূল্যে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এজন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানান।

মিললো ঘাস

● প্রথম পাতার পর

যায় ডিএসপি উৎপলেন্দু দেবনাথ ,কৈলাশহর থানার ইন্সপেক্টর মিকেলা ডারলং এর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী। পাশাপাশি ওই যুবক বলে ওই এলাকায় এক ব্যক্তির বাড়িতে নাকি ব্রাউন সুগার বিক্রি করা হয়। পাশাপাশি সে ওইখানে যাবার জন্য সেখানে এসেছিল। ভুলবশত সে এই বাড়িতে ঢুকে পড়ে। পরবর্তীকালে কৈলাসহর থানার পুলিশ এবং এলাকাবাসীরা মিলে তার কথামতো ওই বাড়িতে গিয়ে তল্লাশি চালায়। যদিও কিছু পাওয়া যায়নি। পরবর্তীকালে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় কৈলাশহর বিজেপি মন্ডলের নেতৃত্বরা। উক্ত বিষয় নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে কৈলাসহর থানার পুলিশ।বর্তমানে তরুণী বিশ্বাস কৈলাসহর থানার হেফাজতে রয়েছে। তবে এই নেশা যেভাবে সভ্য সমাজকে গ্রাস করছে তাতে আগামীদিনে যে এই সমাজ ভয়াবহ জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

কর্মীদের

● প্রথম পাতার পর

বুধবার প্রথমে কল্যাণপুর থানা চত্বরে সকল আরক্ষা কর্মী রা রাখী বন্ধনে মেতে উঠেন। কল্যাণপুর হাসপাতাল এর সমস্ত ডাক্তার দের এবং রোগী ও তাদের আত্মীয় পরিজন দের রাখি পরিয়ে অমোঘ বন্ধনে আবদ্ধ করেন পুলিশ প্রশাসন। এতে ওসি তাপস মালাকার ছাড়াও ছিলেন সাব ইন্সপেক্টর মুক্তা ঘোষ, প্রেমজিৎ রায়,অঞ্জন দেববর্মা প্রমুখ। কল্যাণপুর থানার ওসি তাপস মালাকার জানান তাদের সব সময়ই নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু জনগণকে পাশে না পেলে এবং তাদের সহযোগিতা না পেলে সাফল্য অধরা থেকে যায়। তাপস মালাকার বলেন পুলিশের সঙ্গে সাধারণ মানুষের বন্ধন অটুট রাখতেই এই প্রয়াস। অনেকেই অহেতুক পুলিশ কে ভয় পায়। মানুষ কে বুঝতে হবে পুলিশ তাদের বন্ধু। পুলিশ কে অহেতুক ভয় পাবার কিচ্ছু নেই। মানুষের সেবার জন্যই যে পুলিশ তা বুঝাতেই বুধবারে কল্যাণপুর থানার এই অভিনব প্রয়াস।

মানিক সরকার

● প্রথম পাতার পর

সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করলে পূরণ করতে পারবে না। এই দাবিগুলি নিয়ে রাজ্য সরকার মুখ ঘুরিয়ে থাকতে পারে না বলে অভিমত ব্যক্ত করেন মানিক সরকার। তাই সবটাই নির্ভর করছে রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির উপর। পথসভায় ছিলেন সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন কৃষকদের জন্য বর্তমান সরকারের আমলে তেমন একটা ব্যবস্থা নেই। যার কারণে কৃষকদের অবস্থা সংকটাপন্ন। বিভিন্ন দপ্তরে ছিটে ফোটা যে সমস্ত বরাদ্দ রয়েছে সেখানেও মন্ডল এবং মোর্চার নেতারা লুটেপুটে খাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। রেগা , টুয়েপ কৃষকদের কাজ সর্বত্রই চলছে মন্ডল এবং মোর্চার লুটপাট। এই বিষয়টুকু তদারকি করার মত কিংবা খবর নেওয়ার মতো লোক নেই বলে অভিযোগ করেন তিনি। এদিন সভায় বক্তব্য রাখেন সি আই টি ইউ এর রাজ্য সভাপতি মানিক দে, সম্পাদক শংকর প্রসাদ দত্ত। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী তপন চক্রবর্তী সহ অন্যান্য প্রাক্তন বামপন্থী বিধায়কেরা।

আদালতের

● প্রথম পাতার পর

বলে তার মা নাকি তাকে বলে গেছে ছাগল পার্শবর্তী এলাকায় বাধা রয়েছে সেখান থেকে ছাগলটি নিয়ে আসার জন্য। সে অনুযায়ী প্রতিবেশীর কথায় বিশ্বাস করে ওই নাবালিকা ছাগল আনতে গেলে ওই প্রতিবেশী যুবক নাবালিকাকে জোর করে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। এব্যাপারে ধর্মনগর মহিলা থানায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়। মহিলা থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার এই মামলার তদন্ত শেষ করে গত ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আদালতে চার্জশিট পেশ করেন। আদালত ২২ জনের সাক্ষ্য বাক্য গ্রহণ করে মামলার চূড়ান্ত রায় দেয়। পকসো আইনে অভিযুক্ত রোশন আলীকে সশ্রম যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ এবং ১০ হাজার টাকা আর্থিক জরিমানার নির্দেশ দেওয়া হয়। অনাদায়ে অতিরিক্ত আরো ছয় মাস কারাবাসের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এই মামলার তদন্তকারী পুলিশ অফিসার ছিলেন ধর্মনগর মহিলা থানার সাব-ইন্সপেক্টর সঞ্চিতা নাথ।

কর্নেল ধনিরাম শান্ডিল হামিরপুরে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজ পরিদর্শন করবেন

হামিরপুর, ৩০ আগস্ট (হি.স) : কর্নেল ধনিরাম শান্ডিল উত্তরপ্রদেশের হামিরপুরে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজকর্ম দেখাশোনা করবেন।সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশ জেলাজুড়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে মানুষের জনজীবন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্বাস্থ্য, সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী, কর্নেল ডাঃ ধনীরাম শান্ডিল আগামী বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার হামিরপুর জেলায় দুদিনের সফরে আসছেন। সফরে এসে তিনি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের ত্রাণ সমাগ্রী বিলি ও পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবেন।কর্নেল ড. ধনিরাম শান্ডিল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হামিরপুরে পৌঁছোবেন এবং জেলা সদরের কাছে বারোহা গ্রামে দুর্যোগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করবেন। শুক্রবার সকালে তিনি ভরঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের ছাপ্রোহ গ্রাম, বাদসার বিধানসভা কেন্দ্রের জব্বল খাইরিয়ান গ্রাম এবং নাদৌন বিধানসভা কেন্দ্রের মানসাই গ্রাম পরিদর্শন করবেন ও তাদের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেবেন।

মুখ্যমন্ত্রীর হাতে উদ্বোধিত মালিগাঁওয়ে নবনির্মিত অসমের দীর্ঘতম 'নীলাচল ফ্লাইওভার'

গুয়াহাটি, ৩০ আগস্ট (হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার হাতে উদ্বোধন হয়েছে গুয়াহাটির মালিগাঁওয়ে বহু প্রতীক্ষিত অসমের দীর্ঘতম উড়ালসেতু। উড়ালসেতুর উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী তার নাম দিয়েছেন "নীলাচল ফ্লাইওভার"। গুয়াহাটির মালিগাঁওয়ে নবনির্মিত "নীলাচল ফ্লাইওভার"টি প্রকৃতি সংরক্ষণের বার্তা দিয়ে তৈরি হয়েছে। পূর্ত (পথ) বিভাগ কর্তৃক নির্মিত ২.৬ কিমি দীর্ঘ চারলেনের এই উড়ালসেতু এটি রোডের মালিগাঁও চারিয়ালি থেকে কামাখ্যা গেট পর্যন্ত গিয়েছে। আজ রাখি পূর্ণিমার দিন বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্বা শর্মা ফিতা কেটে নবনির্মিত "নীলাচল ফ্লাইওভার"-এর উদঘাটন করেছেন। উড়ালসেতু উদ্বোধনের সময় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রী অশোক সিংঘল, গুয়াহাটির মেয়র মৃগেণ শরণিয়া, গুয়াহাটির সাংসদ কুইন ওজা, দুই বিধায়ক অতুল বরা, রমেন্দ্রনারায়ণ কলিতা, গুয়াহাটির পুলিশ কমিশনার দিগন্ত বরা, পূর্ত ও রাজ্য প্রশাসনের পদস্থ ও উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং বিজেপির স্থানীয় নেতারা।

শেষের কয়েকদিন পূর্ত (লোকনির্মাণ) বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার-কর্মীরা দিবারাত্র কাজ করছেন। এই ফ্লাইওভারে রয়েছে প্রায় ৫০টি পিলার। ওইসব পিলারে বিভিন্ন চিত্রের মাধ্যমে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের বার্তা দেওয়া হয়েছে। ফাইন আর্টের ছাত্র জিতু গগৈ ও তাঁর দল ওই চিত্র এঁকেছেন।গৌতম কনস্ট্রাকশন ও অনুপম কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড, এই দুই কোম্পানি ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজ করেছে। দুটি নির্মাণ সংস্থার চারটি গ্রুপে চিত্রশিল্পীরা কাজ করছেন। চিত্রশিল্পীরা ফ্লাইওভারের প্রতিটি পিলারে অসমের বন্যপ্রাণী, অসমের কৃষ্টি-সংস্কৃতি, সাজ-পোশাকের রূপ দান করেছেন।এই ফ্লাইওভার নির্মাণের ফলে ওই পথে যাতায়াতে খুবই সুবিধা হবে। কমবে যানজট। নির্মাণ কার্য্য শুরু হওয়ার পর প্রতিদিনই ভীষণ ট্রাফিক জ্যামের ফলে নিত্যযাত্রীদের বেজায় দুর্ভোগে পোহাতে হয়েছে। শুধু ট্রাফিক জ্যামই নয়, নির্মাণকার্য্যের সময় বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনাও সংঘটিতও হয়েছে।উল্লেখ্য, ২০২১ সালের মার্চে ফ্লাইওভারটির নির্মাণকার্য্য শুরু হয়েছিল। সে সময় ফ্লাইওভারটির শিলান্যাস করেছিলেন তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। মালিগাঁও থেকে কামাখ্যা গেট পর্যন্ত নির্মিত ২.৬ কিমি লম্বা এই ফ্লাইওভারটি চারলেন যুক্ত। প্রায় ৪২০.৭৫ কোটি টাকা খরচ করে এই ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হয়েছে। এর একটি উইং পাণ্ডু পর্যন্ত বিস্তৃত। ফ্লাইওভারটি শেষ হতে সময় লেগেছে দু বছর চার মাস।

পানাগড়ে ক্যানেল পাড়ের বেহাল রাস্তা, দুর্ভোগে গ্রামবাসীরা

দুর্গাপুর, ৩০ আগস্ট ((হি. স.) : সংস্কারের কাজ চলছে সেচ ক্যানেলের। তাতে যাতায়াত করছে ডাম্পার, জেসিবিসহ নানান ভারি যানবাহন। তার জেরে ভেঙে পড়ছে ক্যানেল পাড়ের রাস্তা। গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে আরও বেহাল হয়ে পড়েছে ভাঙাচোরা ওই রাস্তা। বেহাল রাস্তায় বিপাকে পড়েছে সাধারন মানুষ থেকে স্কুল পড়ুয়া। আবার কোথাও ঝুঁকি নিয়ে করছে বাস চলাচল। এমনই নজিরবিহীন ছবি ধরা পড়ল পানাগড়, গলসী-১ নং ব্লকের পোতনা-পুরষা এলাকায়।

২০১২ সালে বিশ্বব্যাঙ্ক বিভিন্ন জলাধার নদী, ব্যারেজ সংস্কার, আধুনিকিকরন, পুনরগঠনের অর্থ সাহায্যের প্রস্তাব দেয়। প্রকল্পের নাম ড্যাম রিহ্যাবিটেশন এন্ড ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (ড্রিপ)। তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার ওই প্রজেক্টে অংশগ্রহন করেনি। পরে ২০১৮ সালে ড্রিপ-২ তাতেও অংশগ্রহন করেনি। পরে ওই বছরে আলাদা করে বিশ্বব্যাঙ্কে নদী ও সেচ ক্যানেল সংস্কারের জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন করে। তখন বিশ্বব্যাঙ্কে ৩২০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করে।ওই অর্থে রাজ্যের দামোদর নিম্ন তীরবর্তি এলাকায় সেচ ক্যানেল সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। টেন্ডারে একটি বেসরকারী সংস্থা কাজের বরাত পায়। সেই মত দুর্গাপুর ব্যারেজের নিম্ন তীরবর্তি ক্যানেল সংস্কারের কাজ চলছে জোরকদমে। আর ওই কাজে ব্যাবহার হচ্ছে নানান পোক-লেন জেসিবি, ডাম্পারের মত ভারি মেশিন ও যানবাহন। ক্যানেলের সংস্কার হওয়া মাটি, পলি তুলে রাখা হচ্ছে পাড়ের ওপর। আর তার জেরে ভেঙে পড়ছে ক্যানেল পাড়ের রাস্তা। গত কয়েক মাস ধরে বেহাল পানাগড়ের রেলপার সংলগ্ন ডিভিসি ক্যানেলের ব্রিজ থেকে পলাশডাঙ্গা যাওয়ার রাস্তা। ওই রাস্তার ওপর নির্ভরশীল বেশ কয়েকটি গ্রাম রয়েছে রয়েছে কয়কটি বিদ্যালয়ও।বেহাল রাস্তার জেরে যান চলাচলে সমস্যা দেখা দিয়েছে। কর্দমাক্ত রাস্তায় যান চলাচল যেমনই বিপদজ্জনক, তেমনই সুষ্ঠভাবে চলাচল করাও ঝুঁকিপুর্ন। একটি বেসামাল হলেই যানবাহন যেমন উল্টে পড়বে। তেমনই পড়ে গিয়ে পা ভাঙার শঙ্কাও রয়েছে। একইরকম অবস্থা গলসী-১ নং ব্লকের ভাষাপুল থেকে সিমিসিমি যাওয়ার রাস্তা। ভাষাপুর-পোতনা প্রায় ৩ কিলোমিটার ওই রাস্তা বিপদজ্জনক হয়ে পড়েছে। ভাষাপুর ও সিংপুরের মাঝপথে সেচ ক্যানেলের ওপর সেতু রয়েছে। বছরখানেক ধরে সেতুটি জরাজীর্ন। দুর্ঘটনা ঠেকাতে ওই সেতুর বাইপাস রাস্তা করা হয় মোরামের। আর সেটাই বৃষ্টিতে বেহাল হয়ে পড়েছে। ওই রাস্তার ওপর নির্ভরশীল কমবেশী ২৫ টি গ্রাম। ৪ টি বাস যাতায়াত করে। এছাড়াও রয়েছে একাধিক স্কুল। গ্রামবাসীদের কাছাকাছি পুরষা হাসপাতালে আসার একমাত্র রাস্তা। গত কয়েকদিনরে বৃষ্টিতে রাস্তাটি আরও বিপদজ্জনক হয়ে পড়েছে। এক হাঁটু গর্ত ও কাদায় ভর্তি। যেকোন সময় যাত্রী বাস থেকে যানবাহন উল্টে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, মাস কয়েক আগে বিক্ষোভ দেখানোর পর মৌম দিয়ে মেরামত করা হয়েছিল। সেচ ক্যানেল সংস্কারে ভারি যানবাহন চলাচলে আরও বেহাল হয়ে পড়েছে রাস্তাটি। ৩ কিলোমিটার বেহাল রাস্তা এঁড়িয়ে চলতে ৯ কিলোমিটার ঘুরপথে আসতে হচ্ছে।' গ্রামবাসীদের দাবী, রাস্তাটি দ্রুত মেরামত না হলে বড়সড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। তাতে বহু প্রানহানি হতে পারে।' যদিও এবিষয়ে দুর্গাপুর সেচ দফতরের ইঞ্জিনিয়ার সঞ্জয় মজুমদার বলেন,' সেচ ক্যানেলের কাজ বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহায়তায় হচ্ছে। তার জন্য নোডাল বিভাগ রয়েছে। ক্যানেল পাড়ে রাস্তা তাতে মেরামত করার বিষয়ে জানা নেই।' যদিও এই বিষয়ে কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য্য বলেন,' সেচ দফতর মেরামত না করলে, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মেরামত করার চিন্তাভাবনা করা হবে।'

উত্তরবঙ্গজুড়ে সাড়ম্বরে পালিত হল রাখিবন্ধন উৎসব

জলপাইগুড়ি, ৩০ আগস্ট (হি. স.) : বুধবার উত্তরবঙ্গের জেলায় জেলায় সাড়ম্বরে পালিত হল রাখিবন্ধন উৎসব।এদিন মেটেলির নবোদয় শিশু নিকেতন স্কুলের তরফে রাখিবন্ধন উৎসব উদযাপন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবকরা। এদিন রাখি উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়ের তরফে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাও বের করা হয়। শোভাযাত্রার মাঝে পথ চলতি সাধারণ মানুষকে রাখি পরান বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পড়ুয়ারা।

মালদা জেলা প্রশাসন ও ইংরেজবাজার পুরসভার উদ্যোগে পালিত হল সংস্কৃতি দিবস। এদিন সকালে পড়ুয়াদের প্রভাত ফেরি দিয়ে রাখি বন্ধন উৎসবের সূচনা হয়। সারা শহর মিছিল করে পড়ুয়ারা পোস্ট অফিস মোড়ে জমায়েত করে রাখি বন্ধন উৎসবে শামিল হন। প্রাক্তন মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরিকে রাখি পরান মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, অতিরিক্ত জেলাশাসক জামিল ফাতেমা জেবা।পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ ও ক্রিড়া দপ্তরের উদ্যোগে সাম্প্রদায়িক সম্প্র

বীরেন্দ্র ক্লাবকে গোলের মালা পরিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে লাল বাহাদুর

লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার: ৬ বীরেন্দ্র ক্লাব: ০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। বীরেন্দ্রকে গোলের মালা পরালো লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার। ছয় গোলে দুর্দান্ত সাফল্য পেয়ে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে এগুচ্ছে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার একসময়ের দ্বিমুকুট বিজয়ী লাল বাহাদুর ব্যামাগারের দারুন স্ট্রাইকার উত্তম রাই হ্যাটট্রিকসহ চার গোল করে বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছে। খেলার প্রথমার্ধেই বিজয়ী দল ৪-০ গোলে এগিয়েছিল। প্রথম ম্যাচে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার টাউন ক্লাবকে ৩-০ গোলে হারানোর পর যে মনোবল নিয়ে লীগ সূচনা করেছিল তারই প্রেক্ষাপটে আজ দ্বিতীয় জয় পেয়ে আপাতত লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছে। পয়েন্ট সংখ্যায় ত্রিবেণী সংঘের সঙ্গে সমান হলেও গোল ব্যবধানে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার এগিয়ে। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবল আসরের অষ্টম ম্যাচে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার আজ, বুধবার ৬-০ গোলের ব্যবধানে বীরেন্দ্র ক্লাবকে পরাজিত করে পুরো ৩ পয়েন্ট অর্জন করে নিয়েছে। নির্ভরযোগ্য স্ট্রাইকার উত্তম রাই খেলার ১৪, ১৮ ও ৩৬ মিনিটের পর ৮০ মিনিটের মাথায় একাই চারটি গোল করেন। মাঝে খেলার ৩১ মিনিটের মাথায় শ্যাম কুমারের গোল এবং খেলার শেষ দিকে ৮২ মিনিটের মাথায় ভ্যান লাল কিমা আরও একটি গোল করলে চূড়ান্ত ব্যবধান ৬-০ হয়। খেলার দুই অর্ধে রেফারি দুই দলের দুইজনকে স্ট্রাইকার উত্তম রাই ও শান্তা জয় রিয়াংকে রেফারি হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি তাপস দেবনাথ, পল্লব চক্রবর্তী, অসীম বৈদ্য ও প্রতাপ দাস। দিনের খেলা: জুয়েলস এসোসিয়েশন ও রামকৃষ্ণ ক্লাব, বিকেল সাড়ে তিনটায়, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

অপরিচিত পুরুষ কঙ্কালের সনাক্তকরণ চাই

Ref :- Bodhjung Nagar PS UD Case No. 2023 BJN 019 Dt- 25/08/2023 U/S 174 Cr. PC and GD Entry No-22 Dt-25/08/2023

পাশের ছবিটি একজন মৃত পুরুষ মানুষের কঙ্কাল পরনে কালো রঙের লম্বা পেন্ট এবং ফোল হাতা গেঞ্জি, গত ২৫/০৮/২০২৩ইং তারিখ বোধজংনগর থানার পুলিশ অফিসার সাব-ইন্সপেক্টর পিন্টু বিশ্বাস এবং অন্যান্য স্টাফ লাল মাটিয়ার শ্রী কৃষন্দু লস্কর পিতা - শ্রী কিল্লাল চন্দ্র লস্কর পুকুর থেকে কঙ্কালটি উদ্ধার করেন। বর্তমানে কঙ্কালটি আগরলার জিবিপ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে সনাক্তকরণ করার জন্য। উপরে উল্লেখিত পুরুষ কঙ্কাল সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ফোন নম্বর ও ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

১। পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২। সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০,
৩। জিবি টিওপি - ০৩৮১-২৩৫-৫০৯৫

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা।

ICA-D-877/23

ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

২০২৩-২০২৪ ইং শিক্ষাবর্ষে B.V.Sc & A.H, ৫½ বর্ষীয় কোর্সে ত্রিপুরা বোর্ড অফ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশনের ২০২৩-২০২৪, পি. সি. বি গ্রুপের মেধার ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত ছাত্র ছাত্রীদের অফলাইন কাউন্সেলিং পর্বে নিম্নলিখিত কলেজগুলির জন্য আসন বন্টন করা হইবে।

Sl. No.	Name of the Institutions	Total No. of seats	Roster position				Remarks
			UR	ST	SC	OBC	
1	College of Vety. Sciences & A.H, CAU, Jaiukie, Nagaland.	04	2	01	0	01	
2	College of Vety. Sciences & A.H, CAU, Selesih, Mizoram.	11	4	2	2	3	
	Total:	**15**	**6**	**3**	**2**	**4**	

এক্ষেত্রে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী অনলাইনে TBJEE ওয়েবসাইটে B.V.Sc & A.H পাঠ্যসূচীকে পছন্দ হিসেবে নাম নথিভুক্ত (Choice option এ B.V.Sc & A.H course) করেছেন সেইসব ছাত্র ছাত্রীদেরকে নিম্নলিখিত Original documents সহ আগামী **২রা সেপ্টেম্বর ২০২৩** ইং তারিখ সকাল ১১ ঘটিকায় কাউন্সেলিং এর জন্য প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তার কার্যালয়ে (গোর্খাবস্তী) উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে :-

১) বয়সের প্রমানপত্র (Madhyamik Admit card বা Birth Certificate)।
২) ত্রিপুরা বোর্ড অফ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশন কর্তৃক প্রাপ্ত মেধার প্রমানপত্র।
৩) মার্কসীট (H.S.+2 Stage এর)। ৪) স্থায়ী নাগরীকত্বের প্রমানপত্র (PRTC)।
৫) ST / SC/OBC সংরক্ষণের প্রমানপত্র। ৬) ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ফটো।
৭) আধার কার্ড এবং ৮) রেশন কার্ডের কপি।

ভর্তির নূন্যতম যোগ্যতা : - পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা এবং ইংরেজীতে তপশিলী উপজাতি ও তপশিলী জাতি সংরক্ষিত আসনের ক্ষেত্র **৪৭.৫ %** নম্বর এবং অসংরক্ষিত আসনের ক্ষেত্রে **৫০.০০ %** নম্বর সহ উচ্চ মাধ্যমিক (H.S.+2 Stage এর) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

যদি কোন প্রার্থী ত্রিপুরা বোর্ড অফ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পেয়ে থাকেন তবে তাকে ঐ সিট Surrender এর প্রমানপত্রও জমা দিতে হইবে।

বি: দ্র: - মনোনীত ছাত্রছাত্রীদের আগামী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে অর্থাৎ **১১/০৯/২০২৩** ইং তারিখের মধ্যে সিট Surrender করতে হবে। নির্বাচিত ছাত্রছাত্রীদের আগামী **০৬/০৯/২০২৩** ইং তারিখের মধ্যে কলেজ অফ ভেটেরিনারী সাইন্স এ্যান্ড এ এইচ, জালুকী, নাগাল্যান্ডে এবং সেলেসিহ, মিজোরামে ভর্তি হতে হবে। ভর্তির জন্য সম্ভাব্য ৮,৭৬০.০০ টাকা লাগবে।

অধিকর্তা
প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর।

ICA/D-881/23

Corrigendum-1

PNIeT No:- 07/EE/Rig/2023-24 circulated vide Memo No. F.EE/Rig/W/7(7)/P-X11/1101-1147 Dated 03/08/2023.
DNIe-T NO:- 02/CE/PWD(DWS)/2023-24.
Corrigendum is issued against the above tender which may be seen on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in.

For and on behalf of Governor of Tripura

ICA/C-2059/23

Executive Engineer
DWS Rig Division Agartala,
West Tripura-799006

PNIT NO: e-PT-II/EE/RD/GNT/2023-24 DATED -28/08/2023

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, R.D Gonda Twisa Division, Gonda Twisa, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3.00 P.M. on 18/09/2023 for 01(One) no. works named under R.D. Gonda Twisa Division. For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-9774141320 (during office hours only). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-2057/23

[Er.D. Debbarma]
Executive Engineer
R.D. Gonda Twisa Division

PNIeT No:- 20/EE/PWD(DWS)/AMB/2023-24
Single bid Item rate e-tender is invited for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIeT No.24/EE/PWD(DWS)/AMB/2023-24	Rs. 797021.00	Rs. 15940.00	365 (three hundred Sixty five) days	Appropriate Class
2	DNIeT No.25/EE/PWD(DWS)/AMB/2023-24	Rs. 797021.00	Rs. 15940.00	365 (three hundred Sixty five) days	
3	DNIeT No.41/EE/PWD(DWS)/AMB/2023-24	Rs. 797021.00	Rs. 15940.00	90 (ninety) days	

- **Last Date and Time for Document Downloading and Bidding** : 12-09-2023 **up to 15.00 Hrs**
- **Date and Time for Opening of BID :** 13-09-2023 at 16.00 Hrs.
- Website for Document Downloading and Bidding at Application : **https://tripuratenders.gov.in**
- Tender Fee : ` **1000.00 each, (non refundable).**
- Depositing of Tender Fee & EMD to be done by online payment mode as specified in DNIeT through **https://tripuratenders.gov.in** for any query M-9436355955 / 03826-267230

All details are available in the **https://tripuratenders.gov.in / www.eprocure.gov.in/epublishing**

(Er. H. Chakma)
Executive Engineer
DWS Division, Ambassa,
Dhalai District, Tripura

ICA/C-2052/23

PNIeT No: 48/EE/CCD/PWD/2023-24, Dated. 25/08/2023

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e- tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following work, Annual maintenance of Hydra pneumatic pump system for High Court, Assembly and Secretariat complex under Capital Complex Division during the year 2023-24. For Details visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
DNIeT No: 37/DNIT/EE/CCD/PWD/2023-24
Estimated Cost: %9,48,868.00 Earnest Money: 718,977.00 and Time for completion: 365 days
Last date & time for online Bidding: 08/09/2023 upto 3:00 PM

ICA/C-2049/23

(B. Das)
Executive Engineer
Capital Complex Division,
PWD(Buildings)
Kunjaban, Agartala, Tripura.

অনূর্ধ ১৬ বাছাইকৃত ৫৪ জনকে নিয়ে ট্রায়াল ক্যাম্প শুরু ২রা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। সিনিয়র ক্রিকেটারদের পাশাপাশি জুনিয়রদেরও ট্রায়াল ক্যাম্প চলছে। এদিকে, অনূর্ধ ১৬ বালক ক্রিকেটারদের থেকে বাছাইকৃত ৫৪ জনকে নিয়ে ট্রায়াল ক্যাম্প শুরু হচ্ছে ২ সেপ্টেম্বর থেকে।

ট্রায়াল ক্যাম্পে ডাক পাওয়া ক্রিকেটাররা হলো : ইমন পাল, অয়ন রায়, মিমন দাস, কিষান সরকার, অভ্রজিৎ দাস, নীল দেববর্মা, ঈশ্বরজিৎ নাগ, ছানোয়ার হোসেন, শুভম দেবনাথ, রনি রুদ্রপাল, সুব্রত চক্রবর্তী, জয় চক্রবর্তী, আফতাব চৌধুরী, আরিয়ান দেববর্মা, সাগর দেবনাথ, অর্কজিৎ সাহা, নবজিৎ কর, অতনু রায়, সোমরাজ দে, নিতীশ কুমার সাহানি, সোম্রাংশু পাল, শাহিন জামান চৌধুরী, অমিত সরকার, উজ্জ্বয়ন বর্মন, তোজিম দেওয়ান, রুবেল আহমেদ, সুপ্রতীম দেবনাথ, আকাশ সরকার, জয়দীপ দত্ত, অরিপ মিয়া, আয়ুষ দেবনাথ, সাগর দাস, নয়ন মিয়া, সুজিত হ্রষিদাস, রাহুল দেবনাথ, অংশুমান নন্দী, মহিন চৌধুরী, নয়নমণি ভট্টাচার্য, অংকিত দাস, ময়ুখ চক্রবর্তী, পিনাক দেব, দীপ দেব, শঙ্খনীল সেনগুপ্ত, অর্ঘদীপ চৌধুরী, রিয়াদ হোসেন, অর্জুন চক্রবর্তী, সঞ্জয় শীল, সুরজিৎ দেববর্মা, যথার্থ সিংহ, অদিতি দে, গৌরব রাজ সাহা, দেবজ্যোতি পাল, হৃদয় নমঃ, রিয়াদ আহমেদ আরমান। সাপোর্ট পার্সোনেল হলেন: হেড কোচ- রাজর্ষি রায় চৌধুরী, কোচ - ড় পল্লব দাশগুপ্ত, কোচ সুবল চৌধুরী, বিশ্বজিৎ দে, ফিজিও সোহাগ চন্দ্র সাহা, ট্রেনার অজয় পাল, বাপী বিশ্বাস। বাছাইকৃত সকলকে ২ সেপ্টেম্বর বিকেল চারটায় এমবিবি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করতে টিসিএ-র সেক্রেটারি ইনচার্জ জয়ন্ত দে এক প্রেস বিবৃতিতে আহ্বান জানিয়েছেন।

ফিরে দেখা এশিয়ান গেমসে ভারতের সাফল্য, ১৯৬৬-এ থাইল্যান্ডের ব্যাংকক

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (হি.স.): ১৯৬৬ সালে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে ৯ থেকে ২০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল পঞ্চম এশিয়ান গেমস। ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা ৭টি স্বর্ণ সহ মোট ২১টি পদক জিতেছিলেন এবং ভারত পদকতালিকায় পঞ্চম স্থান অধিকার করেছিল।

পদকের তালিকা:
মল্লক্রীড়া(দৌড়):
সোনা: ৫ রুপো:১ ব্রোঞ্জ:৫ মোট:১১
বক্সিং:
সোনা:১ রুপো:১ ব্রোঞ্জ:০ মোট:২
হকি:
সোনা: ১ রুপো:০ ব্রোঞ্জ:০ মোট:১
টেনিস:
সোনা:০ রুপো:০ ব্রোঞ্জ:১ মোট:১
কুস্তি:
সোনা:০ রুপো:১ ব্রোঞ্জ:৫ মোট:৬
মোট: সোনা:৭ রুপো:৩ ব্রোঞ্জ:১১ মোট:২১

দেশে ফিরলেন বিশ্ব দাবার রানার্স প্রজ্ঞানন্দ, বিমানবন্দরে অভ্যর্থনায় আপ্লুত দেশের গর্ব

চেন্নাই, ৩০ আগস্ট (হি.স.): ফিডে বিশ্বকাপের রানার্স ভারতের প্রজ্ঞানন্দ বুধবার দেশে ফিরলেন। গত ২৩ আগস্ট আজারবাইজানে ফিডে দাবার ফাইনালে তিনি হেরে গেছেন বিশ্ব দাবার এক নম্বর কার্লসেনের কাছে। তার এই পরাজয় সত্ত্বেও, চেন্নাইয়ের মানুষ যে তাকে নিয়ে গর্বিত তা বোঝা গেল আজ যখন তিনি চেন্নাই এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছলেন। এয়ারপোর্টে রাজ্যের বহু মানুষের সঙ্গে তাকে অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া চেস ফেডারেশনের প্রতিনিধিবৃন্দ ও রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ।

বিমানবন্দরে এত মানুষকে দেখে প্রজ্ঞাও অভিভূত। প্রজ্ঞা বলছেন, বিমানবন্দরে এত মানুষকে দেখে আমি খুবই আনন্দিত। এটা ভারতীয় দাবার জন্য খুবই শুভ লক্ষণ।' ভাইয়ের সাফল্যে অভিভূত হয়ে প্রজ্ঞার বোন বৈশালী বলেছেন, 'ভাই নিজের স্যার বিশ্বনাথন আনন্দের পরামর্শ মতন এগিয়ে চলেছে। আগামীদিনে ভাই যে ওর স্যারের কাছাকাছি পৌঁছাবে এটা আমার বিশ্বাস।'

শান্তিরবাজারে প্রাইজমানি ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন পতিছড়ি ওপিএফসি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। শান্তিরবাজার মহকুমার সেরা পতিছড়ি ও পি এফ সি। একতরফা ফাইনালে পতিছড়ি ও পি এফ সি পরাজিত করলো কন্ট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশনকে। ডি বি সি স্মৃতি নকআউট প্রাইজমানি ফুটবল প্রতিযোগিতায়। শান্তিরবাজার স্কুল মাঠে হয় খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচটি। দেশবন্ধু ক্লাবের উদ্যোগে। শান্তিরবাজার যুব মোর্চার সহযোগিতায়। এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই প্রাধান্য নিয়ে খেলতে থাকেন পতিছড়ি ও পি এফ সি দলের ফুটবলাররা। বল দখলের লড়াইয়েও ছিলো এগিয়ে। মূলত বোবার জমাতিয়া-রা

ঢাকা-আগরতলা প্রেসক্লাবের মধ্যে ফ্রেন্ডলি ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলি ক্রিকেট ম্যাচ হতে যাচ্ছে ঢাকা জাতীয় প্রেসক্লাব ও আগরতলা প্রেস ক্লাবের মধ্যে। প্রস্তুতিপর্ব চূড়ান্ত। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে ঢাকা জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাংবাদিক ক্রিকেটারদের টিম ১লা সেপ্টেম্বর আগরতলায় পৌঁছুবে। এদিকে আগরতলা প্রেস ক্লাব ক্রিকেট টিমও যথারীতি অনুশীলনে ব্যস্ত। আজ, বুধবার দুপুরে প্রেস ক্লাবের কনফারেন্স হলে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রেস ক্লাবের ক্রিকেটারদের হাতে জার্সি তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি স্পোর্টস কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ ক্লাবের ক্রিকেট টীম ঘোষণা করেন। দলটি হল: অভিষেক দে (অধিনায়ক), অভিষেক দেববর্মা, অভিজিৎ ভট্টাচার্য, অনির্বাণ দেব, বিশ্বজিৎ দেবনাথ, জাকির হোসেন, কৃষানু দেববর্মা, মেঘধন দেব, মিল্টন ধর, প্রসেনজিৎ সাহা, সুমন ঘোষ (সহ-অধিনায়ক), সন্তোষ গোপ, শিসান চক্রবর্তী, শান্তনু বণিক, মেন্টর- মনিময় রায়, ম্যানেজার- সুপ্রভাত দেবনাথ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য, সচিব রমাকান্ত দে, যুগ্ম-সচিব কমল চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, খেলোয়ারদের জার্সি স্পনসরে স্বপ্ননীর রিয়েলেটর্স এবং ট্রফি স্পন্সররে অমিয় কুমার দাস এগিয়ে এসেছেন বলে ক্লাবের পক্ষ থেকে সম্পাদক সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। সংক্ষিপ্ত ভাষণে সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য এবং স্পোর্টস কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলি ক্রিকেট ম্যাচের সাফল্য কামনা করে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানান।

১ম ডিভিশন লীগ ফুটবল জমজমাট আজ রামকৃষ্ণের মুখোমুখি জুয়েলস

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।।জয়ের ধারা অব্যহত রাখতে আজ মাঠে নামছে রামকৃষ্ণ ক্লাব। প্রতিপক্ষ টানা ২ ম্যাচে পরাজিত জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবলে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আজ বিকেল সাড়ে ৩ টায় শুরু হবে ম্যাচটি। দুদলই বুধবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়। আজ ফেভারিট হিসাবেই মাঠে নামবে কৌশিক রায়ের রামকৃষ্ণ ক্লাব। তবে ঘুরে দাড়াতে মরিয়া আবু তাহেরের জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন। বুধবার সকালে অনুশীলন শেষে রামকৃষ্ণ কোচ কৌশিক রায় বলেন,'জয় ছাড়া আমরা কিছুই ভাবছি না। জুয়েলস পর পর দুই ম্যাচে হারলেও যথেষ্ট শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। তাই বিপক্ষ দলকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছি আমরা। এবং সেরা একাদশই মাঠে নামাবো আমরা। লক্ষ্য ম্যাচ থেকে পুরো পয়েন্ট তুলে লিগে এগিয়ে যাওয়া'। পর পর দুই ম্যাচে পরাজিত হয়ে মানসিকভাবে অনেকটাই ভেঙ্গে পড়েছেন জুয়েলসের ফুটবলাররা। কিন্তু একটি জয়ই দলীয় ফুটবলারদের মনোবল বাড়াতে পারবে বিশ্বাস করেন জুয়েলস কর্তারা। সেই লক্ষ্যে গোটা দলের ফুটবলারদের উৎসাহ দিয়ে চলছেন ক্লাব কর্তারা। কোচ আবু তাহের বলেন,'প্রাথমিক ব্যর্থতা ভুলে আজ ছেলেরা ঘুরে ধাড়াবেই। প্রতিটি ফুটবলারই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ'। ফুটবলপ্রেমীরা আশা করছেন, আজ ভালো খেলা দেখতে পারবেন।

দিল্লিতে জুনিয়র জুডোতে স্বর্ণ পদক জয় অশ্মিতার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। সোনার মেয়ের গলায় আবারও স্বর্ণ পদক। জাতীয় জুনিয়র জুডো প্রতিযোগিতায়। দিল্লির আই জি স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার থেকে শুরু হয় জাতীয় জুনিয়র জুডো প্রতিযোগিতা। তাতে প্রথম দিনই চমক দেন অশ্মিতা দে। ৪৮ কে জি বিভাগে দুর্দান্ত খেলে প্রত্যাশিতভাবেই জয় করে নেন স্বর্ণ পদক। আসরে স্বর্ণ পদক জয় করে রাজ্যের মেয়ে অশ্মিতা প্রমান করলেন এখন দেশের সেরা জুডোকারদের দৌড়ে রয়েছে সে। এছাড়া পুরুষদের ৫৫ কে জি বিভাগে ইমন দেববর্মা ব্রোঞ্জ পদক জয় করে। দুজনের সাফল্যে খুশি রাজ্যের জুডোকার-রা। আসর থেকে ত্রিপুরা আরও পদক পাবে আশা রাজ্য জুডো সংস্থার কর্তাদের। প্রসঙ্গত: ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে আসর।

ক্রিকেট ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা এই ক্রিকেটারটির আগামীকাল জন্মদিন

শান্তি রায় চৌধুরী

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (হি.স.): সালটা ১৯৬৬ সালের ১৩ ডিসেম্বর। মুম্বইয়ের ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলতে নামেন ক্লাইভ রবার্ট লয়েড। যার ক্রিকেট পরবর্তী কয়েক দশক ক্রিকেট বিশ্বকে মুগ্ধ করে রেখেছিল। কী অসাধারণ ক্রিকেটার। কেবল ব্যাটিংয়েই নয়, বোলিং, ফিল্ডিং, এমনকি অধিনায়ক হিসেবেও তিনি উজ্জল ছিলেন। আগামীকাল ৩১ আগস্ট (৩১/৮/১৯৪৪) গায়ানার জর্জ টাউনে তার জন্ম। ১৯৬৭ সালে ১৯ বছর বয়সে ল্যাঙ্কাশায়ার লীগে হ্যাসিংডনের হয়ে প্রথম পেশাদার লীগে পদার্পণ ঘটে লয়েডের।

১৯৭৪ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়ে প্রথম পা রাখেন ভারতের মাটিতে। এ যেন তার স্বপ্নের সিরিজ। অধিনায়কত্বে এসেই লয়েড ব্যাঙ্গালোরে সেঞ্চুরি করেন এবং সিরিজের শেষ টেস্টে করলেন তার টেস্ট জীবনের সর্বোচ্চ স্কোর ২৪২। এরপর পরবর্তী দশ বছর দায়িত্ব এবং দক্ষতার সঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন লয়েড। ১৯৭৫ এবং ১৯৭৯ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রুডেনশিয়াল কাপ জয়ের ঘটনায় লয়েডের অবদান ছিল অনেকখানি। তার নেতৃত্বেই ১৯৮৩ সালে তৃতীয়বারের মতো ফাইনাল খেলেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কিন্তু সেই ফাইনালে কপিল দেবের ভারতের কাছে হেরে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই হারে দুঃখ পেয়ে তিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজের নেতৃত্ব ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লয়েড নামক ক্রিকেটারের ওপর যে অগাধ আস্থা ছিল ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট বোর্ডের।ক্রিকেট বোর্ড কখনোই চাননি লয়েড অধিনায়কত্ব ছেড়ে চলে যান। কারণটা ছিল লয়েডের প্রচন্ড সীমাহীন গাম্ভীর্য দলের মধ্যে খারাপ কিছু ঘটার সুযোগ দেননি কখনও। শুধু ইন্ডিজেরই নয়, সেসময়ে ক্রিকেট ইতিহাসে সবচেয়ে বেশিবার অধিনায়কত্ব করার বিশ্বরেকর্ড, সাত হাজার রান, শতাধিক টেস্ট খেলার কৃতিত্ব এবং দু-দু'বার ওয়ার্ল কাপ জেতার গৌরব সেই সঙ্গে ১৯৮১ থেকে ১৯৮৪ একটানা ২৭টি টেস্টে অপরাজিত থাকার অবিশ্বাস্য কৃতিত্বের পেছনে লয়েডের ক্রিকেট মস্তিষ্ক এবং তার অসাধারণ ব্যাটিং প্রতিভার দ্যুতি সমভাবেই ছিল।

১৯৮৪'র ৩০ ডিসেম্বরে ক্লাইভ লয়েড তার জীবনের শেষ টেস্টটি খেলেন অস্ট্রেলিয়ার বিরদ্ধে। ক্রিকেট জীবনে ১১০টি টেস্ট খেলেছেন। ৪৬.৬৮ গড়ে রান করেছেন ৭,৫১৫, যার মধ্যে সেঞ্চুরির সংখ্যা ১৯টি। অপরাজিত ছিলেন ১৪ বার, সর্বোচ্চ রান ২৪২। আর ৮৭টি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেন ৩৯.৫৪ গড়ে রান করেন ১,৯৭৭। তার ব্যাটিং প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে প্রখ্যাত সাংবাদিক জন আরলট বলেছিলেন, একজন দুরন্ত ক্রিকেটার হিসেবে তার নাম ক্রিকেট ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে।

এশিয়া কাপ ২০২৩ : দেখে নেওয়া যাক বাংলাদেশ স্কোয়াড

কলকাতা ,৩০ আগস্ট (হি.স.): আগামীকাল থেকে এশিয়া কাপের তিনবারের রানার্স তাদের পরিক্রমা শুরু করছে শ্রীলংকার বিরুদ্ধে। ওয়ানডে ফরম্যাটে হতে যাওয়া এশিয়া কাপে কেমন করবে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ দল:
সাকিব আল হাসান (অধিনায়ক), লিটন কুমার দাস, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহিদ হৃদয়, মুশফিকুর রহিম, আফিফ হোসেন ধ্রুব, মেহেদী হাসান মিরাজ, তাসকিন আহমেদ, হাসান মাহমুদ, মোস্তাফিজুর রহমান, শরিফুল ইসলাম, নাসুম আমেদ, শেখ মাহেদি হাসান, নাইম শেখ, শামীম হোসেন পাটওয়ারি, তানজিদ হাসান তামিম, তানজিম হাসান সাকিব।

বাংলাদেশের অধিনায়কত্ব সাকিব আল হাসানকে দেওয়া হয়েছে। তবে এশিয়া কাপ শুরুর আগে বাংলাদেশের স্কোয়াডে হানা দিয়েছে ইনজুরির থাবা। হাঁটুর চোটে ছিটকে গিয়েছেন এবাদত হোসেন, তার জায়গায় এসেছেন তানজিম হাসান সাকিব। বাংলাদেশের চিন্তার জায়গা ওপেনিং জুটি। তামিম ইকবাল না থাকায় কে খেলবেন সেটাই বাংলাদেশের কাছে চিন্তার কারণ। সেই সাথে জ্বরের কারণে দলের সাথে শ্রীলঙ্কা যাননি লিটন।প্রথম দুটো ম্যাচে তিনি খেলবেন না। শঙ্কা জ্বরের পর তার পারফর্মেন্সটা কেমন থাকে সেটাই দেখার। এশিয়া কাপে তিনি অবশ্য ওপেনার হিসেবেই থাকবেন, নিশ্চিত করেছেন হাথুরুসিংহে। তার সাথে জুনিয়র তামিম, নাঈম না কি কোনও 'মেকশিফট ওপেনার' থাকবে সেটাই এখন দেখার বিষয়।

পবিত্র রাখি উৎসব উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীকে রাখি পরিয়ে দিচ্ছেন ছোট্ট কঁচিকাচারা।

বক্সনগরে উপজাতি ভোট পেতে মরিয়া বামেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৩০ আগস্ট।। আসন্ন উপ নির্বাচনের, দিনক্ষণ যত এগিয়ে আসছে, শাসক দলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিরোধী দল বামফ্রন্ট প্রচারে ঝর তোলার চেষ্টা করছে। শাসক গোষ্ঠী যেমন বক্সনগর এলাকায় প্রচারে রাতদিন একাকার করে জোরদার প্রচার অভিযান চালাচ্ছে, তেমনি বসে নেই সি পি আই এম দলের নেতা-নেত্রীরা। আজ সকাল১০ ঘটিকা সময় বক্সনগর বিধানসভার, ধনীরামপুর এলাকার দুয়ারে দুয়ারে তার দল বল নিয়ে ভোট ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। এই বক্সনগর কেন্দ্রে অকাল ভোট,হতে যাচ্ছে, একমাত্র কারণ গত ১৯ জুলাই বিধায়ক শামসুল হক সাহেবের পরলোক গমনের ফলে। বিধায়ক শামসুল হক জনদরদী প্রিয় নেতা তিনি মানুষের সুখে দুখে পাশে ছিলেন,তৃণমূল হইতে সর্বদা উপস্তর পর্যন্ত সুসম্পর্ক বজায় রেখে জনগণের উন্নতির জন্য চেষ্টা করে চেষ্টা করে গেছেন, কোনদিন শামসুল হকের স্মৃতি ইতিহাস ভুলবেনা। যিনি দুয়ারে ভোট চাইতে এসেছেন শামসুল হকের সুযোগ্য পুত্র মিজান হোসেন বামফ্রন্ট মনোনীত পদপ্রার্থী। কারণে নগর এলাকার জনগণের জন্য রেখে গেছেন করবেন এবং সুখে দুঃখে পাশে থেকে সমাজের উন্নয়ন করবেন বলে, উপজাতি মহিলা পুরুষ এবং যুবকদের কাছে বিন নম্রভাবে করো জোরে ভোট দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। বিগত দিনগুলিতে বাম দলকে সমর্থন করে, রাজ্য বিধানসভায় পাঠিয়েছেন এম এল ও বানিয়েছেন। সেই জয় এর দ্বারা অব্যাহত রাখার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ রাখছেন। আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর মিজান হোসেনকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন। বামফ্রন্ট নেতা ডি, ওয়াই, এফ, আই, সেক্রেটার কুমুদ দেববর্মা, বলেন আমরাযখন ভোটার দের বাড়িতে গিয়েছি তখন উনারা বিজিবি সম্পর্কে একরাশ খুব উগরে দিয়েছেন, উন্নয়ন স্তব্ধ কাজ কর্ম হচ্ছে না বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বন্ধ। বি জি পি যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়ে খমতা এসে ছিল বর্তমানে তার ধারে কাছেও নেই। রাজ্যটাকে পিটিয়ে দিয়েছে উপজাতিদের অনুন্নয়ন থেকে আরো পিছে, পিছিয়ে রয়েছে, তাই সরকারকে উন্নয়নের জন্যচাপ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে, রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক পাঠাতে হবে বামফন্ট মনোনীত মিজান হোসেনকে।তিনি উপজাতিদের কাছে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে আবেদন করেন আমরা সকল জাতি উপজাতি সবাই মিলে মিশে বিজিপি কে ক্ষমতা থেকে ধ্বংস করে,পুনরায় রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই, উন্নয়ন পুনরায় নিশ্চিত। বিজেপির মুখ রোচক কথাবার্তা বক্তব্যের মধ্যে আপনারা ডুব দিবেন না। সরাসরি না পারলেও গোপনে নীরবে নির্জনে সমর্থন মিজান হোসেনকে। বিনা যুদ্ধে ১ ইঞ্চি পূর্বের মাটি ছাড়বো না সিট আমাদের দখলে রাখবো। আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করুন, উক্ত কথা গুলি বলে, মিজান হোসেনের সমর্থনে, বিশেষ বিশেষভাবে ভোট অধিকার প্রয়োগ করার জন্য অনুরোধ করেন। আজকের এই প্রচার বের হয়ে সোনামুড়া বিভাগীয় কমিটির সদস্য প্রিয়তম রুদ্র পাল বলেন, আমরা ব্যাপক সাড়া পেয়েছি, জয়ের ব্যাপারে ১০০ু নিশ্চিত, আশাবাদী। তাছাড়া অন্যান্য এবং উপজাতি সংগঠনের মধু সুধন, দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন।

সেপটিক ট্যাঙ্কের পাটা খুলতে নেমে মৃত্যু এক শ্রমিকের

বর্ধমান, ৩০ আগস্ট (হি. স.) : পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানার অধীন বিশ্বাস পাড়ায় সেপটিক ট্যাংকের ভিতরে নেমে সেন্টারিংয়ের কাঠ খুলতে গিয়ে মৃত্যু হল এক নির্মাণ শ্রমিকের। গুরুতর অসুস্থ আরও এক শ্রমিক। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ মৃত শ্রমিক সোয়েদ আলীর দেহ উদ্ধার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। শারীরিক অস্থা খারাপ থাকায় অপর শ্রমিক নাজিম মল্লিককে জামালপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে অতনু ঘোষ নামে এক শিক্ষক জামালপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিশ্বাস পাড়ায় বসবাস করেন। নিজের বাড়ির এক জায়গায় তিনি কয়েকদিন আগে রাজমিস্ত্রি দিয়ে সেপটিক ট্যাঙ্ক তৈরি করান। স্থানীয় হিরন্য গ্রামের দুই শ্রমিক এদিন বেলায় ওই শিক্ষকের বাড়িতে যান সেপটিক ট্যাঙ্কের ঢালাইয়ের তক্তা খোলার জন্য। দুপুর নাগাদ সোয়েদ আলী সেপটিক ট্যাঙ্কের ভিতরে নেমে ঢালাইয়ের পাটা খোলার কাজ শুরু করেন। কিছু সময়ের মধ্যে সেপটিক ট্যাঙ্কের ভিতরে সোয়েদ নিস্তেজ হয়ে পড়েন।

জওয়ানদের রাখি পরিয়ে মঙ্গলকামনা এনএসএস সদস্যদের

শিলিগুড়ি, ৩০ আগস্ট (হি. স.) : জওয়ানদের রাখি পরিয়ে তাদের সুস্থতা ও মঙ্গলকামনা করলেন ডাবগ্রাম এনএসএস অ্যাকাডেমির সদস্যরা।এদিন পুলিশ, ট্রাফিক গার্ড, সিভিক ভলান্টিয়ার, সেনা জওয়ানদের সঙ্গে রাখিবন্ধন উৎসব পালন করেন সংস্থার সদস্যরা। কোর্ট মোড় থেকে সুকনা সেনা ছাউনি পর্যন্ত শহরজুড়ে থাকা প্রতিটি ট্রাফিক গার্ডে গিয়ে কর্তব্যরত পুলিশকর্মী, সিভিক ভলান্টিয়ারদের রাখি পরান সংস্থার সদস্যরা। বিশেষ অনুমতি নিয়ে সুকনা সেনা ছাউনিতে গিয়ে জওয়ানদের রাখি পরিয়ে মিস্টিমুখ করানো হয়। বিভিন্ন থানা ও পুলিশ কমিশনারেটের দপ্তরে গিয়ে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদেরও রাখি পরানো হয়।

জগদ্বন্ধু সুন্দরের সার্ধ শতবর্ষ স্মরণোৎসব ১৩ সেপ্টেম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। শ্রী শ্রী প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের সার্ধ শতবর্ষ শুভ আবির্ভাব স্মরণোৎসব এবং শ্রী শ্রী মহানাম অঙ্গনের ৪২ তম প্রতিষ্ঠা দিবস ও নবনির্মিত ভোক্তা বাসের দ্বার উদঘাটন উপলক্ষে তিন দিনব্যাপী বিশেষ আয়োজন এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘ এই আয়োজনের উদ্যোক্তা। বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে উদ্যোক্তাদের তরফে এই ঘোষণা দেওয়া হয়। শ্রী শ্রী প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের সার্ধ শতবর্ষ ও শুভ আবির্ভাব স্মরণোৎসব উদযাপন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর। আর ১৪ সেপ্টেম্বর রক্তদান শিবিরের পাশাপাশি হবে নবনির্মিত ভবনের দ্বার উদঘাটন।

অব্যাহত উচ্ছেদ

পাথারকান্দি (অসম), ৩০ আগস্ট (হি.স.) : কাছাড়ের সিসিএফ (সাউদার্ন) শিবকুমারের কড়া নির্দেশে ও করিমগঞ্জের ডিএফও চিরঞ্জিত জৈনের তৎপরতায় গত দুদিন ধরে পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকাধীন দোহালিয়া রেঞ্জের সলগই ফরেস্ট বিট এলাকার পিংছড়া, হৈলামছড়া, পেঁচারঘাট, কীর্তে, শনটিলা, লক্ষ্মীমালা প্রভৃতি সংরক্ষিত বনাঞ্চলে গোপনে গড়ে তোলা পান জুম খেত কেটে নষ্ট করার কাজে দলবল নিয়ে হাত দিলেন বিট অফিসার আব্দুল হাসিব লস্কর।

রামলীলা ময়দানে তৃণমূলের ধর্না কর্মসূচিতে অনুমতি দিল না দিল্লি পুলিশ

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট ((হি. স.) : ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ না করা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই কেন্দ্রের সঙ্গে তরজা চলছে রাজ্যের। এর প্রতিবাদে আগামী ২ অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তির দিন নয়া দিল্লির রামলীলা ময়দানে একটি প্রতিবাদ সভা করতে চেয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু, সেই সভার অনুমতি দিল না দিল্লি পুলিশ।বুধবার এই বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেস মুখপাত্র কুনাল ঘোষ বলেছেন, "বাংলার কণ্ঠ রোধ করা হচ্ছে। ন্যায্য পাওনার লড়াইয়ের কণ্ঠরোধ করা হল। বিজেপিই এই সভা করতে দিল না। এটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত।" এই প্রতিবাদ সভা করতে না দেওয়ার প্রতিবাদে কি অন্য কোনও কর্মসূচি করবে তৃণমূল কংগ্রেস? কুনাল ঘোষ জানিয়েছেন, কিছু দিনের মধ্যেই এই বিষয়ে কোনও ঘোষণা করা হবে।এদিন কুনাল ঘোষ বলেন, "আমরা ২ অক্টোবর রামলীলা ময়দানে মনরেগা প্রকল্পের টাকা আটকে রাখার প্রতিবাদে সভা করতে চেয়েছিলাম। আমাদের কর্মীরা সেখানে ধর্না দেবেন বলে ঠিক হয়েছিল। এর জন্য আমরা অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছিলাম। তবে, দিল্লি পুলিশ সেই অনুমতি দেয়নি। মোদীর ভারতে, বাংলার ন্যায্য পাওনার দাবিতে আমরা নীরব প্রতিবাদও জানাতে পারব না।"

বিমানবন্দরে পরিমাণে লাল চন্দন কাঠ উদ্ধার, গ্রেফতার ৪

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (হি. স.) : কলকাতা বিমানবন্দর থেকে উদ্ধার ২১৪ কেজি লাল চন্দন। ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতারও করেছে বিমানবন্দর থানার পুলিশ। সূত্রের খবর,কলকাতা থেকে দিল্লি হয়ে বিদেশে লাল চন্দন পাচারের ছক ছিল।

জানা যাচ্ছে, বুধবার সকাল ৯ টা নাগাদ ওই চার ব্যক্তি কলকাতা বিমানবন্দরে আসে। চারজনের সঙ্গে ছিল ১০টি বড় বড় ব্যাগ। সেই ব্যাগগুলি বিমানবন্দরে সিকিউরিটি চেকিং করার সময়েই এই বিপুল পরিমাণে লাল চন্দন কাঠ উদ্ধার হয়। প্রথমে সিকিউরিটি চেকিং-এর সময়ে দশটি ব্যাগ দেখে সন্দেহ হয় নিরাপত্তাকর্মীদের। এরপর ওই ব্যাগগুলি আলাদা করে চেকিং করা হয়। তখন দেখা যায়, ব্যাগগুলিতে ঠাসা রয়েছে লাল চন্দন কাঠ। এরপর সঙ্গে সঙ্গে ওই ব্যাগগুলির মালিক ইমরোজ হুসেন, আরিজ হুসেন, শাই ইরশাদ শেখ ও আবিদ হোসেনকে প্রথমে আটক করা হয়। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতেই সন্দেহ আরও বাড়ে। কী উদ্দেশে এই প্রচুর পরিমাণ লাল চন্দন কাঠ তারা নিয়ে যাচ্ছিল, সেই বিষয়ে কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি। ধৃতদের এরপর বিমানবন্দর থানায় নিয়ে গিয়ে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হয় এবং পরে গ্রেফতার করা হয়। প্রাথমিকভাবে পুলিশ সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, উদ্ধার হওয়া লাল চন্দনের আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ১০ লাখ টাকা। জানা যাচ্ছে, ওই চারজনের প্রথমে কলকাতা থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমানে দিল্লিতে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। তারপর দিল্লি থেকে রাতে এয়ার ইন্ডিয়ারই অন্য একটি বিমানে চেপে হংকং-এ যাওয়ার ছক কষেছিল ওই ব্যক্তিরা। আগামিকাল ধৃত চার ব্যক্তিকে ব্যারাকপুর আদালতে পেশ করা হবে।

নেশা সামগ্রী সহ আটক ১৮ জন নেশা কারবারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩০ আগস্ট।। ফের উদ্ধার নেশা সামগ্রী। সঙ্গে আটক ১৮ জন নেশা কারবারী। এবারের ঘটনা মন্দির নগরী উদয়পুরে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে নেশা সামগ্রী সহ মোট ১৮ জন নেশা কারবারিকে আটক করেছে। জানা যায় দীর্ঘদিন ধরেই উদয়পুরের বিভিন্ন জায়গায় নেশা কারবারিরা তাদের দৌরাত্ম চালিয়ে যাচ্ছে। নেশার টাকার যোগান নিশ্চিত করতে নেশাখোররা চুরি ছিনতাই সহ নানা অসামাজিক কাজকর্মেও জড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। পরিস্থিতি মোকাবেলা করা রীতিমত কষ্টকর হয়ে উঠেছে। অবশ্য পুলিশও চুপ করে বসে নেই। পুলিশের তৎপরতায় প্রতিদিনই সাফল্য আসছে। যদিও তা প্রত্যাশার তুলনায় খুবই নগণ্য। মন্দির নগরী উদয়পুরেও নেশাখোর ও নেশা কারবারিদের দৌরাত্ম্য সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। পুলিশ অভিযান চালিয়ে ১৮ জন নেশা কারবারিকে আটক করায় জনগণের সাময়িক স্বস্তি মিলেছে। পুলিশকে এসব ব্যাপারে আরো কঠোর মনোভাব গ্রহণ করার দাবি উঠেছে স্থানীয়দের তরফে। আটককৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মোদীকে ধন্যবাদ জানাল প্রদেশ মহিলা মোর্চা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। এখন পর্যন্ত ভারতবর্ষের ১১ কোটি নারীদেরকে শৌচালয় দেওয়া হয়েছে। মহিলাদের যতক্ষণ স্বশক্তিকরণ না হবে ততক্ষণ একটা সমাজ সুরক্ষিত হতে পারে না। বুধবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বললেন মহিলা মোর্চার প্রদেশ সভানেত্রী ঝর্ণা দেববর্মা। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদিকা অজন্তা ভট্টাচার্য সহ অন্যরা।প্রদেশ সভানেত্রী বলেন, নারী শক্তিকে কিভাবে স্ব-শক্তিকরণ করা যায় সে লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছেন। দেশে কন্যা সন্তানদের সুরক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনার মাধ্যমে। দেশের মহিলাদের জন্য কিকি কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে সেগুলি তুলে ধরেন সভানেত্রী। তিনি বলেন, মোদীর নেতৃত্বে নারী শক্তির গরিমা ও নারী শক্তির সম্মান বৃদ্ধি হয়েছে। পাশাপাশি রাখী বন্ধন উৎসব পালনের জন্য সংগঠনের নেওয়া কর্মসূচি তুলে ধরেন মহিলা মোর্চার সভানেত্রী।

জেলাভিত্তিক বিজ্ঞান সেমিনারে পুরস্কৃত তিনটি বিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩০ আগস্ট।। শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহ আরো অনেক গুণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ভারত সরকার বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার প্রয়াস হিসেবে বিজ্ঞান সেমিনারের আয়োজন করেছেন।গোমতী জেলায় মহকুমা স্তরে বিজ্ঞান সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল গত ২৫শে আগস্ট। আজ গোমতী জেলা ভিত্তিক বিজ্ঞান সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় উদয়পুর ভগ্নি নিবেদিতা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের (গার্লস স্কুল) কনফারেন্সহলে। আয়োজক গোমতী জেলা বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর। গোমতী জেলা বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অন্তর্গত সমস্ত এস বি, হাই ও হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলের অষ্টম থেকে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় ভিত্তিক বিজ্ঞান সেমিনার-২০২৩।এই সেমিনারের এবারের বিষয়- 'বাজরা একটি সুপার ফুড অথবা ডায়েট ফ্যাড'। গোমতী জেলার নয়টি ব্লকের ২২টি স্কুলের শিক্ষার্থীরা মডেল তুলে ধরেন।সংখিপ্ত সময়ের ব্যবধানে শিক্ষার্থীরা সাবলীল ভাবে এই বিষয়ে উপস্থাপনা করেন। এই জেলা স্তরের সেমিনারের পর ১১সেপ্টেম্বরের মধ্যে রাজ্য ভিত্তিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে।আগামী ১২অক্টোবর নয়াদিল্লির জাতীয় বিজ্ঞান সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় বিজ্ঞান সেমিনার-২০২৩। আজকের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলা দায়িত্ব প্রাপ্ত সভাধিপতি দেবল দেবরায়।উদয়পুর পুরপরিষদের পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার, বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলা অতিরিক্ত জেলাশাসক সুমিতলোধ, গোমতী জেলা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা আধিকার জৈন

অবৈধ পাচার বাণিজ্যে অভিযোগের তীর মোর্চার সম্পাদকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩০ আগস্ট।। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিলোনিয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিজিত দাস এবং বিলোনিয়া থানার যৌথ উদ্যোগে অভিযান চালিয়ে বিলোনিয়া থানাধীন সাড়াসীমা এলাকার গোপুর সরকারের বাড়ি থেকে উদ্ধার করে পাঁচ বস্তা কাপড়। যদিও কাপড়ের মালিক গোপুর সরকারকে আটক করলেও মহকুমা পুলিশ অধিকারীক কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে থানায় নিয়ে আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেড়ে দেওয়া হয় গোপুর কে। কেননা এই গোপুর ঋষ্যমুখ মন্ডলের নেতা হিসাবেও পরিচিত এলাকায়, পাশাপাশি পুলিশ অভিযান চালিয়ে দাউদ মিয়া এবং উসমান মিয়া নামে দুই যুবককে সন্ধেহ বসত আটক করে থানায় নিয়ে আসে, ধৃতদের বাড়ি আমজাদনগর এলাকায় তারা স্বীকার করে বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশে এই কাপড়গুলো আনা হয়েছে গোপুরের বাড়িতে, পাশাপাশি এরা আরো জানায়, অবৈধ পাচার বাণিজ্যের সাথে গোপুর সহ দক্ষিণ জেলার মাইনোরিটি মোর্চার সম্পাদক নাসির আহমেদও জড়িত। জানা যায় ২০১৮ নির্বাচনের পালা বদলের পর ভারতীয় জনতা পার্টির এবং দলীয় পদের ত্বকমা লাগিয়ে গোপুর এবং নাসির মিলে বিলোনিয়া থানাধীন সাড়াসীমা সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে কাপড়, ওষুধ,ফেনসিডিল সহ আরও কত কি অবৈধ পাচার বাণিজ্যের সাথে লিপ্ত, সূত্রে আরো জানা যায় এই অবৈধ পাচার বাণিজ্যের পেছনে ঋষ্যমুখ মন্ডলের এক বড় নেতার আশীর্বাদ রয়েছে বলে জানা যায়, যার ফলে এই গোপুর এবং নাসিরের বিরুদ্ধে কোন ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে না দল ,এদিকে কাপড় উদ্ধারের ঘটনায় পুলিশ তদন্তে নেমেছে বলে জানা যায়। তবে এখন দেখার বিষয় পুলিশি তদন্তে কি বেরিয়ে আসে,নাকি তদন্ত অধরা থাকে এটাই দেখার বিষয়।

ডেঙ্গুর প্রকোপ দেখা দিয়েছে কাঞ্চনমালা এলাকায় আক্রান্তদের চিকিৎসা চলছে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। ডেঙ্গুর প্রকোপ দেখা দিয়েছে কাঞ্চনমালা এলাকায়। পরিস্থিতি মোকাবেলায় স্বাস্থ্য দপ্তরকে জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে। আক্রান্ত রোগীর সন্ধান পাওয়া গেল গোলাঘাটি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কাঞ্চনমালা এলাকায়। বর্তমানে ডেঙ্গু আক্রান্ত পাঁচজন রোগীর চিকিৎসা চলছে কাঞ্চনমালা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। এই গ্রামীন এলাকার সাধারণ মানুষ জ্বর, শরীর ব্যথা কিংবা মাথা ব্যথা নিয়ে কাঞ্চনমালা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য যান। কর্তব্যরত চিকিৎসক জানিয়েছেন প্রথমে তাদেরকে রক্ত পরীক্ষা সহ বিভিন্ন শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে একাধিক রোগীর শরীরের ডেঙ্গুর লক্ষণ দেখা যায়। প্রায় প্রতিদিন চার থেকে পাঁচ জন রোগী এখানে ভর্তি হয়েছেন। অনেকেই এখান থেকে চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। এই মুহূর্তে পাঁচজন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা চলছে এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। প্রয়োজনীয় সব ধরনের ঔষধপত্র এবং ইনজেকশন দেওয়া হচ্ছে রোগীদের।কর্তব্যরত চিকিৎসক ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বেশ কিছু মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন।হাসপাতালে ভর্তি একজন রোগী জানিয়েছেন, তিনি এখন প্রায় সুস্থ। সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সাধারণ মানুষকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে থাকতে হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শুধু তাই নয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে আশপাশের এলাকাও। আর সেই সঙ্গে প্রয়োজন নানা সতর্কতা অবলম্বন করা।

১৬ দফা দাবিতে রাজধানী সিটুর মিছিল। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।